Boighar.com

রোকন

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

রূপনগরের বন্দী

শফীউদ্দীন সরদার

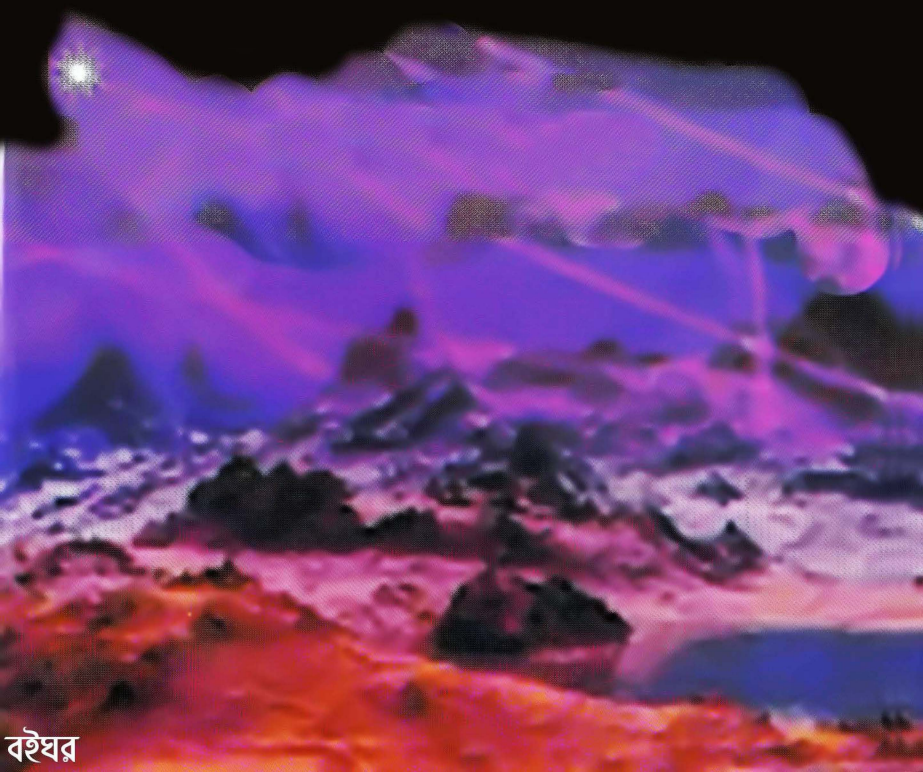

বইঘর

রূপনগরের বন্দী

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

www.boighar.com

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

রূপনগরের বন্দী
শফীউদ্দীন সরদার
প্রকাশনায়
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১/বি গ্রীনওয়ে
ওয়্যারলেস রেলগেট, মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ
ফোন ০১৭১১৫৮১২৫৫

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০১২

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
www.boighar.com
বাসাপ্র ২০৬

প্রচ্ছদ
এ তাসনিম রহমান
www.boighar.com
মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Rupnagarer Bondi
Safiuddin Sardar
Published by
Bangla Shahitto Parishad
1/B Greenway, Moghbazar,
Dhaka-1217, Bangladesh.
Phone 01711584855
Published on: May 2012
Price :Tk.150.00 only

ISBN-984-70274-0024-6

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

রূপনগরের বন্দী

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

www.boighar.com

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.boighar.com

রূপনগরের বন্দী

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING THE ORIGINAL BOOK.

দু'টি কথা

www.boighar.com

বেশ কিছু দিন আগে শ্রী গজেন্দ্র কুমার মিত্রের উপন্যাস 'নারী ও নিয়তি' পড়েছিলাম। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব ও মুরাদের প্রসঙ্গ নিয়ে 'নারী ও নিয়তি' উপন্যাসটি লেখা। এই উপন্যাসে একজন আদর্শ মুসলমান আওরঙ্গজেবের চরিত্র অংকনে শ্রী মিত্র মহাশয় ইতিহাসের প্রতি আদৌ বিশ্বস্ত থাকেননি। অতীতের আর পাঁচজন পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকগণ আওরঙ্গজেবের চরিত্র যেভাবে বিকৃত করেছেন, শ্রী মিত্র মহাশয় এই উপন্যাসে সেভাবে সুকৌশলে আওরঙ্গজেবকে খল, ক্রূর ও হিংস্র ব্যক্তিরূপে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসটি পড়ে আমি মর্মাহত হই।

ঠিক প্রতিবাদ না হলেও আওরঙ্গজেবের প্রকৃত চরিত্র জনসমাজে তুলে ধরার প্রয়াসে এই ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রূপনগরের বন্দী' আমি লিখেছি। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ আওরঙ্গজেবকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, আমি যথাসাধ্য সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছি। অতিরঞ্জিত করতে যাইনি। আমার সাফল্য ও বিশ্বস্ততা নিরপেক্ষ পাঠক মহলই বিচার করবেন।

একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা বলে 'নারী ও নিয়তি' উপন্যাসের কিছু কিছু ছায়া ও তথ্য আমার এই উপন্যাসে বিদ্যমান। এর জন্যে শ্রী গজেন্দ্র কুমার মিত্র মহাশয়ের কাছে আমি ঋণী।

শফীউদ্দীন সরদার

১

www.boighar.com

সিপাহী, রোখ যাও!

হুশিয়ার! হুশিয়ার!

মোঘল বাদশাহ শাহজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ বকশের বিদ্রোহাচরণের খবর পেয়ে আগ্রা থেকে দিল্লী অগ্রসর হওয়ার মাঝপথে বাদশাহ শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব আলমগীর হাত তুলে বাহিনীর অগ্রগতি থামিয়ে দিলেন। তার পরেই পাশের জনকে সম্বোধন করে বললেন, আসাদ খাঁ সাহেব!

বকশী আসাদ খাঁ কুর্নিশ করে বললেন, খোদাবন্দ!

আওরঙ্গজেব বললেন, এটা কোন্ স্থান?

আসাদ খাঁ বললেন, রূপনগর জনাব। সামনেই মথুরা।

আওরঙ্গজেব বললেন, ছাউনি ফেলুন।

চমকে উঠলেন বকশী আসাদ খাঁ। হতভম্ব হয়ে বললেন, জাহাপনা!

আওরঙ্গজেব আলমগীর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, দিল্লী অভিযান বন্ধ রইলো খান সাহেব। এখানেই ছাউনি ফেলুন।

www.boighar.com

আসলে এটি একটি গৃহযুদ্ধের ঘটনা। দিল্লীর মসনদ নিয়ে মোঘল বাদশাহ শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে কলহের ব্যাপার। বাদশাহ শাহজাহানের শেষ জীবন চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়। ১৬৫৭ খৃস্টাব্দে বাদশাহ শাহজাহান গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাদশাহর মৃত্যু আশংকা করে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব শুরু হলো।

বইঘর.কম ও রোকন

বাদশাহর চার পুত্রের মধ্যে দারা শুকোহ ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন সুজা। আওরঙ্গজেব ছিলেন তৃতীয় পুত্র ও মুরাদ বকশ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। জাহানারা ও রওশনারা নামের দুই কন্যাও ছিলেন বাদশাহর। এই পুত্র-কন্যা সকলেই ছিলেন মমতাজ মহলের গর্ভজাত। গৃহযুদ্ধের সময় দুই বোনের মধ্যে জাহানারা দারার ও রওশনারা আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করেন।

বাদশাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা নামমাত্র পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি পিতার নিকট রাজধানী আগ্রায় অবস্থান করে পিতাকে রাজকার্যে সহায়তা করতেন। বাদশাহ শাহজাহান দারাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। দারাকেই তিনি তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। দারা বিদ্বান ও কিছুটা গুণবান হলেও উদ্ধত ব্যবহার আর রুক্ষ মেজাজের জন্যে রাজদরবারের অনেকেই তাঁর প্রতি বিরূপ ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। এছাড়া, হিন্দু ধর্মের প্রতি অতিশয় অনুরাগী থাকায় ঈমানদার ও সৎ মুসলমানের সমর্থনও তিনি পাননি। ওদিকে আবার সর্বদা পিতৃস্নেহাধীনে থাকার দরুন যুদ্ধবিদ্যায় ও শাসনকার্যে তাঁর যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতা ছিল খুবই কম।

দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন বাংলাদেশের শাসনকর্তা। তিনি সুদক্ষ যোদ্ধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু অত্যধিক ভোগ-বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তা তাকে অকর্মণ্য করে তোলে।

তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব ছিলেন সর্বাধিক যোগ্য, ক্ষমতাসম্পন্ন, বিদ্বান, ধার্মিক ও দক্ষ রাজনীতিবিদ। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হিসাবে তাঁর শাসন দক্ষতা নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাঁর চরিত্রের নির্মলতা ছিল প্রশংসনীয়।

সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও অসাধারণ সমরবিদ। যোদ্ধা হিসাবে তাঁর সমকক্ষ সেকালে ও সে দেশে বড় একটা কেউ ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন এক উচ্ছৃঙ্খল যুবক। খেয়ালী ও ভাবপ্রবণ।

এই ভাইদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের বড় কারণ, মোঘল সিংহাসন লাভের কোন সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতি না থাকা। জোর যার মুলুক তার— এই নীতিই ছিল সিংহাসন লাভের একমাত্র পন্থা। সম্রাট বাবর থেকে শাহজাহান পর্যন্ত সকল মোঘল সম্রাটকে বিরুদ্ধবাদী আত্মীয়দের সঙ্গে সংগ্রাম করেই সিংহাসন লাভ

করতে হয়। সুতরাং শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হলো।

১৬৫৭ খৃস্টাব্দে বাদশাহ শাহজাহান যখন ভীষণ পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা পিতার নিকট রাজধানী আগ্রায় অবস্থান করে যাবতীয় রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন। এক্ষণে পিতার অসুস্থতার সুযোগে তিনি সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করে ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। দূর প্রদেশে অবস্থানরত শাহাজাদাদের নিকট যাতে করে রাজদরবারের কোন খবরাখবর পৌঁছতে না পারে, তজ্জন্যে শাহাজাদা দারা কেন্দ্রীয় রাজধানী আগ্রার স্বার্থে সংযোগকারী বাংলা, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিলেন, এমন কি দারা কেন্দ্রীয় রাজধানীতে অবস্থানরত তার অন্য ভাইদের প্রতিনিধিদের সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করলেন। শাহাজাদাগণ বিদ্রোহী হওয়ার পূর্বেই দারা তাদেরকে আক্রমণ করার জন্যে রাজকীয় সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন। তদুপরি দারা মিথ্যাভাবে পিতা শাহজাহানের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করলেন। এভাবে মোঘল সিংহাসন লাভ করার জন্যে দারা সর্বপ্রকার ফন্দি আঁটতে লাগলেন। দারার এই সমস্ত দুর্ব্যবহার ও কপটাচরণ ভ্রাতৃবিরোধকে প্রকট করে তুললো।

১৬৫৭ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে বাদশাহ শাহজাহান সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করলেও তিনি তাঁর মৃত্যু সংবাদটির প্রতিবাদ করলেন না। উপরন্তু বাদশাহ দারার কপটাচরণের প্রতি সমর্থন জানিয়ে অন্য পুত্রদের বিরুদ্ধে দারাকে সিংহাসন লাভের জন্যে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দান করতে লাগলেন। ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করলো। আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে দারা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে শাহজাহানের কান বিষাক্ত করে তুলেছিলেন। শাহজাহান নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে, অন্য পুত্রদের মধ্যে আওরঙ্গজেব ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্য ও ক্ষমতাবান, তথাপি আদরের দুলাল দারার প্রতি অন্ধ স্নেহই শাহাজনকে আওরঙ্গজেবের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। মোটকথা, দারার প্রতি শাহজাহানের অন্ধ স্নেহ ও পক্ষপাতিত্ব উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বকে উস্কিয়ে দিয়েছিল।

ফলে শুরু হলো দ্বন্দ্ব। সর্বপ্রথম বাংলাদেশে সুজা নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করলেন এবং নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রাঙ্কন করতে লাগলেন। কিন্তু সসৈন্যে রাজকীয় রাজধানী আগ্রা দখল করতে অগ্রসর হয়ে সুজা বারানসীর কাছে বাহাদুর গড়ের যুদ্ধে দারার সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পরাজিত হলেন এবং অতঃপর বাংলাদেশে ফিরে এলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

এদিকে ভ্রাতাদের মধ্যে মুরাদ দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি গুজরাটে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু ধীর স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন আওরঙ্গজেব পিতা জীবিত থাকতে বিদ্রোহ ঘোষণা করা সমীচীন মনে করলেন না। তিনি পিতার মৃত্যু সংবাদটির সত্যতা নির্ধারণ করতে চাইলেন। এজন্যে আওরঙ্গজেব কোন কর্মপন্থা গ্রহণের পক্ষপাতী হলেন না।

কিন্তু এভাবে ব্যর্থ হলেন আওরঙ্গজেব। অবশেষে আওরঙ্গজেব কর্মপন্থা গ্রহণ করলেন। তিনি যোগাযোগ করলেন মুরাদের সাথে। মুরাদ ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন আওরঙ্গজেবকে। ফলে অল্পতেই মিলন হয়ে গেল দুই ভাইয়ের মধ্যে। একটা সমঝোতাও তাদের মধ্যে হয়ে গেল। সাম্রাজ্য ভাগ করে নেয়ার একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে। এই চুক্তিতে মুরাদ পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও সিন্ধুদেশ নিতে সম্মত হলেন। মোঘল সাম্রাজ্যের বাকী অংশ আওরঙ্গজেবের ভাগে রইল।

অতঃপর আওরঙ্গজেব ও মুরাদের সম্মিলিত বাহিনী উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী ধর্মাট নামক স্থানে উপস্থিত হলে দারার নির্দেশক্রমে মোঘল সৈন্যের অধিনায়ক যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খাঁন তাঁদের বাধা দিলেন। কিন্তু ধর্মাটের যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের জয় হলো। এই পরাজয়ের সংবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে দারা নিজেই রাজকীয় সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার উদ্দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন এবং যশোবন্ত সিংহ ও অন্যান্য সেনাপতির সাথে একযোগে আওরঙ্গজেবদের আক্রমণ করলেন। আগ্রার অনতিদূরে সামুগড়ের প্রান্তরে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের যুগ্ম বাহিনীর সাথে দারার এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে মুরাদ যে বীরত্ব প্রদর্শন করলেন, এক কথায়, তা ছিল অতুলনীয়। মুরাদের এই সিংহবিক্রম ছাড়া আওরঙ্গজেবের পক্ষে এ যুদ্ধে জয় লাভ প্রায় অসম্ভবই ছিল। যা হোক, বহুক্ষণব্যাপী অবিরাম যুদ্ধের পর দারা সামুগড়ের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলেন।

সামুগড়ের যুদ্ধে জয় লাভের পর আওরঙ্গজেব সরাসরি অগ্রসর হয়ে রাজধানী আগ্রা অধিকার করলেন। ইত্যবসরে বাদশাহ শাহজাহান পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু দারার প্রতি অন্ধ অনুরাগের কারণে আওরঙ্গজেব পিতা শাহজাহানকে আগ্রার দুর্গে নজরবন্দী করে রেখে স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করলেন। পিতা পুত্রের মধ্যে মিলন ঘটানোর জন্যে শাহজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। অবশেষে ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে শাহজাহানের মৃত্যু হলে জাহানারার আর করার কিছুই

থাকলো না। আগ্রা অধিকারের পর আওরঙ্গজেব ও মুরাদ সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয়ে দারাকে পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগলেন এবং মথুরাতে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে সম্বন্ধ তিক্ত হয়ে উঠলো। হিন্দু রাজা মহারাজা ও বন্ধু-বান্ধবদের কুপরামর্শে মুরাদ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার জন্যে গোপনে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

উল্টে গেল পরিস্থিতি। আওরঙ্গজেব মুরাদের বিদ্রোহাচরণের খবর পেয়ে মাঝপথে হাত তুলে বাহিনীকে থেমে যাওয়ার ইংগিত দিলেন।

সংগে সংগে নকীব হাঁক দিলো, সিপাহী, রোখ যাও! হুশিয়ার! হুশিয়ার—

থেমে গেল বাহিনী। আওরঙ্গজেব অতঃপর তার পাশের জনকে সম্বোধন করে বললেন, আসাদ খাঁ সাহেব!

বকশী আসাদ খাঁ কুর্নিশ করে বললেন, খোদাবন্দ!

শাহাজাদা আওরঙ্গজেব বললেন, এটা কোন্ স্থান?

আসাদ খাঁ বললেন, রূপনগর জনাব। সামনেই মথুরা।

আওরঙ্গজেব বললেন, ছাউনি ফেলুন।

চমকে উঠলেন বকশী আসাদ খাঁ। কিছু বুঝে উঠতে না পেরে হতভম্ব হয়ে বললেন, জাঁহাপনা!

আওরঙ্গজেব আলমগীর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, দিল্লী অভিযান বন্ধ রইলো খান সাহেব। এখানেই ছাউনি ফেলুন।

এখানেই?

হ্যাঁ, এখানেই, এই মাঝপথেই।

কিন্তু শাহজাদা মুরাদ!

আমি জানি, সে আমাদের পেছনেই আসছে।

আমাদের বিলম্ব হলে—

সে আগেই দিল্লীতে পৌঁছে মসনদ দখল করতেও পারে।

সেজন্যেই—

সেজন্যেই আমি দিল্লী অভিযান স্থগিত রাখতে চাই।

কেয়া গজব! জনাব কি তাহলে শাহজাদা মুরাদকেই মসনদ ছেড়ে দিতে চান?

কি অনুমান করেন?

আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে জাঁহাপনা।

বুঝতে আপনি পারেন ঠিকই। শুধু পারেন না অপ্রিয় সত্যটা মুখ ফুটে বলতে।

বইঘর.কম ও রোকন

আবার কুর্নিশ করলেন আসাদ খাঁ সাহেব। সম্ভ্রমে বললেন, মেহেরবান!

আওরঙ্গজেব বললেন, তাকে মসনদ ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা আমার হয় বৈকি!

জাঁহাপনা!

সে বীর। সামুগড় যুদ্ধে তার অসাধারণ রণকৌশল আমায় মুগ্ধ করেছে। তদুপরি...

আলমপনা!

সে জনগণের অত্যন্ত স্নেহভাজন, আচরণে অমায়িক, বন্ধুত্বে অদ্বিতীয়।

তা অবশ্য ঠিক।

এতক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। এ কথায় দ্রুত আসাদ খাঁ সাহেবের দিকে ঘুরে শাহজাদা বললেন, তাহলে বেঠিক কোন্‌টা?

এবার আসাদ খাঁ সাহেব বাধ্য হয়েই বললেন, তিনি অত্যন্ত সুরাসক্ত, আরামপ্রিয়, অপরিণামদর্শী।

নাখোশ হওয়ার ভান করে আওরঙ্গজেব বললেন, খাঁ সাহেব!

আসাদ খাঁ বললেন, গোস্তাকী মাফ হয় জাঁহাপনা।

আমি বলতে চাই, যারা আরামপ্রিয় আর অপরিণামদর্শী দায়িত্বের জন্যে তারা অযোগ্য।

মুচকি হাসলেন আওরঙ্গজেব। বললেন, আর একটা সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্যে?

জবাবে আসাদ খাঁ শক্ত কণ্ঠে বললেন, সে প্রশ্নই অবান্তর।

অট্টহাসি হেসে উঠলেন আওরঙ্গজেব। কিছুক্ষণ হা হা করে হেসে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তাহলে দেখুন, আপনিও বোঝেন যে, মুরাদকে আমি মসনদ ছেড়ে দিতে পারিনে। মোঘল বংশের অপ্রতিহত যশ আর মান একজন খেয়ালীর হাতে ফেলে রাখা যায় না। যান, ছাউনি ফেলুন।

আপনি বড় দুর্বোধ্য জাঁহাপনা!

www.boighar.com

কুর্নিশ করে আসাদ খাঁ চলে গেলেন। আওরঙ্গজেব নিমেষ খানেক আনমনে পায়চারি করলেন। পরে গম্ভীর কণ্ঠে স্বগতোক্তি করতে লাগলেন, সহজবোধ্যই তো হতে চেয়েছি, কিন্তু অনেকের অতি উর্বর মস্তিষ্ক আমাকে তা হওয়ার মওকা দিলে কৈ? কেউ ভাবলে আমি মসনদলোভী, কেউ বুঝলে ষড়যন্ত্রকারী। কিন্তু কেউ তালাশ করলে না, আসলে আমার তকলিফটা কোথায়, আমার লোহু ঝরছে কোন্‌খানে।

কথার মাঝেই দ্রুত পদে সেখানে এসে হাজির হলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেবের মাতুল ও সিপাহসালার শায়েস্তা খান সাহেব। এসেই তিনি নাখোশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, এর অর্থ কি শাহজাদা?

শাহজাদা আওরঙ্গজেব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, কিসের অর্থ খানই খান্দান?

মাঝপথে সিপাইদের থামিয়ে দেয়ার অর্থ?

অর্থ একটা আছে বৈকি মামু সাহেব! নিরর্থক কালক্ষেপণের ফুরসুত আমার কোথায়?

কিন্তু খবর যখন এই যে, মুরাদও দিল্লীর মসনদ লক্ষ্য করে অগ্রসর হচ্ছে, তখন আমাদের এই বিলম্ব।

আরওঙ্গজেব ভারিক্কী চালে বললেন, মারাত্মক হয়ে পড়ারই কথা। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তা হচ্ছে না।

শায়েস্তা খান সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, শাহজাদা!

শাহজাদা বললেন, মুরাদের বর্তমান লক্ষ্য দিল্লীর মসনদ নয় মামুজান। আমাকে পাহারা দিয়ে রাখাই তার এখন একমাত্র কাজ।

অর্থাৎ?

মসনদ অধিকার করতে হলে অর্থ চাই, সামর্থ্য চাই, সবার উপরে উপযুক্ত মাথা চাই। তাকে সাহায্য করবেন বলে যেসব রাজা-মহারাজা কথা দিয়েছেন, তাদের সাহায্য এসে না পৌছা তক তার লক্ষ্যের কোন ব্যতিক্রম নেই।

শাহজাদা!

মুসলমান শাসন উৎখাত কল্পে এই হিন্দুস্তানের যে শক্তি হরওয়াক্ত শান দিচ্ছে ছুরিতে, মদদ দিচ্ছে ষড়যন্ত্রে। মুরাদ তারই অপেক্ষায় আছে।

তাহলে এই তো সুযোগ! এখন আমরা অনায়াসেই...

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আওরঙ্গজেব বললেন, দিল্লীর মসনদ অধিকার করতে পারি। ধারণা আপনার অভ্রান্ত। কিন্তু মামু সাহেব, মুরাদ তো পেছনে থাকবেই। উপযুক্ত শক্তি সংগ্রহ করতে পারলে সেও আবার অনায়াসেই সেই মসনদ কব্জা করতে পারবে। যা রাখতে পারবেন না, তা ধরতে গিয়ে ফায়দা কি?

শায়েস্তা খান সাহেব প্রত্যয়ের সাথে বললেন, কিন্তু আমরা কমজোর নই!

শাহজাদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মুরাদকেও কমজোর ভাববেন না। তদুপরি বাইরের উস্কানি আর অপপ্রচারে হুজুগে জনবল এসে তার পেছনে দাঁড়ালে হীনবলও মহাবল হয়ে উঠবে।

শায়েস্তা খান সাহেব হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, তাহলে তুমি কি করতে চাও?

আওরঙ্গজেব শক্ত কণ্ঠে বললেন, অফুরন্ত স্নেহধারা ঢেলে আমি তার মসনদের মোহকে ভাসিয়ে দিতে চাই। সাম্রাজ্যের কল্যাণে যে মসনদ ত্যাগ করা তার পবিত্র কর্তব্য, এ কথা সে বুঝলেও তার পারিষদরা তা তাকে কিছুতেই বুঝতে দেবে না। সুতরাং...

সুতরাং!

তাকে বন্দী করা ছাড়া আর দুসরা কোন রাহাই আমার নেই।

চমকে উঠলেন শায়েস্তা খান সাহেব। বললেন, বন্দী!

ম্লান হাসি হেসে আওরঙ্গজেব বললেন, চমকে উঠলেন খানই খান্দান? সে আমার অত্যন্ত প্রিয় আর সেজন্যেই তাকে বন্দী করাও আমার একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু একেবারে বন্দী করাটা...?

খানিকটা দৃষ্টিকটু হয় বৈকি! ওটা আমিও বুঝি। কিন্তু অবোধ শিশু যখন মোহের বশে আগুনে হাত দিতে চায়, তখন তাকে বাঁচাতে হলে ধরে রাখা ছাড়া আর অন্য কোন পথ আমার জানা নেই মামুজান। আপনাদের কারো জানা থাকলে সে পরামর্শ আমায় দেবেন।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বিব্রতভাবে সেখান থেকে চলে গেলেন। এ কথায় ক্ষুব্ধ হলেন সিপাহসালার শায়েস্তা খান। তিনি ক্ষুণ্ন কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন, পরামর্শ? পরামর্শের পরোয়া তোমরা কে কবে করলে আওরঙ্গজেব? সে অপেক্ষা কে কবে রাখলে? মুসিবতের আশংকা তোমাদের নখদর্পণে। সমাধান তোমাদের কণ্ঠস্থ। জিদ যখন চেপেছে, তখন পরামর্শ যে অর্থহীন তা বুঝি। কিন্তু বুঝতে পারছিনে এই আকস্মিক পদক্ষেপের পরিণামটা কি?

কাজ সমাধা করে আবার এলেন বকশী আসাদ খাঁ সাহেব। শায়েস্তা খান সাহেবের কথার উত্তরে বললেন, ভয়াবহ!

শায়েস্তা খান সাহেব বললেন, ভয়াবহ?

জি, ভয়াবহ! দাবানলকে ভয় করিনে সিপাহসালার। কারণ তা দেখা যায় আর তাতে করে আত্মরক্ষা নিয়ে চিন্তা করার পথ থাকে। কিন্তু তুষানল বড় মারাত্মক। দাউ দাউ করে জ্বলেও না, আবার পোড়াতেও বড় কম পোড়ায় না।

বকশী সাহেব!

শাহজাদা আওরঙ্গজেবের আচরণ তুষানলকে হার মানিয়ে দিচ্ছে। আগুন যে জ্বলছে ধোঁয়াই তার প্রমাণ। কিন্তু কোথায় জ্বলছে, তা তিনি ছাড়া অন্য কারো জানতে চাওয়াও গোস্তাকি।

বড় আজব মানুষ এই শাহজাদা আওরঙ্গজেব বকশী সাহেব! চরম বিপদেও ইঙ্গিতের অধিক কিছু প্রকাশে সে নারাজ।

সেক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা যেমন অসঙ্গত, ভাগ্যও তেমনি অনিশ্চিত।

বকশী সাহেব!

সর্বস্ব পুড়ে শেষ হওয়ার আগে আমরা কেউ জানতেও পারবো না যে, আমাদের ভাগ্যের চাকায় আগুন লেগেছিল।

এখন আর সে আফসোস করে ফায়দা নেই বকশী সাহেব। নসীবের ঘোড়দৌড়ের যে অশ্ব আমরা ধরেছি, তাকে তার নিজস্ব গতিতে ছুটতে দিন। সেই অশ্বের কৃতিত্বেই আমাদের কৃতিত্ব, জয়ে আমাদের জয়, পরাজয়ে পতন। আফসোস এক্ষেত্রে অর্থহীন। শাহজাদা সুজার সমর্থনকারীদের কথাই একবার ভাবুন। তাদের সম্ভাবনাও কম ছিল না কোনমতেই?

আমাদের দুশ্চিন্তাও ঠিক ঐখানেই। সিপাহসালারের কথা অবশ্য আলাদা। কারণ তিনি উভয় শাহজাদারই মাতুল। দুর্দিনেও তার একটা ভরসা আছে। কিন্তু আমরা? আমরা একেবারেই এতিম।

ক্লিষ্ট হাসি হাসলেন শায়েস্তা খান সাহেব। বললেন, এবার হাসালেন বকশী সাহেব। এই মুরাদ বকশকে আপনি আজও চেনেন না। এর কাছে আপন পরের বিচার নেই। বুকের সাথে জড়িয়ে ধরার কারণ ঘটলে সে আত্মীয় পর নির্বিশেষে জড়িয়ে ধরবে এক সাথে, ছুড়ে দিলে, ছুড়েও দেবে এক সাথেই।

আসাদ খাঁ সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, আশ্চর্য!

এই সময় ছুটে এলো আমিন খাঁ। সিপাহসালার মীর জুমলার পুত্র আমিন খাঁ। এসেই সে বললো, খবর আছে বকশী সাহেব, আশ্চর্য খবর আছে!

আসাদ খাঁ সাহেব বললেন, আশ্চর্য খবর! কি সে আশ্চর্য খবর?

খবরটা হলো জাঁহাপনার দূরদৃষ্টি। শাহজাদা মুরাদ সত্যিই দিল্লীর পথ পরিবর্তন করেছেন। তিনি আমাদের পথ ধরেই এগিয়ে আসছেন।

আসাদ খাঁ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, আমিন খাঁ!

আমিন খাঁ বললো, আমার বিশ্বস্ত অনুচরেরা এইমাত্র এ খবর পৌঁছে দিয়ে গেল।

শায়েস্তা খান সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হু!

আমিন খাঁ বললো, আরো আছে সিপাহসালার।

শায়েস্তা খান সাহেব নাখোশ কণ্ঠে বললেন, অর্থাৎ?

শাহজাদা মুরাদ মার্জনা ভিক্ষা করে সম্রাটের কাছে পত্র দিয়েছেন। তাতে আছে শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে ধরিয়ে দেয়ার ওয়াদা।

আমিন খাঁ!

চালটা অবশ্য শাহজাদা মুরাদের নিজের নয়। বাইরে থেকে যুগিয়ে দেয়া।

বটে!

মহারাজ আর মোসাহেবদের মগজ থেকেই এই কিসিমের হীনমন্যতার উৎপত্তি হয়েছে, শাহজাদার সক্রিয় কোন ভূমিকাই এখানে নেই।

আসাদ খাঁ সাহেব বললেন, তুমি নিশ্চিত?

আমিন খাঁ বললো, একদম। সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

শায়েস্তা খান সাহেব বললেন, প্রমাণ? প্রমাণ আছে মজবুত।

প্রমাণ দিতে না পারলে আমি আমার মাথা দিতে প্রস্তুত সিপাহসালার!

ধীরে, নওজোয়ান ধীরে। রাজনীতি আর রণনীতি এক কথা নয়। এখানে সৎ সাহস থাকা ভালো, কিন্তু সস্তা মন্তব্য বিপজ্জনক!

উপদেশ দিয়ে সরে গেলেন সিপাহসালার শায়েস্তা খান সাহেব। সেদিকে চেয়ে আমিন খাঁ বললো, যা সত্য তা বলার অধিকার সবারই আছে।

আসাদ খাঁ সাহেব বললেন, না, নেই। এটা শুধু রাজনীতিই নয় আমিন খাঁ, শাহীনীতি। এখানে শুধু দেখবে, শুনবে, অনুভব করবে। প্রয়োজনে শুধু ইংগিতটুকুই দেবে, ব্যস! সহজ করে সত্য বলার কোশেশ করা আর মউতকে দাওয়াত দেয়া এখানে প্রায় সমান।

বকশী সাহেব!

প্রমাণের ব্যর্থতাই শুধু নয়, বিলম্বের পরিণামও অতি ভয়াবহ!

সুতরাং হুশিয়ার নওজোয়ান, হুশিয়ার!

শায়েস্তা খান সাহেবের মতো বকশী সাহেবও উপদেশ দিয়ে সরে গেলেন। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো আমিন খান। দাঁড়িয়ে থেকে আপন মনে বলতে লাগলো, হু! হুশিয়ার! কী তাজ্জব! ডাইনে, বায়ে, সামনে, পেছনে সর্বত্রই ঐ একই সতর্কবাণী হুশিয়ার! যেন বিসুভিয়াসের ফাটলের মুখে দাঁড়িয়ে আছে সবাই!

বলতে বলতে আমিন খাঁ একটু থামলো। একটু ভাবলো। পরে আবার বলতে লাগলো, আজব এই দেশ, আজব এর পরিবেশ। সুদূর পারস্য থেকে পিতার হাত ধরে একদিন এসে পা দিয়েছি এই আজব দেশে। এসেছিলাম সোনার সন্ধানে। হায়রে সোনার দেশ! সোনা দেখলাম কিঞ্চিৎ লক্ষ গুণে অধিক দেখলাম সংঘাত! দেখলাম সোনার কোন আধিক্য নেই এদেশের জমিনে, আছে শুধু মসনদের চারপাশে সংঘাতের আবর্ত। আত্মরক্ষার তাকিদে সোনার সওদাগর আজ হাতে তুলেছে তলোয়ার! তবু শেষ নেই ঐ সতর্কতার হুশিয়ার, হুশিয়ার!

সেও সেখান থেকে সরে যেতে চাইলো। কিন্তু যেতে পারলো না। তাকে খুঁজতে খুঁজতে বান্দা সেখানে এসে হাজির হলো এবং কুর্নিশ করে বললো, সাহেবজাদা!

আমিন খাঁ বললো, কে? ও বান্দা?

জি সাহেবজাদা।

কি খবর?

উজিরে আজম খান জাফর আলী খান সাহেব আপনাকে সালাম দিয়েছেন। খুব জরুরি।

তিনি কোথায়?

শাহজাদার মানে জাহাপনার খিমায় পরামর্শে বসেছেন।

হেসে ফেললো আমিন খাঁ। বললো, অর্থাৎ মসনদ! মসনদ, তুমি হুশিয়ার!

হাসতে হাসতে চলে গেল আমিন খাঁ। তাজ্জব হলো বান্দা। সে আপন মনে বললো, যা বাবা! এখানেও মসনদ! ইস! মসনদের প্রাণটা তো যায় দেখছি! সবার মুখে ঐ এক কথা মসনদ! সেপাইয়ের মুখে মসনদ, শান্ত্রীর মুখে মসনদ, রাজা বাদশা পড়ে মরুক, সাত পুরুষের কানা বাঁদী, তারও মুখে মসনদ। বাবা মসনদ, বেঁচে গেছো বাবা, তুমি কোন জীন ইনসান জন্তু জানোয়ার নও। নেহায়েত যদি গরু ছাগল হতে, ঠ্যালার চোটে তোমাকে নির্ঘাত গাছে চড়তে হতো। আরে দূর দূর!

২

শাহজাদা আওরঙ্গজেব আর আমিন খাঁর কথা শুধু ঠিকই নয় অর্থাৎ শাহজাদা মুরাদ শুধু শাহজাদা আওরঙ্গজেবের কাফেলার পেছনে পেছনেই আসছেন না বা দিল্লীর পথ পরিবর্তন করে আওরঙ্গজেবের পথ ধরেই আসছেন না, শাহজাদা মুরাদ শাহজাদা আওরঙ্গজেবের অনুকরণে তাঁবুও ফেলেছেন অনেকটা নিকটেই। দুই তাঁবুর মধ্যে দূরত্ব দুই-তিন ক্রোশ। শাহজাদা আওরঙ্গজেবের মতো শাহজাদা মুরাদের শিবিরেও ছাউনি পড়েছে সারি সারি। চাকর-নফর, সেনা-সৈন্য, পাত্র-মিত্র প্রত্যেকের জন্যে পৃথক পৃথক ছাউনি। শাহজাদা মুরাদের ছাউনির মাঝখান আরও জাঁকজমকপূর্ণ, প্রশস্ত আর সরাবের আনযাম ও আসবাবপত্র দ্বারা সুসজ্জিত।

বইঘর.কম ও রোকন

শাহজাদা মুরাদ দিন দু'য়েক ছাউনির মধ্যে রইলেন। বেধড়ক সরাব পান করলেন আর চাকর-নফর, মোসাহেবদের নিয়ে হাসিঠাট্টা ও রঙ্গতামাশা করে কাটালেন। এরপর হাঁপিয়ে উঠলেন তিনি। হাতে কোন কাজ ছিল না, মাথায় কোন চিন্তাও ছিল না। অবশ্য কোন চিন্তা-ভাবনার মধ্যে তিনি আগেও ছিলেন না, এখনও নেই। কাজেই হাঁপিয়ে তো উঠবেনই! www.boighar.com

চিন্তা-ভাবনা যা করার তা সবই করেন তাঁর পারিষদরা। দিল্লীর বাদশা হওয়া, দিল্লীর মসনদ দখল করা এসব কোন চিন্তা তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। এগুলো সবই তাঁর তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষী ও পারিষদদের মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যাপার-স্যাপার। তাঁরা শাহজাদা মুরাদকে যা বোঝাচ্ছেন তাই তিনি বুঝছেন, যা করাচ্ছেন, তাই তিনি করছেন। দিল্লীর বাদশাহ হতে হবে, দিল্লীর মসনদ দখল করতে হবে এসব কথায় তিনি সায় দিয়ে যাচ্ছেন শুধু। এসব নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা মাথায় রাখছেন না। এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা যা করার তা সবই করছেন, পরিকল্পনা যা আঁটার তা সবই আঁটছেন, তাঁর সেই ইসলামবিরোধী তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষীরা আর স্বার্থান্বেষী পাত্রমিত্র পারিষদরা।

এক কথায় এসব চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব এঁদের উপর ফেলে দিয়ে শাহজাদা মুরাদ একদম অবসর হয়ে আছেন। এসব কাজ শাহজাদার নয়। তাঁর কাজ সরাব পান করা আর আমোদ-ফুর্তির মধ্যে ডুবে থাকা।

তাই থেকেই তিনি দিন দু'য়েক কাটালেন। এরপরে হঠাৎ মন তার অন্যদিকে গেল। সরাব পানের আর আমোদ-ফুর্তির নেশার পাশাপাশি আর একটা মস্ত বড় নেশা ছিল শাহজাদা মুরাদের। সেটা হলো শিকার। শিকার করার প্রতি আকর্ষণটা ছিল তাঁর অদম্য।

শাহজাদা মুরাদের তাঁবুর পাশেই ছিল বড় সড়ো এক অরণ্য। সে অরণ্যে নজর পড়ায় বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। লক্ষ্য তাঁর হরিণ শিকার। হরিণ খুঁজতে গিয়ে বাঘ-সিংহও যদি বেরিয়ে পড়ে, কুচ পরোয়া নেহি! বাঘ-সিংহ মেরেই শিকারের স্বাদ পেতে চান তিনি। তাই শিকারে বেরুলেন চাকর-নফর, সেনা-সৈন্য সমভিব্যাহারে।

অরণ্যটা লম্বা আর দুই ভাগে বিভক্ত। বড় অংশে গভীর বন। দুর্ভেদ্য অরণ্য। ছোট অংশে হাল্কা পাতলা গাছ-গাছড়া। গাছ-গাছড়ার মধ্যে অনেক ফুলের গাছ। শিমূল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি ফুলের গাছ। এর সাথে আছে অনেক ঝুলন্ত লতা। থোকা থোকা ফুল ফোটে সেসব লতাগুলোতে। স্বাভাবিক কারণেই ভিড় জমে অলির। মধু আহরণে তাদের শুরু হয় গুঞ্জন। অবিরাম গুন

গুন গুঞ্জন। অলিকুলের গুঞ্জনের সাথে পাল্লা দেয় পক্ষীকুলের কূজন। বনের এই অংশে ভিড় জমায় পাখীরাও। হরেক রকম পাখী আর তাদের হরেক রকম ডাক। 'বউ কথা কও', 'ফটিক জল', 'খোকা হোক খুকী হোক,' আর কোকিলের কুহুরব। সাথে আছে বন্য কবুতরের বাক বাকুম আওয়াজ। গাছের নীচে আছে ফিরফিরে বাতাসে সুন্দর সুন্দর অনেক বসার জায়গা।

এক কথায় অরণ্যের এ অংশটা এক মনোরম উদ্যান। এ উদ্যানে বেড়াতে আসে আশেপাশের টিলা বস্তির মানুষেরা, বিশেষ করে তরুণীরা-যুবতীরা। চার দেয়ালের আবৃত থেকে বেরিয়ে তরুণীরা-যুবতীরা এখানে আসে খোলা হাওয়ার টানে আর ফুল পাখীর আকর্ষণে।

সেদিনও পাঁচ-ছয়জন সুন্দরী যুবতী এই স্থানে এসেছিল আর আনন্দে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিল। এই সুন্দরীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী এক মেয়ে ফুল পাখী দেখতে দেখতে দলছুট হয়ে অন্য দিকে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ সে ফুলের বাহার আর পাখীর গানের মধ্যেই ডুবে ছিল। হুশ ফিরে আসতেই সে উতলা হয়ে উঠলো আর শংকিত কণ্ঠে সঙ্গিনীদের ডাকতে লাগলো, ললিতাদি, ললিতাদি, মাধুরী, এই মাধুরী, তোমরা সব গেলে কোথায়? সামনে কী গভীর বন! না, না, বেখেয়ালে আমার এদিকে এতটা এগিয়ে আসা ঠিক হয়নি, মোটেই ঠিক হয়নি।

এই সময় বনের মধ্যে একটি বাঘকে লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি ছুড়লেন শাহজাদা মুরাদ। গুলি খেয়ে বাঘটি গভীর অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসে অরণ্যের এই হালকা পাতলা অংশের দিকে ছুটতে লাগলো। বন্দুকের শব্দ শুনে চমকে উঠলো এই সুন্দরী মেয়েটি। ভীত কণ্ঠে বললো, ওমা। বনের মধ্যে আবার বন্দুক ছোড়ে কে?

বাঘটি বাইরে বেরিয়ে আসায় অরণ্যের মধ্যে থেকে অনেকেই আওয়াজ দিল, বাঘ, বাঘ! সাবধান, সাবধান!

আবার চমকে উঠলো মেয়েটি। বললো, এ্যাঁ! বাঘ!

অরণ্যের দিকে চেয়ে বাঘ দেখেই আতংকে সে লাফিয়ে উঠে বললো, ওমা তাই তো! এ্যাঁ! ও কি? ওটা যে এই দিকেই আসছে? বাঘ, বাঘ!

বন্দুক হাতে অরণ্য থেকে বেরিয়ে এলেন শাহজাদা মুরাদ। এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, কৈ, বাঘটা গেল কোথায়? এই দিকেই তো এলো!

এরপর বাঘের উপর নজর পড়তেই শাহজাদা বললেন, ঐ, ঐ যে ছুটছে! হুশিয়ার! হুশিয়ার!

বইঘর.কম ও রোকন

বাঘটা সুন্দরীর দিকে আরো এগিয়ে আসায় সুন্দরীটি আর্ত কণ্ঠে আওয়াজ দিলো, বাঘ, বাঘ! ঐ, ঐ যে আসছে! ধরলে, আমায় ধরলে। আ আ...

দুই হাতে চোখ ঢেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লো মেয়েটি।

আর্তনাদ শুনে শাহজাদা বললেন, ভয় নেই, ভয় নেই!

সংগে সংগে বাঘটাকে লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটা গুলি ছুড়লেন শাহজাদা মুরাদ। বাঘটা এবার লুটিয়ে পড়লো জমিনে এবং কিছুক্ষণ চার পা ছুড়ে মরে গেল শাটপাট।

শাহজাদা মুরাদ এবার ছুটে এলেন মেয়েটা যেখানে আর্তনাদ করলো সেখানে। এদিক ওদিক চেয়ে বলতে লাগলেন, কৈ? কোথায়? কে আর্তনাদ করলে? ভয় নেই, ভয় নেই।

অতঃপর ভূলুণ্ঠিতা সুন্দরীটির উপর নজর পড়তেই বলে উঠলেন, এ্যাঁ? এই তো, এই তো। ভয় নেই, ভয় নেই।

হাঁটু গেড়ে মেয়েটির কাছে বসলেন। ভালো করে লক্ষ্য করেই বলে উঠলেন, এ্যাঁ, এ কি! এ যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। বলেই শাহজাদা পেছন দিকে চেয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, নূরুদ্দীন, দরিয়া খাঁ, দিদার বকশ— পানি লাও, থোড়া পানি লাও।

এরা কেউ নিকটে ছিল না আর তাই পানিও এলো না। শাহজাদা মেয়েটির দিকে চেয়ে বললেন, ইস! ঘেমে ভিজে গেছে।

গা থেকে নিজের একখণ্ড পরিচ্ছদ খুলে নিয়ে মেয়েটিকে বাতাস দিতে লাগলেন। জ্ঞান ফিরলো মেয়েটির। উঠে বসতে বসতে মেয়েটি চিৎকার দিয়ে বললো, বাঘ, বাঘ!

শাহজাদা বললেন, ভয় নেই, ভয় নেই। বাঘ মরেছে।

মেয়েটি ফের চমকে উঠে বললো, এ্যাঁ! কে? কে আপনি?

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতেই পড়ে যাচ্ছিল মেয়েটি। তাকে ধরে দাঁড় করালেন শাহজাদা। বললেন, এ কি! পড়ে যাবে যে!

মেয়েটি বললো, আপনি! আপনি কে?

আমি শিকারী।

শিকারী তো এখানে কেন?

শিকার করতে এসেছি।

বাঘ? বাঘ পালিয়েছে?

না, মরেছে। আমি গুলি করে মেরেছি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সুন্দরী যুবতীটি। বললো, আহ! বাঁচালেন। আপনার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারবো না। আর একটু হলেই বাঘটা আমায়...

শাহজাদা বললেন, আর চিন্তা নেই। তুমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ওরা? ওরা কোথায়, ওরা?

ওরা কারা?

আমার সখীরা। মানে আমি যাদের সাথে এখানে বেড়াতে এসেছিলাম?

ওরা আগেই পালিয়েছে।

ও!

তোমার নাম?

সরস্বতী। সরস্বতী বাঈ।

বাহ! বহুৎ উমদা নাম।

এ্যাঁ!

বড় চমৎকার নাম!

সরস্বতীর মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। শরম পেয়ে সে একটু সরে দাঁড়ালো। শাহজাদা পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তোমার বাড়ি?

ঐদিকে। ঐ যে টিলাটা দেখছেন, ওখান থেকে একটু দূরে।

একা যেতে পারবে?

একা? হ্যাঁ, তা পারবো বোধ হয়। তবে...

ভয় লাগছে?

হ্যাঁ।

এগিয়ে দেবো?

দিন।

চলো।

আপনি? আপনি কি মোঘল?

হ্যাঁ, দিল্লীর বাদশাহর একজন কর্মচারী।

সাজপোশাক আর চেহারা দেখে সরস্বতী ভেবেছিল সে একজন শাহজাদা। একজন কর্মচারী শুনে সে একটু হতাশ হলো। বললো, ও!

শাহজাদা বললেন, কি হলো?

সরস্বতী বললো, না, কিছু নয়। চলুন।

উভয়ে রওনা হলেন। একটু পরে সেখানে এলো শাহজাদা মুরাদের চাকর

বইঘর.কম ও রোকন

দরিয়া খাঁ ও শাহজাদার খানসামা (বাবুর্চি) নূরুদ্দীন। আগে এলো দরিয়া খাঁ। রক্তাক্ত বল্লম হাতে লাফাতে লাফাতে এসে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, মার দিয়া কেল্লা! মার দিয়া কেল্লা! ম্যয় শের খাঁ বনগিয়া, ম্যয় শের খাঁ বনগিয়া!

পেছনেই ছিল নূরুদ্দীন। সে এসে বললো, কি হলো? কি হলো, খাঁ সাহেব?

দরিয়া খাঁ বল্লম তুলে বললো, খবরদার! যদি স্রেফ খাঁ সাহেব বলবি তো মারবো এই বর্শা!

আঁতকে ওঠার ভান করে নূরুদ্দীন বললো, এ্যাঁ!

বলবি শের খাঁ।

শের খাঁ?

আলবত।

সে কি খাঁ সাহেব! আপনার নাম তো দরিয়া খাঁ। আবার শের খাঁ হলেন কবে থেকে?

এই এখন থেকে।

খোয়াব টোয়াব দেখলেন না তো?

খোয়াব! কভভি নেহি। ম্যয় হিম্মতছে শের খাঁ বনগিয়া।

হিম্মতছে!

জরুর।

পেছনের দিকে ইংগিত করে ফের বললো, ঐখানে গিয়ে দ্যাখ, এই এত্তো বড় এক জোয়ান তাজা শের আমি নিজ হাতে মেরেছি।

সে কি!

আর সে কি। সেলাম দে। কুর্নিশ কর। দশহাজারী মনসবদারী আর আমার আটকায় কে?

বলেই আবার সে উল্লাসে লাফিয়ে উঠে বললো, মার দিয়া কেল্লা, মার দিয়া কেল্লা!

হু! পরিমাণটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে দেখছি!

কি বললি?

বলছি আজ ক'ছিলুম টেনেছেন?

সংগে সংগে বল্লম তুলে ধরে দরিয়া খাঁ বললো, বেত্তমিজ! শের খাঁর সাথে মশকরা?

নূরুদ্দীন বললো, আহা! করেন কি, করেন কি খাঁ সাহেব? আমি কি আপনার সাথে মশকরা করতে পারি? তওবা তওবা!

জরুর জরুর। আরে, আমি হলেম এই ধরেন গিয়ে একটা মূষিক। মানে নেংটে ইঁদুর।

নেংটে ইঁদুর!

www.boighar.com

চুঁহা চুঁহা। আর আপনি হলেন কোথায় গিয়ে ইয়া বড়ো এক জবরদস্ত আদমী! বাপরে বাপ! একটা জ্যান্ত বাঘের জীবন নেয়া এ কি চাট্টিখানেক কথা?

হ্যাঁ, ইয়াদ রাখিস, এই দরিয়া খাঁও চাট্টিখানেক আদমী নয়। বলেই বুকে করাঘাত করে বললো, এই যে দেখছিস? দেখছিস বুকের ছাতি? বিরাশী ইঞ্চি! ঐ একটার জায়গায় দশটা বাঘ থাকলেও কুচ পরোয়া নেই। বল্লমের এক ঘায়ে ঐ দশটার বুকই ফদ্দিফাঁই করে ছেড়ে দিতাম। বুঝলি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝেছি বাবা, বুঝেছি। এরপরও কি আর বোঝার বাকী থাকে? তা বলছিলাম কি খাঁ সাহেব—

বাতাও!

বাঘটা মরে থেকেই মারা পড়লো, না আপনি মেরেই মারলেন?

কেয়া বাত! মেরেই মারলাম মানে? বল্লম ছুড়ে মারলাম।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বাঘটা আমাকে দেখেই দিলে একদম ভোঁ দৌড়। আমিও দিলাম বল্লম ছুড়ে। ব্যস, বাঘ আর বল্লম এক সাথে ছুটে চললো। কখনো বাঘ আগে কখনো বল্লম আগে, কখনো বল্লম আগে কখনো বাঘ আগে– ছুট ছুট ছুট! তারপর বাঘটা যেই একটু চোখ বুজেছে, আর যায় কোথায়? বল্লমটা বোঁ করে ঘুরে শো করে ঢুকে পড়লো একদম বাঘটার পেটের মধ্যে।

বলেই বল্লমটা বোঁ করে ঘুরিয়ে নূরুদ্দীনের পেটের দিকে ধরলো। নূরুদ্দীন আঁতকে উঠে কয়েক ধাপ পিছিয়ে গিয়ে বললো, ওরে বাপরে, এ্যয়সা কারবার?

বিলকুল এ্যয়সা।

সাব্বাস! খাঁ সাহেব তো দেখছি একটা মদ্দের বেটা মদ্দ!

এই সময় পেছনের দিকে হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হলো। এই শব্দে চমকে উঠলো ওরা দু'জনই। দরিয়া খাঁ চমকে উঠে বললো, ওরে বাবা!

নূরুদ্দীন বললো, ও আবার কোন্ মদ্দ?

বন্দুক হাতে সেখানে এসে হাজির হলেন শাহজাদা মুরাদের সেনাপতি কাফি খাঁ। বললেন, এ্যায়, এখানে কৌন হ্যায়?

দরিয়া ও নূরুদ্দীন চমকে উঠে এক সাথে কুর্নিশ করে বললো, হুজুরের অধম গোলাম, হুজুর।

কাফি খাঁ বললেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

নূরুদ্দীন বললো, এখানেই ছিলাম হুজুর।

এখানেই ছিলি? এই দিক দিয়ে যে কয়টা মেয়ে দৌড়ে গেল, দেখতে পেয়েছিস?

দরিয়া খাঁ বললো, মেয়ে? মানে আওরাত?

খামুশ কমবখত! দেখতে পেয়েছিস কিনা, তাই বল্।

জি না হুজুর।

নূরুদ্দীন?

কৈ, না!

কৈ, না? কি করছিলি? ঘুমুচ্ছিলি?

জি, না হুজুর।

কাফি খাঁ দাঁত পিষে বললেন, না হুজুর! এখনই যে একটা গুলির শব্দ হলো সেটা তো শুনতে পেয়েছিস? না, তাও পাসনি?

নূরুদ্দীন বললো, জি জি, তা পেয়েছি হুজুর।

কাফি খাঁ বললেন, এই মাত্র একটা বাঘ গুলি করে মারলাম। যা, ওটা এখনই শিবিরে পাঠানোর ব্যবস্থা কর।

দরিয়া খাঁ বিস্মিত কণ্ঠে বললো, সে কি হুজুর? কোথায়?

পেছনে ইংগিত করে কাফি খাঁ বললেন, ঐ যে ওখানে পড়ে আছে। যা, শাহজাদাকে বলবি, সেনাপতি কাফি খাঁ কোন ইনামের অপেক্ষা রাখে না। তবে তার লক্ষ্য যে অব্যর্থ, এইটেই তার প্রমাণ। যা, জলদি নিয়ে যা।

সেনাপতি কাফি খাঁ দম্ভভরে পায়চারি করতে লাগলেন। দরিয়া খাঁ ও নূরুদ্দীন এই ফাঁকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। দরিয়া খাঁ নীচু কণ্ঠে বললো, এ আবার কি হলো মিয়া?

নূরুদ্দীনও নীচু কণ্ঠে বললো, কি আর হবে? এক বাঘ তিনজনে মারলে এমনই হয়।

কাফি খাঁ এদের দিকে ফিরে চেয়ে বললেন, কি, তোরা দাঁড়িয়ে রইলি যে?

দরিয়া খাঁ বললো, দাঁড়িয়ে নেই হুজুর, ভাবছি।

ভাবছি! কি ভাবছিস?

ভাবছি বাঘটার নসীব, মানে কপাল।

খ্যাচ করে তলোয়ার টেনে বের করলেন কাফি খাঁ। বললেন, তবে রে উল্লুক!

দরিয়া খাঁ ও নূরুদ্দীন এক সংগে আঁতকে উঠলো। এক সংগে বললো, যাচ্ছি হুজুর, এখনই যাচ্ছি।

কুর্নিশ করতে করতে এক সংগে দৌড় দিল দুইজন।

কাফি খাঁ সামনে চেয়ে আপন মনে বলতে লাগলেন, কিন্তু গেল কোথায়? এই দিকেই তো ছুটে এলো। উঃ! কী অপরূপ রূপ। একটা নয়, দু'টো নয়, পাঁচ পাঁচটা ডানাকাটা পরী! একটা তো একদম বসরাই গোলাপ। ইস! চোখের পলকে পালিয়ে গেল!

আর একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে হাঁক দিলেন। বাহার খাঁ দৌড়ে এলো। কাফি খাঁর অনুচর বাহার খাঁ কুর্নিশ করে বললো, হুজুরে পেয়ার!

ধরতে পেরেছো কাউকে?

না হুজুর। হৈচৈ শুনেই সব ছুটে পালিয়ে গেল।

পালিয়ে গেল? পালিয়ে গেল তো তুমি করলে কি?

আমি বাঘ খুঁজছিলাম হুজুর!

অপদার্থ!

হুজুরে পেয়ার!

আসল শিকার ছেড়ে দিয়ে উনি বাঘ খুঁজছেন। এই বীরত্ব নিয়ে তুমি আমার সিপাহসালার হবে?

তা-মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি হুজুর!

কি বুঝতে পারোনি?

বাঘ ধরার চেয়ে নারী ধরাই বড় বীরত্ব! তাই কথাটা!

তাহলে এখন থেকে বুঝতে আরম্ভ করো।

জি হুজুর, আর কি কখনো ভুল হয়? এমন তোফা এনে হাজারে একজনও দিতে পারে না।

যাও, ঐ যে দূরে লোকালয় দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই ওরা ওখান থেকে এসেছিল। যেভাবে হোক, ওদের সব ক'টার হদিস আমার চাই।

আপনি কিছু ভাববেন না হুজুর। শুধু ঐ কয়টি তরুণী কেন, ও তল্লাটের জোয়ান, বুঢ়টি তামাম আউরতের খবর না করে আমি আসবো না। এ কি তুচ্ছ বাঘ? মেয়ে বলে কথা!

বাজে কথা রাখো। যা বললাম, তাই করো। যাও—

জি হুজুর, জি—

বইঘর.কম ও রোকন

বাহার খাঁ তৎক্ষণাৎ ঐদিকে দৌড় দিল। ঐ দিকে তাকিয়ে কাফি খাঁ স্বগতোক্তি করলো, পালিয়ে গেল? ঠিক হ্যায়। কাফি খাঁর নজরে যখন একবার পড়েছো, তখন আর ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে রইবে ক'দিন? পোষমানা পাখির মতো একদিন না একদিন এই হাতে এসে পড়তেই হবে তোমাদের।

ফুঁসতে ফুঁসতে ছাউনির দিকে হাঁটা দিলো কাফি খাঁ।

মুরাদ ও সরস্বতী বাঈ গল্পে গল্পে পাশাপাশি হাঁটছেন। অনেকটা এগিয়ে আসার পর শাহজাদা মুরাদ বললেন, আর কত দূর সরস্বতী?

সরস্বতী বাঈ বললো, ঐ যে সামনেই আমাদের বাড়ি!

মুরাদ বক্‌শ বললেন, এখন নিশ্চয়ই একা যেতে পারবে?

তা পারবো। কিন্তু আপনি কি এখান থেকেই ফিরে যাবেন?

ফিরে আমি অনেক আগেই যেতাম সরস্বতী। কোন নারীই আমাকে কোনদিন এতটা পথ টেনে নিতে পারেনি। কিন্তু তুমি যেন কি করে আমায় দুর্বল করে দিলে। তুমি অনন্যা।

আর একটু এগুতে পারেন না?

আমার অনেক কাজ সরস্বতী।

আপনি আমার জন্যে অনেক করলেন। আমার জান বাঁচালেন। কিন্তু বিনিময়ে তো কিছুই দিতে পারলাম না।

হা হা করে হেসে উঠলেন শাহাজাদা মুরাদ। বললেন, বিনিময়? তা যদি একান্তই বিনিময় দিতে চাও, তাহলে আমার জন্যে একদিন না হয় তোমার জানটাই দিও, কেমন?

আর কি দেখা হবে না?

না হওয়ারই তো কথা! তবে তোমার যা আকর্ষণ আর আমার যা খেয়াল, তাতে যে এদিকেই ঘুরে ফিরে আসবো না– একথাও জোর দিয়ে বলতে পারিনে।

পরদেশী!

যাই সরস্বতী।

আসুন।

মুরাদ বকশ চলে গেলেন। তার গমন পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সরস্বতী বাঈ আপন মনে বললো, কী সুন্দর! মানুষ দেখতে এত সুন্দর হয়!!

৩

নিজ ছাউনির সামনে এসে বকশী আসাদ খাঁ সাহেব সগর্জনে হাঁক দিলেন, বান্দা!

বান্দা ছুটতে ছুটতে এসে কুর্নিশ করলো এবং ভীত কণ্ঠে বললো, হুজুর—

আসাদ খাঁ সাহেব সক্রোধে বললেন, মালেকা বানুকে আনতে পালকি কে পাঠিয়েছে?

তা মানে?

বল্ শিগ্গির!

বান্দা শংকিত হয়ে উঠে ভাবতে লাগলো, এই সেরেচে রে! জরুর তাহলে গড়বড় হয়ে গেছে।

বান্দাকে নীরব দেখে ফের গর্জে উঠলেন আসাদ খাঁ, বান্দা!

বান্দা চমকে উঠে বললো, বলছি হুজুর, বলছি। মানে...

জাঁহাপনা বললেন, শিবিরে মেয়েছেলে আনতে হবে। খুব জরুরি। তা জরুরি কাজ যখন, তখন তো আর দেরি করা ঠিক নয়। তাই আমি একটু বুদ্ধি করে...

বুদ্ধি করে?

যার যেখানে আত্মীয়-স্বজন আছে, সবাইকে আনতে পালকি পাঠিয়ে দিয়েছি।

তোকে আমি জ্যান্ত কবর দেবো।

হুজুর!

আহম্মক কাঁহাকার! আনতে হবে নর্তকী। আর তুই আনতে পালকি পাঠিয়েছিস শরীফ ঘরের জেনানাদের?

তা মানে, ওরাও তো মেয়েই হুজুর! জাঁহাপনা যে আওরত, মানে মেয়ে-ছেলের কথাই বললেন।

খামুশ! বেআক্কেল কাহাকার! জাঁহাপনা তোকে সে কথা বলেছেন?

না হুজুর। বলেছেন অবশ্যি আপনাকে।

বইঘর.কম ও রোকন

তাহলে তুই পাঠালি কেন?

কি করবো হুজুর! শেষ পর্যন্ত কাজটা তো করতে হয় আমাদেরই। আপনারা তো হুকুম করেই খালাস!

মানে?

জাঁহাপনা হুকুম করেন আপনাদের, আপনারা হুকুম করেন আমাদের। আসলে বান্দা ছাড়া কোন বান্দারই চলে না।

হুঁশিয়ার!

তলোয়ার টেনে বের করলেন আসাদ খাঁ। চমকে উঠে বান্দা বললো, হুজুর মা-বাপ! ভুল হয়েছে হুজুর। এখনই আবার পাল্টা সংবাদ পাঠাচ্ছি।

পড়ি মরি দৌড় দিল বান্দা বকশী আসাদ খাঁ। ভাবতে লাগলেন, উঃ। মুরাদের শিবিরের পাশ দিয়েই মালেকার রাস্তা। যা উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ দেখলাম সেখানে, তাতে কি বিপদ তার ঘটে, কে জানে! এই সব উল্লুকেরাই...

ভাবনা তার শেষ হলো না। হঠাৎ শাহজাদা আওরঙ্গজেব দাঁড়ালেন। বললেন, আসাদ খাঁ সাহেব!

আসাদ খাঁ সাহেব চমকে উঠে কুর্নিশ করে বললেন, খোদাবন্দ!

গিয়েছিলেন আপনি ওদিকে?

জি হ্যাঁ জনাব।

কি দেখলেন?

জনাবের অনুমান সত্য। ছোট শাহজাদাও আমাদের পেছনে তাঁবু ফেলেছেন। দূরত্ব এখান থেকে দুই-তিন ক্রোশ। আমি ভাবতেও পারিনি যে, তিনিও দিল্লী অভিযান স্থগিত রেখে জাঁহাপনার অনুকরণে ছাউনি ফেলে বসবেন।

ছোটরা বড়দের অনুকরণই করে খাঁ সাহেব। এতে তাজ্জব হওয়ার কিছু নেই। তবে অন্ধ অনুকরণ যে সব সময়ই সুখপ্রদ হয় না— এ জ্ঞানটা সবার জন্যে অপরিহার্য। যার তা থাকে না, তার দুর্ভোগ কেউ রোধ করতে পারে না। মুরাদকেও ভুগতে হবে।

জনাবে আলী—

মুরাদ আমাকে ভয় দেখাতে চায় আসাদ খাঁ, জুজুর ভয়। পেছন থেকে বুঝিয়ে দিতে চাই, আওরঙ্গজেব নজরবন্দী। তার পক্ষে বেসামাল পদক্ষেপ বিপজ্জনক।

ছোট শাহজাদার এই অসংগত জিদের কারণ কি জাঁহাপনা?

কারণটা অন্য কিছুই নয়, কারণ তার খেয়াল। তার অসততা নয়, তার ভাবপ্রবণতা তার তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাকে যে পথে চালাচ্ছে, অবোধ শিশুর মতো সে সেই পথেই চালিত হচ্ছে। সুতরাং বন্দী তাকে করতেই হবে।

জাঁহাপনা!

কুমন্ত্রণার দূষিত পরিবেশ থেকে তাকে সরিয়ে রাখতে না পারলে, না তার– না আমার, কারো ভবিষ্যত নিরাপদ নয়।

কিন্তু আপন ভাইকে বন্দী করা দেখলে...

সবাই বলবে, আওরঙ্গজেব ক্রূর, হিংস্র, স্বার্থপর। আমার ভাইয়ের প্রতি আমার দরদ নেই খাঁ সাহেব, দরদ আছে শুধু তাদের, যারা চাটুবাক্যে আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত।

খোদাবন্দ!

তা তারা বলবেই। তাদের বলতে দিন। যা অবশ্যই করণীয়, তুচ্ছ লোক নিন্দার ভয়ে আমি তা থেকে বিরত থাকতে পারিনে।

আশ্চর্য আপনার দূরদৃষ্টি জাঁহাপনা! ভুল আপনার হয় না।

হো হো করে হেসে উঠলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। বললেন, ভুল? এই ওয়াক্তে একটা ভুলের খেসারাত কত জানেন? সেরেফ মসনদ নয়, এই প্রাণটাও।

কথার মাঝেই সেখানে এসে হাজির হলো আমিন খাঁ। কুর্নিশ করে বললো, জাঁহাপনা!

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বললেন, কি সংবাদ নওজোয়ান?

আমিন খাঁ বললো, ছোট শাহজাদার শিবির দেশি-বিদেশি হরেক রকম রাজদূতে সরগরম।

আসাদ খাঁ সাহেব আমিন খাঁকে প্রশ্ন করলেন, কি তাদের উদ্দেশ্য?

জবাব দিলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। বললেন, প্রয়োজন হলে মুরাদেরও যে শক্তির অভাব হবে না, সে কথা মুরাদকে বুঝিয়ে দেয়া।

আমিন খাঁ বললো, জাঁহাপনা যথার্থই আন্দাজ করেছেন।

শাহাজাদা আওরঙ্গজেব বলেই চললেন, আর সে বিষয়ে তাদেরই উৎসাহ বেশি, যারা মোঘল শাসনের তথা মুসলিম শাসনের উচ্ছেদকল্পে আজও বদ্ধপরিকর।

আমিন খাঁ বললো, সম্পূর্ণ সত্য।

আসাদ খাঁ প্রশ্ন করলেন, ছোট শাহজাদাও কি তা সমর্থন করছেন?

বইঘর.কম ও রোকন

আমিন খাঁ বললো, ছোট শাহজাদার সে সময় কোথায়? দিনে শিকার আর রাতে প্রমোদকক্ষ। এর বাইরে সময় থাকলে মাঝে মধ্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতার্থ করছেন।

আওরঙ্গজেব বললেন, আর পরিকল্পনা তৈয়ার করছেন দুশমনদের মদদপুষ্ট তার নেমকহারাম মন্ত্রীরা, ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতিরা, স্বার্থান্বেষী মোসাহেবরা। হুঃ! মুরাদের ভাগ্য আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে আসাদ খাঁ সাহেব, আওরঙ্গজেব শুধু উপলক্ষ মাত্র।

উত্তেজিত হয়ে উঠে আমিন খাঁ বললো, হুকুম দিন জাঁহাপনা, আমরা ছোট হুজুরের শিবির আক্রমণ করি। বিষবৃক্ষ বেশি বাড়তে দিলে...

হাত তুলে শাহাজাদা আওরঙ্গজেব বললেন, পারবে না নওজোয়ান, এঁটে উঠতে পারবে না।

বকশী আসাদ খাঁ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, খোদাবন্দ!

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বললেন, মুরাদকে তো আপনারা সবাই চেনেনই। সে যদি একবার হাতিয়ার হাতে দাঁড়ায়, তাহলে তাকে রুখতে শেষ অবধি হয়তো আমাকে গিয়েই দাঁড়াতে হবে। তাতেও যে খুব একটা সুফল পাওয়া যাবে, এমনটি জোর দিয়ে বলা যায় না। সুতরাং এ ধরনের একটা খামখেয়ালীর আমি শিকার হতে চাইনে।

অতঃপর আমিন খাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যাও নওজোয়ান, যদি পারো ঐ বেয়াকুফটাকে আমার কাছে ডেকে আনো। ওকে বাঁধতে না পারলে বংশের ও সর্বনাশ করবে।

আমিন খাঁ বললো, তা কি উনি আসবেন?

আওরঙ্গজেব বললেন, তাকে আমার কথা বলো, আমার দাওয়াত তাকে পৌছাও।

আসাদ খাঁ বললেন, দাওয়াত!

শিশু হলে তো চাবুক হাতে নিজেই বেরুতাম। কিন্তু এখন তার বয়স হয়েছে। হাতিয়ার ধরতে শিখেছে। এখন পদ্ধতি পরিবর্তন করতেই হবে খাঁ সাহেব।

কিন্তু উনি কি আপনার দাওয়াত কবুল করবেন?

না করলে করাতে হবে। আর এখানেই নির্ভর করছে আপনাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

আসাদ খাঁ ও আমিন খাঁ এক সাথে কুর্নিশ করে বললেন, জো হুকুম খোদাবন্দ!

বইঘর.কম ও রোকন

শাহজাদা আওরঙ্গজেবের কাছে সরাব ও ব্যভিচার ছিল একেবারেই অসহ্য আর তার শাস্তিও ছিল প্রচণ্ড। শাহজাদা মুরাদ সরাবের স্রোতে ভাসলেও ব্যভিচার তিনিও বরদাস্ত করতেন না। ব্যভিচার ছিল তার দুই চোখের বিষ। তাই, নারী ছাড়া সুরার নেশা তাঁর যে সব অসৎ অমাত্যের, বিশেষ করে লম্পট সেনাপতি কাফি খাঁর জমতো না, তারাও নিজের ছাউনিতে নারী নিয়ে আসার সাহস করতেন না। বলা যায় না হঠাৎ যদি শাহজাদা মুরাদ বা তাঁর কোন বিশ্বস্ত চর তার খোঁজে সেখানে আসেন? তাই তাদের স্বস্থানের বিকল্প স্থান ছিল অস্থান। কাফি খাঁর সেই বিকল্প স্থান ছিল তার অনুচর বাহার খাঁর ছাউনি। এটাই ছিল তার বিকল্প স্থান। এ স্থানে প্রায়ই তিনি আসেন আর আজও এলেন। এসে প্রথমে প্রচুর সরাব পানের পর বাহার খাঁকে বললেন, বাহার খাঁ!

বাহার খাঁ বললো, হুজুরে পেয়ার!

ফুলকি বাহার কিস লিয়ে পয়দা হুয়ী?

টুটনেকে লিয়ে!

উওর আওরাত কি বাহার?

লুটনেকে লিয়ে।

যে লুটতে পারে না?

সে একদম বুরবক।

যেমন আমার এই পেয়ারে বাহার খাঁ?

হুজুরে পেয়ার!

কুয়ী মাল মসলা হ্যায় না বিলকুল বুরবক হো?

সরাবের বোতল তুলে ধরে বাহার খাঁ বললো, মসলা তো আভি তক জিয়াদা ভি হ্যায়, লেকেন...

কাফি খাঁ বিদ্রূপ করে বললেন, মাল কো কুয়ী মালুম নেহি ইয়ে বাত?

সাচ বাত ইয়ার। কুয়ী তালাশ নেহি মিলা।

তুমি একটা আস্ত উল্লুক!

একদম হক কথা।

কি রকম?

সঙ্গদোষ হুজুর, সঙ্গদোষ।

খামুশ! সরাব নিকালো।

বইঘর.কম ও রোকন

খাফি খাঁ পেয়ালা পেতে ধরলেন। বাহার খাঁ সরাব ঢেলে দিয়ে বললো, লাগান হুজুর লাগান। পরের পয়সার মাল আর নিজের গলার গান, এর তুলনা নেই।

তার অর্থ?

বোতল তুলে ধরে বাহার খাঁ বললো, তামামগুলো শাহজাদার ছাউনি থেকে সরিয়েছি হুজুর, পয়সা খরচ হয়নি।

কাফি খাঁ বললো, সাব্বাস! তুমি বড় কাজের লোক!

বাহার খাঁ বললো, কাজ আর তেমন কিছু করলাম কৈ হুজুর? তেমন আর কৈ করলাম?

অকাজ তো করেছো অনেক?

জি, তা করেছি। তবে আফছোস, হুজুরকে কিছুতেই ডিঙ্গাতে পারলাম না।

কি বললে আর একটু সরাব দেবো?

না। স্রেফ সরাবের বাহাদুরী আর চলবে না বাহার খাঁ। এবার সাকী চাই।

সাকী?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। রূপসী তন্বী!

কিন্তু!

আসমান থেকে পড়লে যে! আজকাল খুব নিরামিষ খাচ্ছো নাকি?

না খেয়ে আর উপায় কি হুজুর! গুদাম যে একদম খালি!

মানে? সব গেল কোথায়?

আওরঙ্গজেবের আড়তে।

বাহার খাঁ!

ভারতের সেরা সুন্দরীরাই এখন ওখানে ভিড় জমাচ্ছে হুজুর! দোষ দেবো কাকে?

দেমাগ ঠিক আছে তো? দরবেশের আখড়ায় সুন্দরীর ভিড়!

টাকার চাকায় দুনিয়া ঘোরে হুজুর। তার উপর দরবেশ সাহেব নাকি খুব উঁচু দর-দামই দিচ্ছেন। একের জায়গায় একশো। কাজেই শুধু সুন্দরীরা কেন, সুন্দরীদের বাবারাও যে দৌড়াচ্ছে না, এ কথা হলফ করে বলা কঠিন।

হু! তাহলে আমাদের বাইজীরা?

শাহজাদার খাস বাইজী ছাড়া সবারই ঐ একই দশা।

দিল্লীওয়ালী সেই লাল মতি?

ঐ একই গতি! বেশি পয়সার খবর শুনেই দৌড় দিয়েছে।

কামিনী রাও?

কবে উধাও!

কস্তুরী বাঈ?

সেও নেই।

তাহলে আছে কি?

এই বোতল।

কাফি খাঁ সক্রোধে বললেন, খামুশ! আমি তোমার উপহাসের পাত্র নই। সরস্বতী বাঈ কোথায়?

সরস্বতী বাঈ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সরস্বতী বাঈ। কানে কি তুলা গুঁজে রেখেছো?

সর্বনাশ! ওটার উপর যে খোদ শাহজাদার নজর হুজুর।

খোদ সম্রাটের নজর হলেই কি এসে যায়? তোমার ধরে আনার কথা ধরে আনবে। না পারলে কাজে ইস্তফা দেবে। তোমার মতো কাপুরুষ পুষে...

তাহলে যাই হুজুর, শাহজাদার ছাউনির দিকে একটু তালাশ করে দেখি।

বাহার খাঁ প্রস্থানোদ্যাগ করলো। কাফি খাঁ বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়াও। এখনকার ব্যবস্থা?

এখনকার?

হ্যাঁ, এই মুহূর্তের। ওটা না করে কেটে পড়ার তাল করলে মাথাটাই কেটে নামিয়ে দেবো তোমার।

কাফি খাঁ তলোয়ারে হাত দিলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে বাহার খাঁ বললো, এ্যাঁ! তার মানে...

কাফি খাঁ বললেন, আমি কি এখানে তোমার ঐ চাঁদ মুখ দেখার জন্যে এসেছি?

ঘটনার বিপাক! এই মুহূর্তে মালেকা বানু পালকি থেকে নেমে এসে এই ছাউনিতে ঢুকলো। অন্য কথায়, তাকে এখানে আনা হলো। এদিক ওদিক চেয়ে মালেকা বানু বললো, এ আমি কোথায় এলাম? আবার কি পথ ভুল করলাম?

বাহার খাঁ বললো, কে?

কাফি খাঁ স্বগতোক্তি করলেন, ইয়া মওলা, কেয়া খুবসুরাত!

মালেকা বানু বললো, আমি কি ঠিক জায়গায় এসেছি?

বাহার খাঁ বললো, বিলকুল ঠিক জায়গায় এসেছো। এক বিন্দু ভুল হয়নি। এইটেই কি শাহজাদার ছাউনি?

বইঘর.কম ও রোকন

খোদ শাহজাদা সামনে বসে।

ব্যস্তভাবে কুর্নিশ করলো মালেকা বানু। বললো, গোস্তাকী মাফ হয় মেহেরবান। একান্ত নিরুপায় হয়েই এ অসময়ে আপনাকে তকলিফ দিতে এসেছি।

কাফি খাঁ বললেন, না, না, না। মোটেই অসময় নয়। বড় ঠিক সময়েই তুমি এসেছো!

বাহার খাঁ মনে মনে বললো, সবই আল্লাহর শান!

এরপর প্রকাশ্যে বললো, আমি তাহলে এখন যাই হুজুর।

কাফি খাঁ বললেন, এখনও দাঁড়িয়ে আছো কেন?

জি আচ্ছা হুজুর, জি আচ্ছা!

কুর্নিশ করে বাহার খাঁ দ্রুত বেরিয়ে গেল।

কাফি খাঁ উঠে এসে মালেকা বানুকে বললেন, একটু সরাব দেবো?

চমকে উঠে মালেকা বানু বললো, এ্যাঁ, সে কি! আপনি কি সত্যিই শাহজাদা?

একদিন সত্যিই সম্রাট হবো। সেদিন শাহজাদা আর ইহলোকে থাকবে না।

আপনি!

তোমার ইচ্ছে থাকলে বেগমও হতে পারো।

আমি বেগম হতে এখানে আসিনি।

সেটা আমারও না-পছন্দ! বাকীর চেয়ে নগদ ভালো।

মানে?

কিছু আশরফী নগদ নগদ দিয়ে দেবো।

আমি যাই।

মালেকা বানু দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। কাফি খাঁ পথ আগলে বললেন, নজরানা না দিয়েই?

কিসের নজরানা?

www.boighar.com

অবুঝ হচ্ছো কেন? মদের ক্রিয়ায় আমার শিরায় শিরায় আগুন ধরে গেছে। ইচ্ছা করেই যখন এসেছো, তখন এ আগুন না নিভিয়ে যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়?

কাফি খাঁ মালেকা বানুর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। পিছু হটতে হটতে মালেকা বানু বললো, পথ ছাড়ুন। হায় আল্লাহ! আমি এ কোথায় এসেছি?

জাহান্নামে।

কে তুই শয়তান!

জানোয়ার।

বলেই কাফি খাঁ মালেকা বানুকে জড়িয়ে ধরলেন।

খবর পেয়ে চাবুক হাতে ছুটে এলেন শাহজাদা মুরাদ।

মাটিতে চাবুক মেরে বললেন, জানোয়ারের যোগ্য দাওয়াই চাবুক।

চমকে উঠে মালেকা বানুকে ছেড়ে দিলেন কাফি খাঁ। শশব্যস্তে কুর্নিশ করে বললেন, এ কি জাঁহাপনা এখানে?

জাঁহাপনার সিপাহসালার যে স্রেফ চাটুবাক্যেই দক্ষ নন, নারী নির্যাতনেও সিদ্ধহস্ত, তা প্রত্যক্ষ করতে এলাম।

নারী নির্যাতন কাকে বলছেন জাঁহাপনা? আমি গুপ্তচরের শাস্তি বিধান করছি।

গুপ্তচর!

মালেকা বানু ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, না, না, আমি গুপ্তচর নই। বিশ্বাস করুন, আমি...

কাফি খাঁ বললেন, বকশী আসাদ খাঁর আত্মীয়া!

তাই বটে! কিন্তু...

বড় শাহজাদার পরে এখানে সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছো।

না, না, মিথ্যা। সব মিথ্যা

গুপ্তচরেরা কেউ বলে না যে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো সত্য।

আমি শপথ করে বলছি জনাব, আমার পালকিতে চড়ে আমি বড় শাহজাদার ছাউনিতে যাচ্ছিলাম। এর লোকেরা আমাকে জোর করে ধরে এনেছে।

আমিও শপথ করে বলছি জনাব, তাকে ধরে আনার আদেশ আমিই দিয়েছি

শাহজাদা বললেন, কারণ?

কাফি খাঁ বললেন, সংবাদ সংগ্রহ করে একজন গুপ্তচর যদি নিরাপদেই ফিরে যেতে পারলো, তাহলে আমাদের আর বেতন দিয়ে পুষে জাঁহাপনার লাভ কি?

শাহজাদা বললেন, হু, যুক্তিটা অবশ্যই জোরদার।

খবর পেয়ে ছুটে এলো আমিন খাঁও। বললো, স্রেফ যুক্তি দিয়েই সত্যকে কখনো গোপন করা যায় না জনাব।

আমিন খাঁ কুর্নিশ করলো। শাহজাদা মুরাদ প্রশ্ন করলেন, কে তুমি?

জবাব দিলেন কাফি খাঁ। বললেন, আর একজন গুপ্তচর।

আমিন খাঁ বললো, এবার কথাটা মিথ্যা বলেননি। গুপ্তচররূপেই আমি এখানে এসেছি।

শাহজাদা মুরাদ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, তোমার সাহস তো বড় কম নয়?

আমিন খাঁ বললো, সাহসের বেসাতি করেই জীবিকা অর্জন করি জাঁহাপনা। সাহস তো আমাদের কম হলে চলে না?

তোমাকে যদি বন্দী করি?

তাহলে বুঝবো, ছোট শাহজাদার আর ভরসা নেই।

কেন?

অন্যায়কে যে প্রশ্রয় দেয় তার পতন অনিবার্য।

ছোট শাহজাদা তো অন্যায়েরই সমর্থক। এ নতুন কিছু কথা নয়।

এটা যারা বিশ্বাস করে, তারা তার ত্রিসীমানাতেও পা দেয় না।

তুমি তা করো না?

আমি প্রত্যক্ষ না করে কোন কিছুই বিশ্বাস করিনে জনাব! আর তা প্রত্যক্ষ করতেই আমি এখানে এসেছি।

হু! এবার বলো, তোমার বক্তব্য কি?

এ নারী গুপ্তচর নয় জাঁহাপনা। শরীফ ঘরের আওরাত।

তুমি একে চেনো?

চিনি।

তোমার কাজ?

কাফেলার হেফাজতি নিশ্চিত করা।

প্রমাণ?

পাঞ্জা তুলে ধরে আমিন খাঁ বললো, এই পাঞ্জা।

চমকে উঠলেন শাহজাদা মুরাদ। বললেন, এ কি! ভাইজানের পাঞ্জা! তোমার নাম?

আমিন খাঁ।

শাহজাদা মুরাদের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললেন, ও, তুমিই সেই নওজোয়ান? তা তুমিই সিপাহসালার মীর জুমলা সাহেবের সেই আওলাদ?

জি, জাঁহাপনা।

ভাগ্যবানের বোঝা নাকি স্রষ্টাই বয়। কথাটা দেখছি ঠিকই!

মেহেরবান!

নইলে কারো ভাগ্যে সোনা আর কারো ভাগ্যে আবর্জনা জোটে কেন?

শাহজাদা মুরাদ কাফি খানের প্রতি ইংগিত করলেন। কাফী খাঁ নাখোশভাবে অন্যদিকে তাকালেন। আমিন খাঁ বললো, জাঁহাপনা!

শাহজাদা মুরাদ বললেন, তবে জেনে যাও যুবক, আমাকে যতটা অপদার্থ মনে করে তোমরা ভাইজানের পক্ষে যোগ দিয়েছো, আসলে ততটা অপদার্থ আমি নই।

জনাব!

শাহজাদা মালেকা বানুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই নওজোয়ানের সাথে যেতে তোমার আপত্তি আছে?

মালেকা বানু ব্যগ্রভাবে বললো, জি না মেহেরবান, জি না। দয়া করে অনুমতি দিন।

কাফি খাঁ আবার বললেন, অসম্ভব। এরা দু'জনই গুপ্তচর। বিনা বিচারে গুপ্তচরদের ছেড়ে দেয়া যায় না খোদাবন্দ!

শাহজাদা মুরাদ বিদ্রূপ করে বললেন, সরাবের দরিয়ায় আমিও ভেসে বেড়াই কাফি খাঁ। তাই তোমাদের দোষ দিচ্ছি না। তবে ফারাগটা এই যে, নিরালা পানকক্ষে নিছক প্রমোদ ছাড়া গুপ্তচরের অভিযোগে আমি কাউকে জড়িয়ে ধরতে যাইনে ।

জাঁহাপনা!

বিচারের উপযুক্ত পরিবেশই বটে। নিজের ছাউনি ছেড়ে একজন সৈনিকের ছাউনিতে এসে এমন নির্লজ্জ অভিনয়, আমার সিপাহসালার ব্যতীত, বোধ করি, অন্য আর কাউকেই শোভা পায় না।

জাঁহাপনা যদি মনে করেন...

জাঁহাপনা মনে করেন যে, সকলের মুখে আর চুনকালি না ছিটিয়ে তার সিপাহসালার সত্বর এ স্থান ত্যাগ করবেন।

সত্বর নাখোশভাবে বেরিয়ে যেতে যেতে কাফি খাঁ স্বগতোক্তি করলেন, চুনকালি? হু হু হু! এতো সবে শুরু। কাফি খাঁর কাফি খেল এখনোও অনেক বাকী! হু হু হু...

শাহজাদা মুরাদ এবার আমিন খাঁকে বললেন, নওজোয়ান, তোমরা যেতে পারো।

বলেই ওখান থেকে চলে গেলেন শাহজাদা। আমিন খাঁ বললো, এসো মালেকা।

বাহার খাঁ পুনরায় সেখানে এসে বললো, একটু দাঁড়াও দোস্ত!

আমিন খাঁ বললো, ও হ্যাঁ, তোমার পুরস্কার!

আজ নয় দোস্ত। সুদিনে যেন মনে থাকে!

বইঘর.কম ও রোকন

তোমার এই অসাধ্য সাধন বৃথা যাবে না বাহার খাঁ। নিশ্চয়ই বৃথা যাবে না দোস্ত।

আগামী কালের কথাটা খেয়াল রেখো। ঐ টিলার কাছে। ওখানে আর এক অভিনয় আমাকে করতে হবে।

খেয়াল আছে দোস্ত! আল্লাহ হাফেজ!

মালেকা বানুকে নিয়ে আমিন খাঁ দ্রুত বাহার খাঁর ছাউনি থেকে বেরিয়ে গেল। বাহার খাঁ স্বগতোক্তি করলো, কাফি খাঁ, তুমি হাঁটো যে গাছের মাথায়, আমি হাঁটি তার পাতায় পাতায়!

৪

শাহজাদা মুরাদ সরস্বতী বাঈকে বলেছিলেন, তোমার যা আকর্ষণ আর আমার যা খেয়াল, তাতে যে ঘুরে ফিরেই এদিকে আসবো না, তা হলফ করে বলা কঠিন!

মিথ্যা বলেননি শাহজাদা। সরস্বতীর আকর্ষণে শাহজাদা মুরাদ ঘুরে ফিরেই তাদের সেই প্রথম মোলাকাতের স্থানে অর্থাৎ অরণ্যের শেষ প্রান্তে ঐ টিলা পাহাড়ের এলাকায় আসতে লাগলেন আর ঘুরে ফিরেই সরস্বতী বাঈয়ের সাথে তার সাক্ষাৎ হতে লাগলো। হাসি-ঠাট্টা, গল্প-আলাপে উভয়ে উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন। একে অন্যকে ভালোবেসে ফেললেন।

সেদিনও সেই নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসে রইলেন শাহজাদা মুরাদ, কিন্তু সরস্বতী বাঈ এলো না। প্রহর ধরে বসে রইলেন শাহজাদা, তবু সরস্বতী বাঈ এলো না।

একেবারেই হতাশ হলেন শাহজাদা। আপন মনে বললেন, না, আর অপেক্ষা করে কাজ নেই। সরস্বতী আর এলোই না, আমার হয়রানিটাই শুধু সার হলো।

এরপর তিনি পাশ ফিরে চেয়ে হাঁক দিলেন, দরিয়া খাঁ!

বিশস্ত নওকর দরিয়া খাঁ নিকটেই ছিল। সেখান থেকেই সে আওয়াজ দিলো, হুজুর!

শাহজাদা বললেন, ইধার আও।

দরিয়া খাঁ ছুটে এসে কুর্নিশ করে বললো, ফরমাইয়ে খোদাবন্দ!

শাহজাদা বললেন, এখন কি করা যায় বলতো?

একটু থেমে দরিয়া খাঁ বললো, করা তো অনেক কিছুই যায় হুজুর, এখন কোন্‌টা হুজুরের পছন্দ হবে...

শাহজাদা বললেন, যথা?

দরিয়া খাঁ বললো, ইচ্ছে করলে সটান হয়ে শুয়ে পড়া যায়, হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসা যায়, মনের সুখে গান গাওয়া যায়। আর এগুলো পছন্দ না হলে ঐ যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওর উপর উঠে যাওয়া যায়, ওখান থেকে লাফ দিয়ে পড়ে মরে থাকা যায়।

যায়?

জি হুজুর, খুব যায়।

গর্জে উঠলেন শাহজাদা। বললেন, খামুশ।

চমকে উঠলো দরিয়া খাঁ। কুর্নিশ করে বললো, হুজুর!

তুই একটা হস্তিমূর্খ!

জি হুজুর!

আরে বেল্লিক, বেলা যে পড়ে এলো! এখন কি করা যায়?

তাহলে ছাউনিতে ফিরে যাওয়া যায়।

তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই যায়!

জি, তা যায়।

খ্যাচ করে অসি টেনে বের করলেন শাহজাদা মুরাদ। বললেন, বেয়াকুফ!

দরিয়া খাঁ কুর্নিশ করে বললো, হুজুর মেহেরবান! আমি ঠিক বুঝতে পারিনি হুজুর, কিসে কি করা যায়?

ওরে মূর্খ, সরস্বতী যে আজও এলো না!

তাই তো হুজুর! দৈনিক আগেই এসে বসে থাকে, হঠাৎ এই দুই দিন তার হলো কি?

এ অঞ্চলে তো আমরা আর আসছিনে। এখন কি করা যায়? তার সাথে একটা শেষ বোঝাপড়ার দরকার ছিল।

ও, এই কথা? তা সময়ের ভাবনা সময়ে না ভাবলে অসময়ে ভেবে আর লাভ কি হুজুর?

বটে! আমি তোর কাছে উপদেশ শুনতে চাচ্ছি?

জি না, হুজুর! এই কয়দিন ধরেই তো বিবি সাহেবার সাথে হুজুরের সাক্ষাৎ হচ্ছে। সব কথাই হলো, কিন্তু কাজের কথা একটাও হলো না। এখন যখন শেষ

সময় উপস্থিত, তখন ভাবনা হলো কি করা যায়! খেয়াতরী একবার ওপারে চলে গেলে ফিরে না আসা তক এন্তেজার করা ছাড়া আর উপায় কি হুজুর?

অর্থাৎ কেয়ামত তক আমি এখানে এন্তেজার করি?

তা মানে প্রয়োজন হলে তো তা...

প্রয়োজন? কার? আমার? হা! হা! হা! এইবার তুই হাসালি দরিয়া! একটা নারীর খেয়াল খুশির উপর নির্ভর করে দিনের পর দিন পথ চেয়ে বসে থাকবো আমি? এত খাহেশ আর ফুরসুত আমার কৈ দরিয়া? চল, ফিরেই যাওয়া যাক।

সে কথা ন্যায্য হুজুর। কিন্তু পুরুষের মতো স্বাধীন জীবন তো জেনানাদের নয়। তাদের পদে পদে বিপত্তি। আগের মতো সুযোগ-সুবিধে যদি তিনি এখন না করে উঠতে পারেন, তার জন্যে তো তাকে দোষ দেয়া যায় না হুজুর!

মুরাদ বকশ কটাক্ষ করে বললেন, উঁ! দরিয়ার যে বড় দরদ!

দরিয়া খাঁ বললো, কসুর নেবেন না হুজুর। আসল পরিস্থিতি না জেনে, সেরেফ ক্রোধের বশে তাকে দায়ী করে রেখে গেলে হুজুরের কর্তব্যে অনেক ত্রুটি থেকে যাবে।

ত্রুটি! এরপরও যদি ত্রুটি থাকে থাক। এর চেয়ে অনেক বড় কর্তব্য আমার এখনও পড়ে আছে। চল...

শাহজাদা অগ্রসর হতে গেলেন। দরিয়া খাঁ বললো, খোদাবন্দ!

শাহজাদা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, মানে?

দরিয়া খাঁ কাচুমাচু করে বললো, বলছিলাম কি...

শাহজাদা গরম কণ্ঠে বললেন, আহ! আমি খেয়ালী সত্যি। কিন্তু তারও যে একটা মাত্রা আছে একথা তোর ভুল হলে চলবে কেন দরিয়া?

চলিয়ে খোদাবন্দ!

অগ্রে মুরাদ ও পিছে কুর্নিশ করতে করতে দরিয়া খাঁ সেখান থেকে চলে গেলেন।

এদিক ওদিক চাইতে চাইতে বাহার খাঁ এই দিকে এগিয়ে এলো আর আপন মনে বলতে লাগলো, সে আসছে এই দিকেই আসছে। উঃ সে কি সুরাত! এমন একটা উমদা চিজ কাফি খাঁর মতো ঐ একটা জানোয়ারের হাতে তুলে দেবো? না, না, এ হতে পারে না। মেয়েটাকে অন্য কোথাও সরিয়ে দিতেই হবে।

এই বলেই বাহার খাঁ হাঁক দিলো, বাহাদুর! বাহাদুর!

বাহার খাঁর অনুচর বাহাদুর দৌড়ে এসে বললো, হুজুর!

খবর কি?

বইঘর.কম ও রোকন

খবর খুব খারাপ হুজুর! খোদ সিপাহসালার কাফি খাঁ ওঁৎ পেতে বসে আছেন।

বলো কি! কাফি খাঁ এসেছেন?

www.boighar.com

এসেছেন মানে কি? সকাল থেকে ধরনা দিয়ে পড়ে আছেন।

তাই নাকি? তাহলে চলো, চলো। আমিন খাঁ এলো কিনা দেখতে হবে, আর মতলব একটা আঁটতে হবে ইতিমধ্যে। বেঈমানের সাথে ঈমানদারীর প্রশ্ন অবান্তর।

বাহাদুর বললো, ঠিক ঠিক, একদম ঠিক! বেঈমান মুনিবও যা, জুতার ময়লাও তাই।

দু'জনই চলে গেল। চলে এলো সরস্বতী বাঈ। ব্যস্তভাবে নির্দিষ্ট স্থানের দিকে এগুতে এগুতে আপন মনে বলতে লাগলো, উঃ! বড্ড দেরি হয়ে গেল। আজ পর পর দু'দিন আসতে পারিনি। উনি কি ধৈর্য ধরে এতক্ষণ থাকবেন? যদি না থাকেন তাহলে তো নিরুপায়!

নির্দিষ্ট স্থানে এসে এদিক ওদিক চেয়ে সরস্বতী বাঈ ফের বললো, কৈ? কোথাও দেখছি না যে! তাহলে কি আসেননি?

লাফ দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে কাফি খাঁ বললো, হু হু হু, হা হা হা! এসেছে সুন্দরী এসেছে!

সরস্বতী বাঈ চমকে উঠে বললো, কে? কে আপনি?

কাফি খাঁ বললো, মানুষ, বাঘ ভল্লুক নই।

আপনি এখানে কেন?

তোমারই জন্যে। তোমার সাথে আমার অনেক কথা আছে।

আমার শোনার সময় নেই।

সরস্বতী বাঈ চলে যেতে লাগলো। পথ আগলে দাঁড়িয়ে সেনাপতি কাফি খাঁ অট্টহাসি হেসে বললেন, সময় কি আর সব সময়ই থাকে? মাঝে মাঝে সময় করে নিতে হয়।

তার মানে?

মানে একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই, নইলে আর দিন ভর এই তেপান্তরে পড়ে থাকবো কেন?

আপনি পথ ছাড়ুন।

বিরূপ হচ্ছো কেন পিয়ারী? আমি যে তোমায় পেয়ার করি। আমার সংগে এসো, বিবির হালে থাকবে। কপালে থাকলে চাই কি বেগমও হতে পারো

আপনি সরে যান বলছি।

তা কি হয়?

এই শেষবারের মতো বলছি, আপনি এ স্থান ত্যাগ করুন।

করবো করবো, নিশ্চয়ই করবো সুন্দরী। যদি এ স্থান ত্যাগ করতে হয়, করবো, কিন্তু তোমার হাত ধরে। যদি এ মুলুক ত্যাগ করতে হয় করবো, কিন্তু তোমার হাত ধরে। যদি এ দুনিয়া ত্যাগ করতে হয় তাও করবো পেয়ারী। কিন্তু একা নয়, ঐ তোমারই হাত ধরে।

কাফি খাঁ সরস্বতীকে ধরার জন্যে অগ্রসর হলেন। সরস্বতী গুপ্ত ছুরিকা বের করে কাফি খাঁকে আঘাত করতে গেল। কাফি খাঁ খপ করে ছুরি সমেত তার হাত ধরে হা হা করে হেসে উঠলেন এবং বললেন, এসো।

তিনি সরস্বতীকে টানতে লাগলেন। বিদ্যুৎ বেগে আমিন খাঁ সেখানে এসে বললো, হুঁশিয়ার!

হকচকিয়ে গিয়ে কাফি খাঁ বললেন, কে?

আমিন খাঁ বললো, আজরাইল!

নিজেকে সামলে নিয়ে কাফি খাঁ বললেন, মহামান্য আজরাইল হঠাৎ এখানে?

খান্নাস আদমীর হায়াত সংকীর্ণ, তাই।

বটে!

সরস্বতীকে ছেড়ে দিয়ে সবিক্রমে বললেন, তাহলে নিজের হায়াতটার কথাই আগে ভাবতে হবে কমবকত! তোমার এত বড় স্পর্ধা আওরঙ্গজেবের মনোরঞ্জনে হরওয়াক্ত আমাদের পেছনে পেছনে ঘুরছো তুমি? সন্ধান নিয়ে ফিরছো আমরা কে, কোথায়, কোন্ কাজে লিপ্ত আছি?

আমিন খাঁ বললো, শুধু তাই নয়? আপনাদের পাপের বোঝা দিন দিন কতটা স্ফীত হয়ে উঠেছে তারও খতিয়ান নিয়ে ফিরছি। কি ভেবেছেন আপনারা? দুশমনদের মদদপুষ্ট হয়ে আর দুশমনদের দালালী করে স্বজাতির ভবিষ্যৎ এই যে পানির দামে বিকিয়ে দিচ্ছেন নিশ্চিন্তে, এর কি কোন পরিণাম নেই? কুমন্ত্রণা আর কুযুক্তিতে ছোট শাহজাদার মনটা আপনারা বিকৃত করে দিচ্ছেন, প্রজাদের উপর অমানুষিক জুলুম শুরু করেছেন। খুন, লুণ্ঠন, ব্যভিচারে ত্রাসের রাজ্য কায়েম করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। আপনারা কি ভেবেছেন এত বড় গুনাহের কোন মূল্য দিতে হবে না?

কাফি খাঁ সক্রোধে বললেন, আমিন খাঁ!

আমিন খাঁ গর্জে উঠে বললো, মূল্য দিতে হবে সিপাহসালার। এই জঘন্য আচরণের মূল্য কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করতে হবে।

তাহলে এই নাও তোমার মূল্য।

কাফি খাঁ ক্ষিপ্তভাবে অসি উন্মোচন করে আমিন খাঁকে আঘাত করতে গেলেন। আমিন খাঁও বীর বিক্রমে অসি উন্মোচন করলো এবং কাফি খাঁকে প্রত্যাঘাত করতে উদ্যত হয়ে বললো, হুঁশিয়ার বেঈমান!

লড়াই লাগে লাগে, হঠাৎ এই সময় অদূরে অনর্গল গুলির শব্দ হতে লাগলো। চমকে উঠলেন কাফি খাঁ এবং ভীত কণ্ঠে বললেন, ও কি! ও কিসের শব্দ?

পড়ি মরি ছুটে এলো বাহার খাঁ এবং কাফি খাঁকে উদ্দেশ্য করে বললো, সর্বনাশ হয়ে গেছে হুজুর, সর্বনাশ হয়ে গেছে! বকশী আসাদ খাঁর বাহিনী চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে আমাদের। আমরা এখন সম্পূর্ণ অসহায়।

কাফি খাঁ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, আসাদ খাঁর বাহিনী!

বাহার খাঁ বললো, সংগে আছেন আসাদ খাঁ স্বয়ং। প্রতিরোধের সামান্যতম প্রস্তুতিও আমাদের নেই, অথচ আপনার উপর সবার সে কি আক্রোশ! আপনাকেই সবাই তালাশ করছে।

কাফি খাঁ ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, আমাকে?

বাহার খাঁ বললো, আপনাকেই। আসাদ খাঁর আত্মীয়া মালেকা বানুর উপর আপনি যে হামলা করতে গিয়েছিলেন, সেজন্যেই এই আক্রোশ! তারই প্রতিশোধ নিতে কাফি খাঁ উদ্ভ্রান্তের মতো বললো, এ্যাঁ! তাহলে?

বাহার খাঁ বললো, পালান হুজুর, শিগ্গির পালান। আপনাকে পেলে একদম দু'টুকরো করে ফেলবে।

আতংকে লাফিয়ে উঠে কাফি খাঁ বললেন, ওরে বাপরে, ওরে বাপরে!

সেনাপতি কাফি খাঁ দৌড়ে পালিয়ে যেতে লাগলেন। তা দেখে আমিন খাঁ বললো, দাঁড়াও শয়তান, তোমার ব্যবস্থা আমিই করছি দাঁড়াও!

এ কথায় কাঁফি খাঁ আরো অধিক ভীত হয়ে উঠলেন এবং আরো দ্রুত বেগে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

কাফি খাঁ অদৃশ্য হয়ে গেলে আমিন খাঁ বাহার খাঁকে প্রশ্ন করলো, কি ব্যাপার বাহার খাঁ?

বাহার খাঁ হেসে বললো, ফাঁকা আওয়াজ দোস্ত। কেউ আসেনি। সবই আমার ঐ বাহাদুরের বাহাদুরী!

বইঘর.কম ও রোকন

বলো কি!

নইলে ঐ জানোয়ারটাকে সহজে বাগে আনা যেতো না। তার সহায়তায় আরো সঙ্গী-সাবুদ হেথা হোথা ছিল। আমি যাই। তুমি শিগ্গির মেয়েটাকে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। এ এলাকায় থাকলে তার রেহাই নেই।

বাহার খাঁ দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল। আমিন খাঁ স্বগতোক্তি করলো, তাজ্জব!

সরস্বতী বাঈ এক পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু কাঁপছিল। আমিন খাঁ এবার তাকে লক্ষ্য করে বললো, এসো বহিন।

সরস্বতী বাঈ এ কথায় তাজ্জব হয়ে গেল! তাজ্জব কণ্ঠে বললো, এ্যাঁ? বহিন? আপনি আমাকে বহিন বললেন?

আমিন খাঁ বললো, হ্যাঁ। দুনিয়ার তামাম আওরাত আমাদের কাছে মা-বহিনের সমান। বলো, কোথায় যাবে এখন?

কোথায়? আমাকে মোঘল শিবিরে পৌঁছে দিন।

আমিন খাঁ সবিস্ময়ে বললো, মোঘল শিবিরে!

সরস্বতী বাঈ বললো, আমি দিল্লীস্বরের এক কর্মচারীকে ভালোবাসি। সেটা আমাদের সমাজে জানাজানি হওয়ায় আমাকে আটকে রাখা হয়েছিল। আমি আজ পালিয়ে তাঁর সন্ধানেই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাইনি।

সে কি!

এখন ফিরে গেলেও সমাজে আর ঠাঁই পাবো না।

আশ্চর্য! সে কর্মচারীর নাম?

এর বেশি আমি কিছুই জানিনে। আজকেই সব জানানোর কথা ছিল।

তাঁর নামটাও জানো না?

জি না। তাও তিনি জানাননি।

বলো কি! বড় জটিল ব্যাপার। মোঘল শিবিরে গিয়ে তাঁকে না পেলে কি করবে?

তাহলে বাঈজীর দলে ভর্তি হবো।

বাঈজীর দলে?

জি। তাতে আমার দুঃখ নেই। আমাদের বংশে অনেকেই বাঈজী ছিলেন আমার মন বলছে, একদিন না একদিন তাঁর হদিস আমি পাবোই।

তোমার নাম?

সরস্বতী বাঈ

ও। আচ্ছা চলো। মোঘল শিবির এখানে দু'টি। কিন্তু ছোট শাহজাদার শিবির তোমার জন্যে মোটেই নিরাপদ নয়। এসো বড় শাহজাদার শিবিরেই তোমাকে নিয়ে যাই। সেখানে তাঁকে পাবে কিনা জানিনে। তবে এটা নিশ্চিত যে, জেনানার অমর্যাদা করার দুঃসাহস সেখানে কারো নেই।

বেশ, তাহলে তাই চলুন।

এসো।

সরস্বতী বাঈকে নিয়ে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের শিবিরের দিকে রওনা হলো আমিন খাঁ।

বড় জ্বালা। শাহজাদা মুরাদ বকশের মনে বড় জ্বালা।

সরস্বতী বাঈ আর এলো না হেতু মনে তাঁর বড় দুঃখ।

সেদিন তাঁর মনে বড় ক্রোধ পয়দা হয়েছিল। অভিমানও হয়েছিল অপরিসীম। ক্রোধে ও অভিমানে সেদিন তিনি জোর করেই সে স্থান থেকে চলে এসেছিলেন। দরিয়া খাঁর আপত্তি ও অনিচ্ছায় আমল না দিয়ে তিনি জিদের বশেই চলে এসেছিলেন। আর অপেক্ষা করতে চাননি। ভেবেছিলেন সরস্বতী বাঈ প্রতারণা করেছে তাঁর সাথে কোন প্রতারিণীকে নিয়ে তিনি আর ভাববেন না। তার কথা মনে আর রাখবেন না

ছাউনিতে ফিরে আসার পর এভাবেই কেটে গেল দিন দুয়েক। এর পরেই শুরু হলো যন্ত্রণা। সরস্বতীকে ভুলে থাকার চেষ্টা করলেন। প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ করে সরস্বতী বাঈয়ের কথা পুনঃপুনঃ তাঁর মনের কোণে ভেসে উঠতে লাগলো। ভেসে উঠতে লাগলো সরস্বতী বাঈয়ের ঐ মনোলোভা রূপলাবণ্য, সরস্বতী বাঈয়ের ঐ মিষ্টি মধুর আলাপন, সরস্বতী বাঈয়ের ঐ নিষ্পাপ মুখচ্ছবি।

থমকে গেলেন শাহজাদা খতিয়ে দেখতে লাগলেন সরস্বতী বাঈয়ের মনে ও মুখে প্রতারণার আদৌ কোন আভাস ছিল কিনা। প্রাণপণে ও গভীর মনোনিবেশে চেষ্টা করেও বিন্দুমাত্র সে আভাস পেলেন না তিনি। তাহলে?

মুষড়ে পড়লেন শাহজাদা মুরাদ। তাহলে কি সত্যিই মস্ত বড় ভুল করলেন তিনি? দরিয়া খাঁর কথাই কি ঠিক ছিল তাহলে? দরিয়া খাঁ বলেছিল, পুরুষের মতো স্বাধীন জীবন মেয়েদের নয়। তাদের পদে পদে বিপত্তি। ধাপে ধাপে বাধা। কোন বাধা-বিপত্তির কারণেই আসতে পারছে না সরস্বতী। আরো

বইঘর.কম ও রোকন

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত ছিল। দরিয়া খাঁর চিন্তা-ভাবনাই কি যথার্থ ছিল তাহলে?

তাই যদি হয় আর তাঁর চলে আসার পরেই যদি সরস্বতী বাঈ এসে থাকে, তাহলে তাঁর পরিণামটা কি হলো সরস্বতীর জন্যে? তার ঐ অসামান্য রূপলাবণ্য নিয়ে সে কি নিরাপদে আবার ঘরে ফিরতে পেরেছে? ঐ নির্জন তেপান্তরে কোন খান্নাসের কবলে তো পড়েনি সে!

পুনশ্চ ভাবনা, যদি সে সব কোন বিপত্তি ঘটেই থাকে শেষ পর্যন্ত, তাহলে কি সরস্বতী না করতে পারবে তাঁকে? তাঁর কথা কি আর মনে রাখবে সে? তার ভালোবাসা আর কি মনে পুষে রাখবে সরস্বতী? না, হয়তো তা রাখবে না! হয়তো তা রাখতে সে পারে না!

ছাউনিতে ফিরে আসার দিন দুয়েক পরে শাহজাদা মুরাদ এসব কথা ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে তিনি এ সব কথা ভুলে যাওয়ার জন্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন সরাবের সাগরে। নিজ কক্ষে বোতল খানেক সরাব সংরক্ষিত ছিল। নিজেই তা ঢেলে নিলেন আর নীরবে বসে বসে সবটুকু পান করলেন। শূন্য হলো বোতল, তবু নেশা তাঁর জমলো না। তাই শেষে হাঁক দিলেন, এ্যায়, কুয়ী হ্যায়?

দরিয়া খাঁ বাইরে থেকে জবাব দিল, হুজুর!

শাহজাদা বললেন, সরাব লাও।

সরাবের বোতল ও পেয়ালা হাতে ছুটে এলো দরিয়া খাঁ। পেয়ালায় সরাব ঢেলে দিয়ে বললো, এই নিন হুজুর।

দরিয়া খাঁ পরপর কয়েক পেয়ালা সরাব ঢেলে দিল আর শাহজাদা মুরাদও পরপর সেই কয়েক পেয়ালা সরাব পান করলেন। সরাব পান করতে করতে শাহজাদার চিন্তা-ভাবনা সরস্বতী বাঈয়ের দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরে গেল তিনি ভাবতে লাগলেন তাঁর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে। তাঁর বাদশাহ হওয়ার ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। ভাবতে লাগলেন বাদশাহ হওয়ার উচিত-অনুচিতের দিক নিয়ে সরাবের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তাই তিনি বললেন, আচ্ছা বাবা! দিল দরিয়া, মগজটায় একটু নাড়া দিয়ে চিন্তা করে দ্যাখতো, এইভাবে দিন কাটিয়ে দেয়া ভালো, না বাদশাহ হওয়া ভালো?

দরিয়া খাঁ বললো, আমি আদার বেপারী হুজুর, ওসব জাহাজের খবর দেবো কোত্থেকে?

একটু চিন্তা করে দ্যাখ আমি জানি, এর খাসা জওয়াব তুই দিতে পারবি

আমাকে পিটিয়ে তক্তা বানালেও আমি তা পারবো না হুজুর। জীবনে কোনদিন সরাবও খাইনি, ওদিকে আবার চৌদ্দ পুরুষের কেউ কোনদিন রাজা-বাদশাও ছিল না। কাজেই এর কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ, তা আমি কি করে বলবো, খোদাবন্দ?

তুই বড় চালাক দরিয়া, তাই গুরুতর বিষয়ের উপর কোন মন্তব্য করতে চাসনে। আচ্ছা, একটা কথার জবাব দেতো।

হুজুর!

তোর এত বুদ্ধি, তবু তুই কোন বড় পদ নিতে চাসনে কেন?

এর বেশি যে আমার কোন মুরোদ নেই হুজুর।

কিসে বুঝলি?

হাতের বোতল ও পেয়ালা পাশে রেখে দরিয়া খাঁ বললো, হুজুর, আমার বাড়ি ছিল যমুনা নদীর পাড়ে। আমার আব্বা ছিলেন একজন ডাক সাইটে হালের মাঝি। ছোটকাল থেকে তাই আমারও খাহেশ ছিল, আমি হালের মাঝি হবো।

তারপর?

কিন্তু আমার নসীব খারাপ হুজুর, ছোটকাল থেকেই। আমার আবার খোশ গল্পে বেজায় ঝোঁক। ঐ ঝোঁকেই সব মাটি করে দিলে।

কি রকম?

www.boighar.com

হাল ধরে বসেই চড়নদারের সাথে খোশ গল্পে মেতে যেতাম। ফলে দু' দু'বার মাঝদরিয়ায় নৌকা উল্টিয়ে দিলাম। শেষবারে তো নিজের জানটাই গিয়েছিল হুজুর! স্রেফ ঢেউয়ের ধাক্কায় ডাঙ্গায় এসে পৌছেছিলাম বলেই রক্ষে। সেই থেকে কানে মাটি দিয়েছি, ও কাজে আর যাচ্ছিনে।

কেন?

ও যোগ্যতা আমার নেই হুজুর। যে কাজ যার স্বভাববিরুদ্ধ, তার সে কাজে না যাওয়াই ভালো।

হো হো করে হেসে উঠলেন শাহজাদা মুরাদ। বললেন, তুই নাকি আদার বেপারী দরিয়া? জাহাজের খবর নাকি দিতে পারিসনে তুই?

দরিয়া খাঁ নত মস্তকে বললো, খোদাবন্দ!

মোঘল সাম্রাজ্যের মাঝি হতে গেলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন, তা আমার নেই। বাদশাহগিরি আমার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ তাই না?

দরিয়া খাঁ হাত জোড় করে বললো, আমি তো তেমন কিছুই বলিনি হুজুর।

শাহজাদা মুরাদ আবার হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, দরিয়া খাঁ, তোমার বসত ডোবার ধারে, আমি থাকি সাগর পাড়ে।

আলমপনা!

একদিক দিয়ে তুই ঠিকই বলেছিস দরিয়া! বাদশাহ হওয়ার খাহেশ আমার না থাকাই ভালো। ওটা আমিও বুঝি। কিন্তু ঐটুকু বুঝলেই যদি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো, তাহলে তো কোন কথাই ছিল না দরিয়া। সমস্যা যে আরো জটিল।

মেহেরবান!

যাক। ওসব চিন্তা করে লাভ নেই। যা হবার তা হবেই। যা, আরো কিছু সরাব পাঠিয়ে দে।

সরাব? তা মানে আরো সরাব? আর সরাব খাবেন না হুজুর।

কেন, মসনদের অযোগ্য হয়ে যাবো?

সে কথা নয় হুজুর। আজকাল সরাবই যে আপনাকে খেতে শুরু করেছে।

ও, এই কথা?

এরপর ঈষৎ হেসে বললেন, এতদিন ধরে যাকে খেলাম, সে যদি দু' একদিন না-ই খেলো আমাকে, তাহলে আর খেলাম কি দরিয়া? পাঠিয়ে দে...

জো হুকুম মেহেরবান!

ভারাক্রান্ত মনে দরিয়া খাঁ চলে গেল। বোতল থেকে অবশিষ্ট সরাবটুকু ঢেলে নিয়ে খেতে খেতে শাহজাদা মুরাদ উদাসীন হাসি হেসে বলতে লাগলেন,

ভেসে যায়, অদৃষ্টের দুর্নিবার টানে,
ভাগ্যহীন তরী মোর!
খেয়ালের স্রোতে ভেসে যায়
মসনদ, দূরে, বহু দূরে!
বহু দূরে আপনারে করো সংগোপন।
অন্যথায় সরাবের পাত্রে ঢালি তোমার
নিঃশেষে করিব পান চুমুকে চুমুকে!

শাহজাদা মুরাদ মৃদু নেশায় ঝিমুতে লাগলেন। পা টিপে ছাউনিতে ঢুকে কুর্নিশ করলো নূরুদ্দীন। বললো, হুজুর!

শাহজাদা বললেন, কে? ও, নূরুদ্দীন! খানসামা নূরুদ্দীন?

নূরুদ্দীন বললো, হুজুর, সিপাহসালার শায়েস্তা খান সাহেব!

সম্বিতে ফিরে এলেন শাহজাদা। তিনি সসম্ভ্রমে বললেন, এ্যাঁ! মামু সাহেব? ভাইজানের সিপাহসালার? সেলাম দিয়ে বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যাও।

বইঘর.কম ও রোকন

নূরুদ্দীন বললো, আপনি তাঁর সাথে দেখা...

শাহজাদা উচ্চ কণ্ঠে ধমক দিয়ে বললেন, বেয়াকুফ!

সরাবের পেয়ালা হাতে দেখা করতে যাবো খান-ই-খান্দানের সাথে? নিকালো, নিকালো হিঁয়াছে।

খোদাবন্দ!

মোঘল বংশে সবই চলে। বুকে খঞ্জর বসিয়ে দেয়াও চলে। কিন্তু বেয়াদপী চলে না উল্লুক। যা, তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বল্, আমি পরে দেখা করবো।

কয়েক জন রাজা-মহারাজার দূত হুজুরের দর্শনপ্রার্থী।

দূর করে দে!

সিপাহসালার কাফি খাঁ বাইরে অপেক্ষা করছেন।

বিদায় করে দে!

আপনার খানা তৈয়ার হুজুর।

এ্যাঁ? খানা? না, না, খানা না, খানা না। থাকলে আরো কিছু সরাব পাঠিয়ে দে।

সরাব! আর কত সরাব!

তেড়ে এলেন শাহজাদা। বললেন, আহ! নিকালো, আভভি নিকালো!

ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল নূরুদ্দীন। সেদিকে চেয়ে শাহজাদা আপন মনে বললেন, হু! সরাবের কথায় সবাই শিউরে ওঠে, অথচ মসনদের কথায় কারো কণ্ঠটাও কাঁপে না। দিনরাত সবার মুখে ঐ এক কথা, মসনদ! মসনদ! মসনদ! ছিঃ! ঘেন্না ধরে গেছে।

বিনা অনুমতিতেই ঢুকে পড়লেন সেনাপতি কাফি খাঁ। কুর্নিশ করে বললেন, গোস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা নিতান্ত বাধ্য হয়েই আপনার অবসর বিনোদনে ব্যাঘাত ঘটাতে হলো।

শাহজাদা মুরাদ নাখোশ কণ্ঠে বললেন, তা যখন ঘটিয়েই ফেলেছো, তখন আর ভনিতা করছো কেন? কি চাই, চটপট বলে কেটে পড়ো।

আপনি কি সত্যিই মসনদ চান না?

আলবত চাই, জরুর চাই।

তাহলে আর রাজদূতদের বিদায় করতে বললেন কেন?

পীরিত জমছে না বলে।

নিজের শক্তিতে কি বড় শাহজাদাকে আপনি এঁটে উঠতে পারবেন?

বড়দের এঁটে উঠতে ছোটরা স্বভাবতই পারে না, কাফি খাঁ।

হু, বুঝেছি।

বইঘর.কম ও রোকন

কি বুঝেছো!

বড় শাহজাদার প্রস্তুতি দেখে জাঁহাপনার মনে ভয়ের উদ্রেক হয়েছে।

ভয়?

হো হো করে হেসে উঠলেন শাহজাদা। বললেন, ভয় নামক কোন শব্দের সাথে আমার পরিচয় নেই সিপাহসালার। আর তার প্রমাণ ঠিক সময় মতোই পাবে।

তাহলে এখন কি করবো জাঁহাপনা?

এ স্থান ত্যাগ করবে।

এ্যাঁ? তাহলে এ দিকের কোন কথাই কি জাঁহাপনার ভাবার নেই?

ওসব চিন্তা-ভাবনা যা করার তোমরাই করোগে কাফি খাঁ। ও আমার ধাতে সয় না। তার চেয়ে বরং লড়াই বাঁধলে সংবাদ দিও। লোকসানটা পুষিয়ে দেবো, বুঝলে? যাও, বিরক্ত করো না।

বিরক্ত করতে আমি চাইনি জনাব। প্রভুভক্ত ভৃত্যের কর্তব্য পালনের চেষ্টাই করেছি মাত্র।

নাখোশভাবে বেরিয়ে এলেন কাফি খাঁ। শাহজাদা মুরাদ স্বগতোক্তি করলেন, উহ! প্রভুভক্ত? হা হা হা! প্রভুভক্ত, রাজভক্ত, দেশভক্ত কত ভক্তই দেখলাম! কিন্তু ধোপের বেলায় কেউ বড় একটা টিকলো না। হা, হা, হা!

নেশার তালটা সামলে নেয়ার জন্যে তিনি শয়ন কক্ষে গেলেন এবং ক্ষণীকের তরে শুয়ে পড়লেন।

বেরিয়ে আসতেই শাহজাদার শিবিরে শায়েস্তা খান সাহেবের সাথে কাফি খাঁর দেখা। শায়েস্তা খান সাহেবকে দেখে কাফি খাঁ অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়লেন শায়েস্তা খান সাহেব আর শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সাথে মুরাদের সান্নিধ্যকে বড় ভয় করেন কাফি খাঁ। কারণ এদের প্রতি শাহজাদা মুরাদের ভক্তি ও ভালোবাসা অত্যন্ত গভীর। এদের সংস্পর্শে এলে শাহজাদা মুরাদ যে কোন মুহূর্তে গলে যেতে পারেন আর এদের সাথে একটা সামঝোতাও হয়ে যেতে পারে তার। মসনদের দাবী তার বড় ভাইকে ছেড়েও দিতে পারেন তিনি।

এমনটি হলে কাফি খাঁদের সর্বনাশ! দুই ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে রাখতে পারলে তবেই ফায়দা লোটার মওকা থাকে কাফি খাঁদের। আমে দুধে মিল হয়ে গেলে কাফি খাঁরা আমের আঁটি। স্থান তাঁদের ভাগাড়ে। তাই তারা সব সময় বিবাদ জিঁইয়ে রাখতে চান। শাহজাদা মুরাদকে দূরে রাখতে চান তাঁর বড় ভাই আর মামু সাহেবের সংস্পর্শ থেকে।

তাই কাফি খাঁকে দেখে শায়েস্তা খান সাহেব কিছু বলতে চাইলে কাফি খাঁ সরাসরি ও রোষভরে বললেন, অন্য কথার আগে আপনাকে বলতে হবে, আসাদ খাঁ সাহেবের ঐ অতর্কিত আক্রমণের কারণ কি?

শায়েস্তা খান সাহেব রুষ্ট হলেন। বললেন, কে, কোথায় কাকে আক্রমণ করছে, তা আমার জানার কথা নয়। সে হদিস দিতেও আমি এখানে আসিনি। আমি জানতে চাই মুরাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ সম্ভব কিনা?

সম্ভব হলে নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ পেতেন!

সাক্ষাৎ না পাওয়ার কারণটা কি কাফি খাঁ?

কারণ অপব্যয় করার মতো সময় তাঁর হাতে নেই।

অপব্যয়!

তার হাতে এখন যত জরুরি কাজ, তার তুলনায় এটা স্রেফ অপব্যয়।

বটে! আজকাল মুরাদের বড় সময়ের অভাব, না? এটা যে হবে সে তো জানা কথা। তা সে যাক। আসাদ খাঁ সাহেব যে এখানে এসেছিলেন, জাফর খান সাহেব যে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে গেছেন এসব কি মুরাদ জানে?

আলবত জানে।

জানা সত্ত্বেও সাক্ষাৎ করলে না?

প্রয়োজন মনে করেননি।

আমার সাথে সাক্ষাৎ করাটাও সে প্রয়োজন মনে করছে না, তাই না?

নিশ্চয়ই। আর শুধু তাই কেন, আপনার উপস্থিতিও তিনি বরদাস্ত করতে পারছেন না।

অর্থাৎ?

আপনি সত্বর এ স্থান ত্যাগ করলে উনি খুশি হবেন।

কথাটা কি তার নিজের, না অন্য কারো তৈরি, কাফি খাঁ?

কাফি খাঁ রুষ্ট কণ্ঠে বললো, শায়েস্তা খান সাহেব!

শায়েস্তা খান বললেন, মুরাদকে আমি চিনি। সে তোমার প্রভু হলেও আমি তার গুরুজন। সে চঞ্চলমস্তিষ্ক বটে, কিন্তু বেয়াদব নয়। নিজের দোরগোড়া থেকে গুরুজনদের ফিরিয়ে দেয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ।

কিন্তু মানুষের স্বভাব যে চিরকাল এক থাকে না, এ কথা কি খাঁ সাহেবের অজ্ঞাত?

পরিবেশের বদৌলতে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে, আমি তা জানি। কিন্তু আমি জানতাম না যে, মুরাদের পরিবেশ এত জলদি এত কুৎসিত হয়ে উঠেছে

শায়েস্তা খান সাহেব, এ স্থান ত্যাগ না করে আমাদের চরিত্রের উপর হীন মন্তব্য করলে আপনার সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে পারবো না।

অর্থাৎ? আমারই শিল-নুড়া দিয়ে তুমি আমারই দাঁত ভাঙতে চাও? পরিস্থিতির পরিবর্তনে আজ তুমি ভিন্ন শিবিরে স্থান পেয়েছো। নইলে...

নইলে?

হুজুর বলে, সেলাম দিয়ে আমার পেছনে পেছনে ঘুরতে তুমি দিশে খুঁজে পেতে না।

খাঁ সাহেব!

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন শায়েস্তা খান সাহেব। বললেন, সম্মান আমার তুমি অক্ষুণ্ন রেখেছো কাফি খাঁ? খানসামা নূরুদ্দীন এসে জানিয়ে গেল শাহজাদা আমাকে বিশ্রাম করতে অনুরোধ করেছে আর তুমি এসে জানাচ্ছো, আমাকে এই দণ্ডে এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। এরপরও আমার সম্মান অক্ষুণ্ন আছে?

খানসামার কাজ তোষামোদ করা, আর সেনাপতির কাজ সত্য কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া। আর যদি স্পষ্ট করে জানতে চান, তাহলে শুনুন, তিনি আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন তখন, যখন মসনদে বসবেন।

মসনদে বসবেন মানে? মুরাদের তো মসনদে বসার কথা নয়? সে তো মসনদ কোনদিনই চায়নি? আওরঙ্গজেবকেই তো মসনদ ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা সে বরাবর প্রকাশ করে এসেছে?

আওরঙ্গজেবকে?

হ্যাঁ, যোগ্যজনকে। মোঘল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব মুরাদের গায়ে ছুড়ে মারলেও সে তা কবুল করতে রাজি হয়নি কোনদিন। www.boighar.com

কিন্তু দিল্লীর সিংহাসন তারও পিতৃসিংহাসন। তাতে তারও দাবী আছে।

ও, সেই দাবীর কথাই তাকে তোমরা হরওয়াক্ত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছো?

ছোট শাহজাদা শিশু নন যে, তাকে সব কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

তা যদি তোমরা দিয়েই থাকো, তাতেই বা তোমাদের কসুর কোথায় কাফি খাঁ? নিজের অবস্থান মজবুত করার আশা সকলেই করে। হু!

তাই তো আপস-নিষ্পত্তির তামাম চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে

আপনি কি বলতে চান?

আর বলতে চাইনে, শুনতে চাই। আওরঙ্গজেবের দাওয়াতটা মুরাদ কবুল করতে ইচ্ছুক কিনা?

শিকারীর জালে স্বেচ্ছায় পা দেয়ার শখ কারো থাকে না খাঁ সাহেব।

বটে! তাহলে সে মন্ত্রণাও ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছে তাকে?

কাফি খাঁ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, শায়েস্তা খান সাহেব! আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবেন না! আপনাকে আর একদণ্ড কাল সময় দিলাম। এর মধ্যে যদি সসম্মানে আপনি এখান থেকে বিদায় হন তো ভালো, নইলে বল প্রয়োগ করে আপনাকে এই শিবির থেকে বের করে দেয়া হবে।

ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে গেলেন সেনাপতি কাফি খাঁ। শায়েস্তা খান সাহেব সেদিকে চেয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, উহ! স্পর্ধা বটে, এই পয়জারের নফর কাফি খাঁর। একটা গোলামের গোলাম অর্বাচীনের এই দুঃসাহস? ওহ! ঠিকই বলেছে আওরঙ্গজেব! মুরাদকে আর ছেড়ে দিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিছুদিন তাকে এই পরিবেশ থেকে সরিয়ে রাখতে না পারলে তার কাঁধে চড়ে এই শয়তানেরা গজব পয়দা করবে।

শায়েস্তা খান কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর আপন মনে বললেন, জাল? শিকারীর জাল? বটে! এ্যায় কুই হ্যায়!

দৌড়াতে দৌড়াতে প্রবেশ করলো নূরুদ্দীন। কুর্নিশ করে বললো, হুজুর!

শায়েস্তা খান সাহেব বললেন, আমাদের দাওয়াত তাহলে শাহজাদা কিছুতেই কবুল করবে না?

না হুজুর।

কেন, ভয় করছে?

না, ঠিক ভয় নয়। তবে...

তবে?

একটু সন্দেহ করছেন

তুই চেষ্টা করলে বোধ হয় সে রাজী হতে পারে, না কি বলিস?

তা হবে কেন হুজুর? এত সভাসদ থাকতে স্রেফ একজন খানসামার কথায় তিনি বিশ্বাস করবেন কেন?

কেন করবে না? তোর হাতের খানা খেতে যখন অবিশ্বাস করে না, তখন তোর কথাই বা অবিশ্বাস করবে কেন?

আনন্দে গদ গদ হয়ে নূরুদ্দীন বললো, তা যা বলেছেন হুজুর। জাঁহাপনা বলেন, 'নূরুদ্দীন, তোর হাতেই আমার প্রাণ। তুই যদি খানাটা একটু দেখে শুনে না দিস, তাহলে যে কেউ আমাকে বিষ খাওয়াতে পারে।' তিনি আমাকে খুব বিশ্বাস করেন হুজুর

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বকশী আসাদ খাঁ আর আমিন খাঁর উপর ভার দিয়েছিলেন শাহজাদা মুরাদকে তার দাওয়াত পাঠানোর। শাহজাদা মুরাদ সে দাওয়াতা কবুল করবেন না বলে তারা সন্দেহ প্রকাশ করলে শাহজাদা আওরঙ্গজেব তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিমাপটাও দেখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও শাহজাদা মুরাদের সে দাওয়াত কবুল করার কোন সংবাদ না আসায় তাদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়লেন সিপাহসালার শায়েস্তা খান সাহেব। ঘটনা কি জানার জন্যে শায়েস্তা খান সাহেব নিজ গরজেই শাহজাদা মুরাদের শিবিরে এলেন এবং প্রয়োজনে শাহজাদা মুরাদকে সে দাওয়াত কবুল করানোর চেষ্টাও করবেন এমন ইরাদাও ছিল তার। তবে তিনি জানতেন, শাহজাদা মুরাদ কুসংসর্গে পড়েছে। সেখানে তাকে দাওয়াত কবুল করাতে হলে খালি হাতে হবে না, পয়সা লাগবে। তার যেসব অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে দাওয়াত কবুল করাতে হবে, তাদের হাতে পয়সা ঢালতে হবে।

অগ্রিম চিন্তা করে তিনি তাই প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। খানসামা নূরুদ্দীনের গদ গদ ভাব লক্ষ্য করে তিনি বললেন, তুই যদি তাকে আমাদের দাওয়াত কবুল করাতে পারিস, তাহলে প্রচুর ইনাম পাবি।

উৎসাহিত হয়ে উঠে নূরুদ্দীন বললো, এ্যাঁ! ইনাম? কিন্তু তাতে যদি তার বিপদ হয়?

তাতে তোর কি? তুই প্রচুর ইনাম পাবি।

প্রচুর ইনাম?

শায়েস্তা খান সাহেব টাকার থলে বের করে সেটা ঝাঁকিয়ে বললেন, এই যে, এতে মোহর আছে। মূল্য এক লক্ষ টাকা। কাজ হাসিল করতে পারলে আর এক লক্ষ পাবি।

চোখ কপালে তুলে নূরুদ্দীন বললো, এ্যাঁ! এ-ক-ল-ক্ষ? মানে, এক লক্ষ টাকা!

হ্যাঁ, এক লক্ষ টাকা।

এর সবই আমায় দেবেন?

হ্যাঁ, সবই। এর উপরও আবার আরো এক লক্ষ।

উচ্ছ্বাসে বিহ্বল হয়ে নূরুদ্দীন বললো, ওরে বাপরে! তাহলে যে আমি রাজা বনে যাবো হুজুর!

বইঘর কম ও রোকন

সে তো বুঝতেই পারছিস।

দিন হুজুর, দিন। এক লক্ষ টাকা যদি পাই তাহলে দাওয়াত কবুল করানো তো মামুলী কথা হুজুর! একেবারে শাহ্জাদার জানটা পর্যন্ত...

শায়েস্তা খান সাহেব ধমক দিয়ে বললেন, খবরদার! অমন কথা আর কখনো চিন্তা করবে না। তাহলে তোমার জানটাই আমরা...

চমকে উঠে নূরুদ্দীন বললো, জি না হুজুর, জি না। আর করবো না।

টাকার থলে নূরুদ্দীনের হাতে দিয়ে শায়েস্তা খান সাহেব বললেন, এই নাও। কাজ হাসিল করতে পারলে আর এক লাখ পাবে। কিন্তু হুঁশিয়ার! টাকা নিয়ে কাজ না করলে নিজের জান দিয়ে তার পরিণাম ভোগ করতে হবে।

জি হুজুর, জি। তিন দিনের মধ্যে কাজ সমাধা করে দেবো। নূরুদ্দীন এরপর চিন্তা করলো সবাই লুটেপুটে খাচ্ছে, আমি কোন্ সিদ্ধে! টাকার থলিতে ঝাঁকি দিয়ে প্রকাশ্যে বললো, এ-ক-ল-ক্ষ টাকা! বাপরে বাপ! এ কি চাট্টিখানেক কথা? একেই বলে, আল্লাহ দিলে ছাপপড় ফেড়ে দেয়।

আনন্দে নাচতে নাচতে চলে গেল নূরুদ্দীন। শায়েস্তা খান সাহেব ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললেন, এমনই স্বার্থলোপুপ অনুচর আর পারিষদ নিয়ে তুমি মসনদ নেবে মুরাদ? দুরাশা! তোমার সে আশা দুরাশা!

৫

শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সর্বক্ষেত্রে ষোলআনা সাফল্যের কারণ, তার চিন্ত া-ভাবনাগুলো সবই অগ্রিম আর সাজানো গোছানো। সেই চিন্তা-ভাবনার সানুকূল্যে যোগাড়যন্ত্রগুলো গোছানোর কাজও তার সাথে সাথেই আর সত্বর কোন কিছুর অভাবে কোন কাজ যাতে করে ব্যাহত না হয় বা কোন কাজে বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকে দৃষ্টি তার প্রখর। ওদিকে আবার তার চিন্তা-ভাবনাগুলোও লোহার শিকলের মতো একটার সাথে আর একটা মজবুতভাবে গাঁথা। ফাঁক নেই কোথাও। চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ফাঁক-ফোকর থাকলে তো গোটা পরিকল্পনাটাই পণ্ড হয়ে যাবে। এমন অপরিপক্ব চিন্তা-ভাবনা শাহজাদা আওরঙ্গজেবের নয়।

বইঘর.কম ও রোকন

শাহজাদা মুরাদ সমঝোতার পথ ত্যাগ করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার সাথে সাথে শাহজাদা আওরঙ্গজেব স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখলেন, তাকে আর স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ে রাখা ঠিক নয়, তাকে বেঁধে রাখতে হবে। ইসলামবিরোধী যে সব দুশমনদের আবর্তে পড়ে মুরাদের এই মতিভ্রম ঘটেছে, সেই আবর্ত থেকে তাকে সরিয়ে রাখতে হবে।

তিনি চিন্তা করলেন, তলোয়ার ধরে তাকে বন্দী করা সম্ভব নয়, বন্দী করতে হবে আদর দিয়ে। অন্য কথায় কায়দা করে। তাকে দাওয়াত করে নিজ শিবিরে আনতে হবে আর তারপর তাকে বন্দী করতে হবে। কাজেই দাওয়াতের কাজটাই আগে করতে হবে আর সেজন্যে নিজের বিশ্বস্ত লোকদের নিয়োগ করতে হবে।

তারপরের চিন্তা, নিজ শিবিরে পেলেও তাকে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাঁধা সম্ভব নয়। কারণ হাতিয়ার তার সাথেই থাকবে। বাঁধতে হবে তাকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। ভাইটি তার অত্যন্ত সুরাসক্ত। তাকে অপ্রকৃতিস্থ করতে হবে সুরা পান করিয়েই। কিন্তু সেই সুরাটা পান করাবে কে। তার শিবিরের উজির-নাজির, চাকর-নফর কেউই সুরা স্পর্শ করে না। তিনি নিজে তো ননই। সুতারাং সুরা পান করানোর জন্যে সাকী চাই, সুন্দরী তরুণী, লাস্যময়ী সাকী চাই। আর অগ্রিম সেই সাকী বা সাকীবৃন্দের যোগাড় করে রাখা চাই। কাজের সময় সাকী পাওয়া না গেলে গোটা কাজটাই পণ্ড হয়ে যাবে।

এসব চিন্তা-ভাবনা আগেই করে রেখেছেন তিনি। চিন্তা-ভাবনার সাথে যোগাড়যন্ত্রের ব্যবস্থাও করে রেখেছেন আগেই। মালেকা বানু এই যোগাড়যন্ত্রেরই ফসল বাঈজী আনতে গিয়ে ভুল করে মালেকা বানুকে এনে ফেলেছে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের বান্দা। মালেকা বানুও ঘুরতে ঘুরতে এসেছে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের শিবিরে। এখানে এসে মালেকা বানু তার ভালোবাসার মানুষ আমিন খাঁকে হারাই-হারাই অবস্থায় পড়েছে বর্তমানে বাঈদের, বিশেষ করে কস্তুরী বাঈকে, পরিচালনা করার ভার পড়েছে মালেকা বানুর উপর।

এই কাজে আসার পর মালেকা বানু এই হারাই-হারাই দুশ্চিন্তায় পড়েছে দুশ্চিন্তায় পড়ে সে অবশেষে আপন মনে বলছে, দুরাশা! আমার সে আশা দুরাশা! যা কিছু সম্ভাবনা ছিল, তাও খতম হয়ে গেল পোড়ারমুখী, মরবি তো ভাগাড়ে গিয়ে মর! আমার লোককে কেড়ে নিয়ে আমার কপালটা না পোড়ালে তোর চলতো না? ধরবি তো শাহজাদা মুরাদকে গিয়ে ধর।

এই সময় ব্যস্তভাবে ডাকতে ডাকতে তার সামনে এলো সরস্বতী বাঈ, ভাইজান, ভাইজান কৈ? ভাইজান কোথায়?

মালেকা বানু নাখোশ কণ্ঠে বললো, ভাইজান! কে ভাইজান? কাকে এত খোঁজাখুঁজি করছো?

সরস্বতী বাঈ বললো, তোমারই মানুষকে বহিন, তোমারই মানুষকে। কৈ, কোথায় লুকিয়ে রাখলে তাকে?

আমার মানুষকে!

আমিন খাঁ ভাই সাহেবকে।

মালেকা বানুর ভয় ছিল এই সরস্বতী বাঈকে নিয়েই। তার ধারণা ছিল সরস্বতী বাঈ আমিন খাঁর মুহব্বতে পড়েছে। কিন্তু সরস্বতী বাঈয়ের মুখে এ কথা শোনার পর সে ভ্রান্তি কেটে গেল মালেকা বানুর। সে খোশ দীলে বললো, এঁ্যা!

সরস্বতী বাঈ বললো, অবাক হলেই কি সব লুকানো যায় বহিন? আমি নারী! আমি সব বুঝি!

ওম্মা! তোমার পেটে এতো...

বলো বহিন, তিনি কোথায়? আমি আর এখানে থাকবো না। আমার মন বলছে, আমি ভুল জায়গায় এসেছি।

দ্রুত পদে সেখানে এলো বান্দা। সে সরস্বতী বাঈকে বললো, বিবি সাহেবা, কস্তুরী বাঈ আপনাকে খুঁজে না পেয়ে হাঁপড়ের মতো ফোঁপাচ্ছে। আপনি এখানে আছেন, সে কথা কি তাকে গিয়ে বলবো?

সরস্বতী বাঈ অস্থির কণ্ঠে বললো, ঐ, ঐ আবার সেই যন্ত্রণা। না, না, আর এখানে থাকবো না। এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

অস্থিরভাবে সেখান থেকে দ্রুত পদে চলে গেল সরস্বতী বাঈ।

সরস্বতী! সরস্বতী বহিন, শোনো শোনো! বলে ডাকতে ডাকতে তার পেছনে ছুটলো মালেকা বানুও।

বান্দা তাজ্জব হলো! সে তাজ্জব কণ্ঠে বলতে লাগলো, ল্যাও ঠ্যালা! সব ক্ষেপে গেল নাকি? দূর দূর! বিমার। এই আওরাত জাতটাই জ্যান্ত এক বিমার। তাও আবার ছোঁয়াচে! না বাবা, এদের থেকে যত ফারাগে থাকা যায়, ততই মঙ্গল

বান্দা চলে যেতে লাগলো। কিন্তু যেতে সে পারলো না। কস্তুরী বাঈ এসে তাকে পেছন থেকে ডাকতে লাগলো, কে যায়? আরে ও মিয়া, শোনো শোনো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বান্দা স্বগতোক্তি করলো, এই সেরেছে রে! এটাতো আবার বিমারের একদম গুদাম এরপর প্রকাশ্যে বললো, কাকে ডাকছো? আমাকে?

কস্তুরী বাঈ বললো, তোমাকে নয় তো কি হামদো মিয়ার পোলাকে?

কাছে এলো বান্দা। বললো, কি বিবি সাহেবা?

কস্তুরী বাঈ বললো, এ তোমাদের কি আক্কেল গা? তোমরা আমাদের এ কোন চুলোয় নিয়ে এলে?

কেন বিবি সাহেবা?

কেন? বলি আমাদের বয়সটা কি দিন দিন উজিয়ে উঠছে, না ভাটিতে যাচ্ছে? বয়সকালেই যদি দু'পয়সা গুছিয়ে তুলতে না পারলাম, তাহলে শেষ বয়সে আমাদের দিন চলবে কি করে?

কি তাজ্জব কথা বলছো বিবি সাহেবা! তোমাদের দিন আবার অচল হয় নাকি?

মিনসের কথা শোনো, এই রূপ-যৌবন বুঝি চিরকাল থাকবে? এই বয়সেই যদি এমন হা পিত্তেস করে মরতে হয়, তাহলে পরে কেউ ঠুকবে? না বাপু, ভালোয় ভালোয় আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে পৌঁছে দিয়ে এসো নইলে কিন্তু একটা কেলেংকারী ঘটিয়ে ছাড়বো।

আ-হা, কি অসুবিধে হলো তাতো বলবে বিবি?

বলবো তো? কিন্তু সেই বলিই বা কাকে, আর শোনেই বা কে? এ কোন আউলিয়ার আখড়ারে বাবা! কারো মুখে হাসি নেই, দু'টো আলাপ-ঠাট্টার কথা নেই, প্রেম-পিরিতের বালাই নেই। সবারই কেমন একটা কাঠখোট্টা স্বভাব!

টপকে গেল বান্দা। বললো, ও, হে হে হে! এই কথা বিবি? তা একটু ভরসা দিলে এই বান্দাই বা কম কিসে? বাইরে দেখে যা-ই মনে হোক, ভেতরে কিন্তু আমার প্রেম পিরিতের একেবারে সমুদ্দুর বয়ে যাচ্ছে।

তাই নাকি?

হে হে হে! তা কি আর বলবো? বিবি সাহেবার একটু সুনজর পড়ে দেখুক, এই বান্দা দুই বেলা বিবি সাহেবার দুয়ারে একদম পাপোশ মাফিক পড়ে থাকবে।

আ-হা। যেমন ছিরি, তেমনই মুরোদ! তা পড়ে থেকেই বা কি করবে মিয়া? তোমাকে নাচিয়ে বেড়ালে তো আমার বেড়ালটার ভাতই জুটবে না।

তার মানে?

ক'পয়সা মাইনে পাও? কস্তুরীর বাঈয়ের একখানা গানের দামই তো এক হাজার টাকা!

বান্দা এবার ঘাবড়ে গিয়ে বললো, এ-ক হা-জা-র টা-কা! তাহলে নাচ?

আরো বেশি!

বান্দা ঢোক গিলে বললো, প্রেম?

কস্তুরী বাঈ বললো, ওর দাম এখনো হিসাব করাই হয়নি।

কুর্নিশ করতে করতে বান্দা বললো, সেলাম বিবি সাহেবা, তোমার সুনজরে আমার হাজার সেলাম। আমি তাহলে এখন আসি।

আরে আরে, যাও কেন মিয়া? পিরিত করবে না?

কি যে কও বিবি সাহেবা! পিরিত করার বয়স কি আমার আছে?

সে কি! এই যে এখনই বললে, তোমার ভেতরে নাকি প্রেম-পিরিতের সমুদ্দুর বয়ে যাচ্ছে?

সেতো যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু এখনই যে আবার তা শুকিয়ে গেল বিবি সাহেবা! হাজার হোক, বয়স হয়েছে তো!

সেতো বটেই! বিনি পয়সায় হলে আর বয়স হতো না।

বিবি সাহেবা!

যেমন ছিরি, তেমনই আক্কেল! যাও, যাও, বকশী সাহেবকে পাঠিয়ে দাও। আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়ছিনে।

আচ্ছা বিবি সাহেবা, আচ্ছা। সেলাম বিবি সাহেবা, সেলাম।

দ্রুত সরে পড়তে পড়তে বান্দা অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, বাপরে বাপ! কি জব্বোর বিমার!

কস্তুরী বাঈ আক্ষেপ করে বলতে লাগলো, যেমন আমার কপাল! সুখে খেতে ভূতে কিলোতে লাগলো! বেশি পয়সার লোভে এ কোন্ জঙ্গলে এসে ঢুকলাম!

আবার সেখানে এলো মালেকা বানু বললো, এই যে, কি হলো কস্তুরী বাঈ? এত হৈ চৈ করছো কেন?

কস্তুরী বাঈ ক্ষোভের সাথে বললো, তাতো বলবেনই হুজুরাইন! পানির মাছ ডাঙায় তুলে খেলা করছেন তো?

তার মানে? তুমি কি বলছো বাঈজী?

কি আর বলবো হুজুরাইন! ছোট শাহজাদার দরবারে যখন ছিলাম, তখন কী সুখেই না ছিলাম! হরদম নাচ-গান চলতো, আমীর-ওমরাহদের ভিড় জমতো, ঝমাঝম টাকা পড়তো আপনারা বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে এনে কি মুসিবতেই যে ফেললেন!

মুসিবত!

এখানে না আছে রূপ-যৌবনের কদর, না আছে কাঁচা পয়সার আশা। এখানে থেকে আমাদের লাভ কি?

বইঘর.কম ও রোকন

ছিঃ! তোমরা এত নির্লজ্জ!

হুজুরাইন!

পয়সা তো তোমরা অনেকই পাচ্ছো। বেশ মোটা মাইনেই দেয়া হচ্ছে।

তা দেয়া হচ্ছে, কিন্তু উপরিটা তো...

মালেকা বানু শক্ত কণ্ঠে বললো, ওসব নোংরামির স্থান এখানে নেই। ঝমাঝম পয়সা এখানে পড়বে না।

কস্তুরী বাঈ বললো, তো আমরা-করবো কি হুজুরাইন? জলসা নেই, আসর নেই, বসে থেকে থেকে তো আমাদের হাতে পায়ে বাত ধরে গেল।

কাজ কিছু না থাকে, আপাতত সরস্বতী বাঈকে একটু ভালো করে নাচ-গান শিক্ষা দাও!

www.boighar.com

কাকে? সরস্বতীকে? তবেই হয়েছে হুজুরাইন! সে তো নিজেই এক মুসিবত।

কি রকম?

নাচতে বললে, না, গাইতে বললে, না, রং-তামাসা, গল্প-গুজব, সব কিছুতেই না। কেবল কাঁদে আর কাঁদে। দূর-দূর।

তবু তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঐ কাজটাই করো। খামাকা হৈ চৈ কিছু করবে না। মাস অন্তর মাইনে তোমরা ঠিকই পাবে।

দুমদাম পদক্ষেপে চলে গেল মালেকা বানু। সেদিকে চেয়ে কস্তুরী বাঈ বললো, ও বাব্বা! এটা আবার কি? মেয়ে না সেপাই? না, না, এখানে পোষাবে না।

একটা তসবির হাতে ব্যস্তভাবে ছুটে এলো সরস্বতী বাঈ বললো, কস্তুরী বিবি, কস্তুরী বিবি, এ তসবির কার কস্তুরী বিবি?

কস্তুরী বাই বললো, এ যে মুখ খুলেছে দেখছি। দেখি, দেখি, কোন্ তসবির?

তসবির মানে ছবি দেখেই চমকে উঠলো কস্তুরী বাঈ। বললো, ওম্মা! সে কি লো! এ তসবির তুমি কোথায় পেলে?

তোমার ঘরে যে সব ছবি ঝুলানো আছে, তার মধ্যেই তো এটা ছিল। এটা কার ছবি কস্তুরী বিবি, কার ছবি?

সরস্বতী বাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কস্তুরী বিবি ঠেস দিয়ে বললো, কেনরে? মন টলেছে নাকি?

দোহাই তোমার! শিগ্গির বলো, এ তসবির কার?

ইস! ছুঁড়ির ভাব দেখে বাঁচিনে! একেই বলে ঘোড়ারোগ!

তোমার পায়ে পড়ি কস্তুরী বিবি।

বইঘর.কম ও রোকন

তা পায়েই পড়ো আর মাথাতেই চড়ো, ও জেনে তুমি কি করবে বাছা? ওর নাগাল কি তুমি জিন্দেগীতে পাবে?

না, না, তুমি বলো, শিগ্গির বলো ইনি কে, কি নাম, কোথায় থাকেন?

ওহো, এ ছুঁড়ি তো নেহাত ক্ষেপেছে দেখছি। ওরে অভাগীর বেটি, এ ছবি হচ্ছে শাহজাদা মুরাদের, মুরাদ বকশের। খোদ বাদশাহর ছেলে।

চমকে উঠলো সরস্বতী বাঈ। উদ্ভ্রান্তের মতো বললো, এ্যাঁ, কি বললে? শাহজাদা মুরাদের? তিনি তাহলে শাহজাদা মুরাদ? কোন মামুলী কর্মচারী নন? মুরাদ? শাহজাদা মুরাদ? তাহলে এ আমি কোথায় এসেছি! কোথায় এসেছি! উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে বলতে লাগলো সরস্বতী বাঈ।

কস্তুরী বাই বললো, ওমা, সে কি গো! রূপ দেখে পাগল হলো নাকি!

সেও তার পেছনে ছুটতে ছুটতে ডাকতে লাগলো, সরস্বতী! সরস্বতী!

শাহজাদা আওরঙ্গজেব খুবই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এমন চঞ্চল তিনি স্বভাবতই হন না। তাঁর পরিকল্পনা সুচিন্তিত আর সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি চিন্তাও তার সুবিন্যস্ত। ফাঁক নেই কোথাও। শাহজাদা মুরাদকে বাঁধতে হলে তাকে দাওয়াত দিয়ে নিজ শিবিরে আনতে হবে এ চিন্তা তাঁর অগ্রিম। সে লক্ষ্যে তীরও তিনি ছুড়েছেন সর্বাগ্রে।

কিন্তু শাহজাদা আওরঙ্গজেবের প্রথম ছোড়া তীরটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। সে তীর তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য ভেদ করলো না। শাহজাদা মুরাদকে দাওয়াত দিতে যাকে বা যাদের তিনি শাহজাদা মুরাদের শিবিরে পাঠালেন, তারা কেউ কৃতকার্য হলেন না। ভাইয়ের দাওয়াতে মুরাদ ভাইয়ের শিবিরে এলেন না। আসা তো দূরের কথা, সে দাওয়াতটা শাহজাদা মুরাদ কবুল করেছেন কি না, সে খবরটাও শাহজাদা আওরঙ্গজেবের কাছে এসে পৌছলো না। পর পর একাধিক জনকে দাওয়াত দিতে পাঠালেন, কিন্তু ফলাফল ঐ একই। কেউ তারা কামিয়াব হলেন না।

স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। তিনি দাঁত পিষে বলতে লাগলেন একে একে সকলেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে। মুরাদের মতো একজন উদাসীন খেলোয়াড় আমার তামাম উদ্যোগ বানচাল করে দিচ্ছে। অপদার্থের দল! এরাই দিল্লীর মসনদ হেফাজত করবে।

তাঁর কথার মধ্যে সসম্ভ্রমে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো আমিন খাঁ। কুর্নিশ করে বললো, জাঁহাপনা!

শাহজাদা আওরঙ্গজেব তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন, তুমি যা বলবে, তা আমি আন্দাজ করতে পারছি।

আমিন খাঁ বললো, জাফর খাঁ সাহেব, আসাদ খাঁ সাহেব সকলেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন খোদাবন্দ!

শুধু তাই নয়, তাঁরা মুরাদের সাক্ষাতটাও পাননি।

এ খবর সত্য জাঁহাপনা! ছোট হুজুরের অমাত্যরা প্রতিবন্ধকতার এক প্রশস্ত জাল বিছিয়ে বসে আছেন।

আর সে জাল ছিন্ন করা আমার অমাত্যদের হিম্মতে কুলোয়নি। কৃতিত্ব অপূর্বই বটে!

আলমপনা!

তুমিও তার সাক্ষাৎ পাওনি নিশ্চয়ই।

মেহেরবান!

বুদ্ধি থাকলে তোমরা কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে পারতে।

কাঁটা দিয়ে?

সহজে কাজ উদ্ধার না হলে স্বার্থের গন্ধ ছড়াতে হয় নওজোয়ান। এ অস্ত্র বড় মারাত্মক!

অর্থাৎ?

মুরাদের অমাত্যদের তো চেনোই। বিপুল অর্থের বিনিময়ে তাদের দিয়ে করিয়ে নেয়া যায় না, এমন কাজ নেই।

অর্থ খোদাবন্দ, অর্থ?

এ হাতিয়ার অব্যর্থ।

এই সময় সেখানে এলেন সিপাহসালার শায়েস্তা খান সাহেব। বললেন, ঐ নওজোয়ান না বুঝলেও এ হাতিয়ার যে অব্যর্থ, তার প্রমাণ আমি হাতে হাতে পেয়েছি শাহজাদা!

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বললেন, খানই খান্দান!

শায়েস্তা খান সাহেব বললেন, কাজ হাসিল।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, হাসিল?

হ্যাঁ, শাহজাদা। মুরাদ আমাদের দাওয়াত কবুল করেছে।

করেছে?

আমিন খাঁ বললো, কবুল করেছেন?

শায়েস্তা খান সাহেব বললেন, তার খানসামা নূরুদ্দীন দ্বারাই তাকে রাজী করানো হলো। সেজন্যে তাকে আর এক লক্ষ টাকা ইনাম দেয়া হয়েছে।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বললেন, কাজ সমাধা করতে পারলে আমি তাকে আরো এক লক্ষ টাকা দেবো।

শায়েস্তা খান সাহেব বললেন, সেই আভাসই তাকে দিয়ে এসেছি।

আওরঙ্গজেব বললেন, সাব্বাস!

অতঃপর আমিন খাঁকে বললেন, দেখলে নওজোয়ান, অর্থের ধার তরবারির চেয়েও তীক্ষ্ণ।

আমিন খাঁ বললো, তাইতো দেখছি জাঁহাপনা। সেই সাথে বুঝতে পারছি, অর্থ বিশ্বের বুকে মানুষের এক জঘন্যতম আবিষ্কার!

এবং তামাম অনর্থের মূল।

খোদাবন্দ!

অথচ এই নিয়েই আমাদের জীবন। আমরা কেউ আসমানে বাস করিনে।

মেহেরবান!

বেশুমার এই দুশমনের মুলুকে মুসলিম শাসনের হেফাজতি স্রেফ খোয়াব দেখলে আসবে না। যাও, নিজের কাজে যাও।

জো হুকুম জাঁহাপনা।

কুর্নিশ করে আমিন খাঁ চলে গেল। আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানের দিকে ঘুরে বললেন, তারপর মামু সাহেব?

শায়েস্তা খান বললেন, আগামী কাল মুরাদ আমাদের শিবিরের দিকেই শিকারে আসছে। ফেরার পথে সে আমাদের দাওয়াত রক্ষা করবে

মারহাবা! এই তকলিফ আর কামিয়াবীর জন্যে আপনাকে অশেষ মোবারকবাদ জানাই মামু সাহেবা। যান, আপনি পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম নেবেন যান।

আমি প্রার্থনা করি, তোমার এই মহতী উদ্দেশে তুমি সফলকাম হও।

শায়েস্তা খান সাহেব নিজ ছাউনির দিকে চলে গেলেন

শাহজাদা আওরঙ্গজেব হাতে তিনবার তালি বাজালে দৌড়ে বান্দা এসে হাজির হলো এবং কুর্নিশ করে বললো, হুজুর!

শাহজাদা বললেন, বকশী আসাদ খাঁ সাহেব!

জো হুকুম মেহেরবান!

আবার ছুটে গেল বান্দা। শাহজাদা আওরঙ্গজেব পায়চারি করতে লাগলেন। একটু পরেই আসাদ খাঁ সাহেব এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বললেন, আসাদ খাঁ সাহেব!

হুকুম করুন জাঁহাপনা।

আমাদের শিবিরে নর্তকী আনা হয়েছে?

হয়েছে জনাব।

ক'জন?

সংখ্যা তো তাদের অনেক জাঁহাপনা!

খুব সুন্দরী, ষোড়শী, তন্বী, যুবতী?

জি হ্যাঁ, জাঁহাপনা।

যে সব চেয়ে বেশি সুন্দরী তাকে আমার কক্ষে পাঠিয়ে দিন।

যারপরনাই বিস্মিত হলেন আসাদ খাঁ সাহেব। বললেন, গোস্তাকী মাফ হয় জাঁহাপনা! আপনার কক্ষে?

অবাক হলেন খাঁ সাহেব? আওরঙ্গজেব বুঝি মানুষ নয়? মানবসুলভ কামনা-লালসা তার বুঝি থাকতে নেই।

আসাদ খাঁ সাহেব ঢোক চিপে বললেন, আছে জনাব। তবে এমনটি আগে কখনো দেখিনি কিনা, তাই।

বিশ্বাস করতে পারছেন না? আগে কখনো দেখেননি বলে যে কোনদিনই দেখবেন না, এর কোন যুক্তি নেই খাঁ সহেব! সাধু-সন্ন্যাসীরাও নাকি সুন্দরীর স্পর্শ কামনা করে, আমি তো কোন ছার!

তাহলে বাছাই করে একজনকে পাঠিয়ে দিই জাঁহাপনা?

হ্যাঁ দিন।

আসাদ খাঁ সাহেব বেরিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব বললেন, কি? অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন যে? হা হা হা! ভয় নেই, ভয় নেই। কোন ষোড়শী তরুণীর ললিত লাস্যে তলিয়ে যাবার রুচি আর সময় কোনটাই আমার নেই বুঝলেন? যান, পাঠিয়ে দিন।

যথাদেশ মালিক!

হাঁপ ছেড়ে চলে গেলেন আসাদ খাঁ সাহেব। শাহজাদা আওরঙ্গজেব পুনরায় পায়চারি করতে লাগলেন। একটু পরে সরস্বতী বাঈ জড়িত পদে প্রবেশ করে কুর্নিশ করলো

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বললেন, এসো, এগিয়ে এসো। কি নাম তোমার?

সরস্বতী বাঈ কেঁপে উঠলো। শাহজাদা বললেন, ও কি? কাঁপছো কেন? ভয় নেই। বলো, কি নাম তোমার?

সরস্বতী বাঈ জড়িত কণ্ঠে বললো, সরস্বতী বাঈ।

কতদিন ধরে বাঈজীর দলে আছো?

এক সপ্তাহ।

মাত্র এক সপ্তাহ?

জি।

আমি তোমাকে কেন এখানে আনলাম জানো? সে কি! আবার কাঁপছো যে?

হা হা হা! ভয় নেই, ভয় নেই। আওরঙ্গজেবের আর যত দোষই থাক, এ দোষ তার শত্রুরাও দেয় না। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

আদেশ করুন আলীজা।

আগামী কাল রাতে আমার ভাই মুরাদকে বন্দী করার কাজে সহায়তা করতে হবে।

ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠে সরস্বতী বাঈ বললো, কাকে জাঁহাপনা?

আমার ভাই মুরাদকে।

www.boighar.com

তাকে?

বন্দী করার কাজে সহায়তা করতে হবে।

বন্দী!

সরস্বতী বাঈয়ের কণ্ঠ বেজায় কেঁপে উঠলো। আওরঙ্গজেব বললেন, চমকে উঠলে কেন? বলো, পারবে?

আ- আ-মি? আমি কেমন করে?

সে পথ আমি বাৎলে দেবো। আগামী কাল সন্ধ্যায় সে আমার মেহমান হয়ে আমার শিবিরে আসছে। তুমি তার পরিচর্যা করবে। ভাই আমার অত্যন্ত সুরাসক্ত। বোতলের পর বোতল সরাব খাইয়ে তোমার ললিত লাস্যের পরিচর্যায় তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে তারপর আস্তে আস্তে তার অস্ত্রাদি খুলে নিয়ে সরে পড়বে। কি রাজী?

খোদাবন্দ!

তুমি রাজী কিনা আমি তাই জানতে চাই। কামিয়াব হলে প্রচুর ইনাম পাবে

আ- আ-মি! আমি!

নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই। তুমি রাজী কিনা, এক কথায় জবাব দাও

আ-মি, আমি রাজী জনাব!

সরস্বতী বাঈ কান্নায় ভেঙে পড়লো। শাহজাদা আওরঙ্গজেব বললেন, বেশ!

এরপর বললেন, কিন্তু ও কি! তুমি কাঁদছো কেন? তোমায় প্রচুর ইনাম দেবো। বলো, কি চাও?

জবাব না দিয়ে সরস্বতী বাঈ চুপ করে রইলো। শাহজাদা বললেন, কি, জবাব দিচ্ছো না কেন? বলো, কি চাও?

নিজেকে সামলে নিয়ে সরস্বতী বাঈ স্পষ্ট কণ্ঠে বললো, কসুর নেবেন না জনাব। কামিয়াব হলে আমিও তাঁর সাথে কয়েদখানায় থাকতে চাই।

এবার চমকে উঠলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। বললেন, কি বললে? কয়েদখানায়? আমি ভুল শুনছি না তো?

না, মেহেরবান। আমি তাঁর কাছেই থাকতে চাই।

তুমি? তুমি তাকে কখনো দেখেছো?

জি হ্যাঁ আলীজা।

ভালোবাসো? কি, উত্তর দাও?

জি।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, হু! আমারও প্রথমে এই ধারণাই হয়েছিল। তা ভালোই যদি বাসো, তাহলে তাকে বন্দী করতে রাজী হলে কেন?

জনাব, আপনি বুদ্ধিমান আর সেহেতু আপনি শক্তিবান। আপনি যখন তাকে কয়েদ করতে চান, কয়েদ তাকে হতেই হতো। আমার রাজী-গররাজীতে কিছু এসে যায় না। সুন্দরীর তো আর কোন অভাব নেই।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বললেন, বটে!

সরস্বতী বাঈ বললো, সুতরাং আমি তাঁর পদসেবা থেকে বঞ্চিত হই কেন?

তাজ্জব! তুমি স্রেফ রূপসীই নও সরস্বতী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতীও বটে। বেশ, কামিয়াব হলে তোমার ইচ্ছাই পূরণ করা হবে কিন্তু সাবধান, ষড়যন্ত্রের সুযোগ নিলে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগের পর, তোমার শাস্তি পৈশাচিক প্রাণদণ্ড যাও

সরস্বতী বাঈ ধীরে ধীরে প্রস্থান করলো। শাহজাদা আওরঙ্গজেব অবাক হয়ে তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইলেন এরপর আপন মনে বললেন, তাজ্জব! বড় তাজ্জব এই দুনিয়া!

৬

সরাব আর শিকার শাহজাদা মুরাদের অতি প্রিয় বস্তু। এই নিয়েই তিনি দিনরাত মশগুল হয়ে আছেন। সরাব পান করে আর বনে বনে হরিণ শিকার করে তিনি দিন কাটিয়ে দেন। আজীবন যদি তাই তিনি দিতেন তাহলে কোন

সমস্যাই ছিল না। ফুর্তিফার্তার মধ্যে দিয়েই তার জীবন কেটে যেতো। কিন্তু এসব করে মসনদে বসা যায় না আর মসনদে বসে রাজ্য চালানো যায় না। দু'টোই বিপরীতধর্মী বিষয়। একটার সাথে আর একটা সাংঘর্ষিক। ফুর্তিফার্তার মধ্যে থেকে রাজ্য চালানো যায় না, রাজ্য চালাতে গেলে ফুর্তিফার্তার অবকাশ থাকে না। একটা চাইলে আর একটা ছাড়তে হয়।

শাহজাদা মুরাদ এটা বোঝেন না, তা নয়। তিনি তা যথার্থই বোঝেন। এটাও বোঝেন যে, কোন কিছুর বিনিময়েই আরাম-আয়েস ত্যাগ করে ঝুট-ঝামেলার মধ্যে যাওয়া তার সম্ভব নয়। তার ধাতে সয় না। বুঝেও অবুঝ হয়ে অর্থাৎ মসনদের দিকে হাত বাড়িয়ে নিজের বিপদ তিনি নিজেই ডেকে আনলেন। মসনদও তিনি পেলেন না, স্বভাবজাত আরাম-আয়েসের জিন্দেগীও তার রইলো না। বেড়ি পড়লো তার পায়ে আর সেই বেড়িই তার কাল হয়ে দাঁড়ালো।

ওদিকে আবার খানসামা নূরুদ্দীনও ওয়াদা পালনে তৎপর হয়ে উঠলো। ওয়াদা করার পর ওয়াদা মাফিক কাজ তাকে করতেই হতো নইলে ঐ লক্ষ টাকার ইনামটাও যেতো, তার জানটাও যেতো। কাজেই, নূরুদ্দীন তৎপর হলো প্রথম থেকেই। পরের দিনই শাহজাদা মুরাদকে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের শিবিরে পৌছে দেয়ার ওয়াদা করায় সে তখন থেকেই শাহজাদা মুরাদকে শিকারে বেরোনোর জন্যে উস্কানি দিতে লাগলো। রাতের খানা খাওয়ানোর পরে নূরুদ্দীন শাহজাদা মুরাদকে দরদী কণ্ঠে বললো, আমার বড় আফছোস হচ্ছে হুজুর! আপনার এই আবদ্ধ জীবন দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

শাহজাদা বললেন, অর্থাৎ?

নূরুদ্দীন বললো, অর্থাৎ আজ কয়দিন ধরে সেরেফ সরাব পান করছেন আর ছাউনির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকছেন। বাইরে বেরুচ্ছেন না। এতদিন এভাবে তো কখনো থাকেননি হুজুর। কি যে হলো আপনার!

বটে! তা বাইরে বেরিয়ে কি করবো? এক্কা দোক্কা খেলবো?

তা খেলবেন কেন হুজুর? শিকার-টিকারে যাবেন। কতদিন হলো শিকারে যাননি! এভাবে একটানা বসে থাকতে ভালো লাগছে আপনার?

কথাটা মনে ধরলো শাহজাদার। বললেন, সাব্বাস! তুই তো বড় ভালো কথা মনে করিয়ে দিলি? সত্যিই তো, বেশ কিছুদিন হলো বন্দুক হাতেই নিইনি ঠিক হ্যায়, আগামী কাল সবেরেই মানে প্রত্যূষেই বেরিয়ে পড়বো আমি।

বইঘর.কম ও রোকন

জি হুজুর! জি হুজুর! সেই কথাই বলছি আর সেইটেই ভালো!

তুইও আমার সাথে যাবি। www.boighar.com

হুজুর মেহেরবান! এই অধম খানসামাটাকে হুজুর বড়ই পেয়ার করেন!

পরের দিন প্রত্যূষেই বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লেন শাহজাদা। অতি উৎসাহের কারণে নূরুদ্দীন আর দুই-তিনজন মামুলী অনুচর নিয়েই ছাউনি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। দরিয়া খাঁকে সাথে নিতে ভুলেই গেলেন। ছাউনি থেকে বেরিয়েই তিনি নূরুদ্দীনকে বললেন, কোন্ দিকে যাওয়া যায় বলতো?

নূরুদ্দীন ব্যগ্র কণ্ঠে বললো, ঐ দিকে হুজুর, ঐ দিকে।

ঐ দিকে, কোন্ দিকে?

ঐ যে আমাদের এই বনের উল্টো দিকে যে বনটা আছে, সেখানে আজ চলুন।

সেখানে?

জি হুজুর! প্রচুর হরিণ আছে সেখানে।

তুই কি করে জানলি?

সেদিন আমি হাঁটতে হাঁটতে ঐ দিকে গিয়েছিলাম আর দূর থেকে দেখেছিলাম প্রচুর হরিণ ঐ বনের পাশে ছুটোছুটি করছে। কেউ তাড়া দিয়ে না থাকলে ঐ বনে প্রচুর হরিণ পাওয়া যাবে হুজুর।

তাহলে সে কথা তখন বলিসনি কেন?

আমার বদনসীব হুজুর, বলবো বলবো করতে করতে ভুলে গেছি।

অপদার্থ! বেশ, তাহলে ঐ দিকেই যাই চল্।

জি হুজুর! চলুন চলুন।

বন্দুক হাতে শাহজাদা মুরাদ সারা বন সারা বেলা ছোটাছুটি করে বেড়ালেন, কিন্তু হরিণের কোন সন্ধানই পেলেন না। ভাবলেন, নূরুদ্দীনের কথাই হয়তো ঠিক। ইতিমধ্যে কোন শিকারীর তাড়া খেয়ে হরিণগুলো সব পালিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে তিনি অবসন্ন দেহে বন থেকে বেরিয়ে এলেন এবং আকাশের দিকে চেয়ে আপন মনে বলতে লাগলেন, সন্ধ্যা সমাগত। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় দিক-দিগন্ত শুধু লাল আর লাল। স্তব্ধ আকাশ। স্তব্ধ বাতাস। স্পন্দনহীন পৃথিবী নীরব নিথর। এ যেন ঝড় ওঠার পূর্ব লক্ষণ। না, চাকর-নফরদের জিদে এত দূরে আসা বিলকুল ঠিক হয়নি। এই অবসন্ন শরীর নিয়ে ছাউনিতে এখন ফিরে যেতে পারলে হয়। কিন্তু কৈ, কাউকে তো কাছে কোলে দেখছিনে।

অতঃপর তিনি হাঁক দিলেন, এ্যায়, কুই হ্যায়।

নূরদ্দীন তার মতলব নিয়ে কাছে কাছেই ছিল। হাঁক শুনে ছুটে এসে কুর্নিশ করে বললো, হুজুর!

শাহাজাদা বললেন, শুধু হয়রানিটাই সার হলো। চল, এবার শিবিরে ফেরা যাক।

চলুন হুজুর।

সবাইকে এত্তেলা দে। ফিরতে অনেক রাত হবে।

শুধু রাতই হবে না হুজুর। যা পথঘাট, তাতে ঢের রাত হবে।

তাহলেই বা আর উপায় কি?

ওহো, একটা কথা হুজুর! বড় শাহজাদার শিবিরে আজ আপনার দাওয়াত ছিল যে!

দাওয়াত?

জি। আপনার মামুজানের দাওয়াতের কথা শুনে আপনি তখনই তো সে দাওয়াত কবুল করলেন আর আমিও তাকে মানে আপনার মামুজানকে তখনই তা জানিয়ে দিলাম।

এঁ্যা? তাই নাকি? তাহলে?

তাহলে আর কি হুজুর? দাওয়াত যখন কবুল করেছেন, তখন কি না গেলে চলে?

না, নূরুদ্দীন। কিছু ভালো লাগছে না। আজ থাক।

সে কি কথা হুজুর! তাহলে যে তাদের তামাম আনযাম নষ্ট হয়ে যাবে!

তা যাক। দরিয়াটা কাছে থাকলেও একটু পরামর্শ করা যেতো। চল, ফিরেই যাই।

সে কেমন হয় হুজুর। তাদের শিবিরের এত কাছে এসে ফিরে গেলে তারা ভাববেন কি!

কি ভাববেন?

ভাববেন, আপনি নেহাত ভয় পেয়েই...

শাহজাদা মুরাদের আত্মসম্মানে ঘা লাগলো তিনি নাখোশ কণ্ঠে বললেন, ভয়?

তাছাড়া আর কি ভাববেন হুজুর। দাওয়াত কবুল করার পর ফিরে গেলে তারা ভাববেন, জাঁহাপনা কাপুরুষ, স্রেফ প্রাণের ভয়েই...

শাহজাদা ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন চিৎকার করে বললেন, নূরুদ্দীন!

নূরুদ্দীন বিনয়ের সাথে বললো, তারা যে তাই ভাববেন হুজুর! চাকর-নফররাও যে ঐ কথাই ভাববে! এটা আমার দীলে বড় লাগবে।

বটে! মুরাদ বকশ ভয়ে পালিয়ে যাবে? ভয়? চল, আমি তাদের দাওয়াত রক্ষাই করবো!

নূরুদ্দীন উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো, হুজুর!

শাহজাদা বললেন, সবাইকে জানিয়ে দে, আজ ভাইজানের শিবিরেই আমরা রাত্রি যাপন করবো।

জি হুজুর, জি, জি। হুজুরের দুর্বলতা নিয়ে বাজে লোকেরা কানাঘুঁষা করবে।

আমি চললাম। তোরাও দেরি না করে জলদি চলে আয়।

বীর দর্পে রওনা হলেন শাহজাদা মুরাদ। তার গমন পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর নূরুদ্দীন উল্লাস ভরে বলে উঠলো, মার দিয়া আর এক লাখ! মার দিয়া আর এক লাখ! হা- হা- হা-!

ছাউনিতে শাহজাদা মুরাদকে না দেখে দরিয়া খাঁ এর ওর কাছে শাহজাদার হদিস জানতে চাইলো। শাহজাদা এই দিকেই শিকারে এসেছেন, এ খবর তাদের কাছে পেয়ে দরিয়া খাঁ দ্রুত এই দিকে ছুটে এলো আর নূরুদ্দীনের হাসি আর কথা শুনে চলে এলো তার কাছে।

দরিয়া খাঁকে দেখে নূরুদ্দীন হকচকিয়ে গেল। দরিয়া খাঁ বললো, কি হলো খানসামা সাহেব? এত ফুর্তি যে! কি আর এক লাখ মারলেন?

নূরুদ্দীন থতমত করে বললো, এঁ্যা! না মানে, এই ফড়িং, ফড়িং।

ফড়িং!

www.boighar.com

হ্যাঁ, ফড়িং আমি তো আর খাঁ সাহেবের মতো জবরদস্ত আদমী নই যে বাঘ মারবো? তাই কতকগুলো ফড়িং মারলাম।

ফড়িং মারলে? কৈ, কোথায়?

এঁ্যা! একটাও পড়েনি নাকি? এক ঝাঁক ফড়িং দেখে এই যে এখনই এই বল্লমটা মাথার উপর তুলে দিলাম এক পাক, আর মনে হলো, লাখ লাখ ফড়িং পাখা ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল

কিন্তু কৈ? একটাও দেখছি না যে?

তাই তো! তাহলে বোধ হয়, এটা আমার মনের ভুল

মনের ভুল? ব্যাটা বাস্তুঘুঘু, তোকে আমি চিনিনে? আলবত কোথাও কোন কল বিগড়ে গেছে। জাঁহাপনা কই, জাঁহাপনা?

সেই তো হয়েছে সমস্যা খাঁ সাহেব। আমিও যে তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বটে?

আঁধার হয়ে আসছে। পথঘাট কিছু চিনিনে। এখন উপায় কি খাঁ সাহেব?

উপায় না থাকে, পড়ে মর এখানে।

দরিয়া খাঁ ব্যস্ত হয়ে শাহজাদাকে খুঁজতে বেরুলো।

নূরুদ্দীন দাঁড়িয়ে থেকে আপন মনে বললো, মরবো আমি? ব্যাটা সেয়ান ঘুঘুর ছা! নিজের কথা ভাবছো না ব্যাটা? বাঘটাকে তো খাঁচায় তুলেছি! এবার দেখবো ফেউয়ের কত দাপট!

এরপর সে সতর্ক হয়ে উঠে বললো, যাই, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। এবার আত্মগোপন করা দরকার।

এদিক ওদিক চেয়ে সতর্কভাবে সে দ্রুত সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শাহজাদা মুরাদ শাহজাদা আওরঙ্গজেবের শিবিরে এসে পৌছার সাথে সাথে সবাই তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এরপর তাৎক্ষণিকভাবে কিছু আহার করানোর পর সুরার আনযাম এগিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।

পূর্ব নিযুক্ত ব্যক্তি শাহজাদা মুরাদের হাতে সরাব ভর্তি পেয়ালা তুলে দিলো। না চাইতেই সরাব পেয়ে শাহজাদা মুরাদ খুবই খুশি হলেন এবং সাগ্রহে সরাব পান করতে লাগলেন। নিযুক্ত ব্যক্তিটি শাহজাদার পেয়ালায় অবিরাম সরাব ঢেলে দিতে লাগলো। শাহজাদা মুরাদ অবিরাম সেই সরাব পান করে করে চৈতন্য প্রায় অর্ধেকটাই হারিয়ে ফেললেন এই অবস্থায় শাহজাদা আওরঙ্গজেবের বান্দা এসে শাহজাদা মুরাদকে বললো, এখানে আর নয় হুজুর, আপনার বিশ্রামের দরকার। বিশ্রাম কক্ষে চলুন।

শাহজাদা মুরাদ অর্ধচৈতন্য অবস্থায় বললেন, বিশ্রাম কক্ষে? চলো

বান্দার কাঁধে ভর দিয়ে শাহজাদা নির্দিষ্ট কক্ষে এসে পৌছলে বান্দা তাঁকে আসনে বসিয়ে দিলো এবং বললো, এই আপনার বিশ্রাম কক্ষ হুজুর। আপনি এখন ঘুমিয়ে পড়ুন।

শাহজাদা মুরাদ অর্ধচৈতন্য অবস্থাতেই বললেন, ঘুমিয়ে পড়বো মানে? সরাব কৈ, সরাব?

বান্দা বললো, এই এখনই দেয়া হচ্ছে হুজুর। এখনই বাঈজী এসে সরাব ঢেলে দিচ্ছে

বাঈজী?

জি হুজুর, বাঈজী। খুব এলেমদার বাঈজী।

বলেই বান্দা বেরিয়ে গেল। সরাবের বোতল ও পেয়ালা হাতে কক্ষে এলো সরস্বতী বাঈ। পেয়ালায় সরাব ঢেলে সে ধরা গলায় বললো, এই নিন হুজুর

শাহজাদা মুরাদ মুদ্রিত নয়নে পেয়ালা হাতে নিলেন এবং পেয়ালা খালি করে নেশাগ্রস্ত কণ্ঠে অর্থাৎ জড়িত কণ্ঠে বললেন, বহুৎ খুব! বহুৎ খুব! আওর থোড়া সরাব লাও বাঈজী। বহুৎ উমদা চিজ! www.boighar.com

আর এক পেয়ালা সরাব ঢেলে দিয়ে সরস্বতী বাঈ শাহজাদার পায়ের কাছে বসলো। আর্ধউন্মেলিত চোখে চেয়ে শাহজাদা বললো, তা পায়ের কাছে কেন বাঈজী? সামনে এসো।

সরস্বতী বাঈ বললো, আমি একটু পদসেবার অনুমতি চাই মেহেরবান!

উঃ পদসেবা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা আমারও দরকার!

পা দু'টো এগিয়ে দিয়ে শাহজাদা বললেন, চালাও, চালাও!

জনাব!

সরস্বতী বাঈ দুই হাতে শাহজাদা মুরাদের পা হাঁটু টিপতে লাগলো। আরাম বোধ হওয়ার শাহজাদা মুদ্রিত নয়নে বললেন, আ-হ, আ-হ! বড় চমৎকার পদসেবা করতে পারো তো বাইজী! দিব্বি আরাম লাগছে তো! আমায় ঝিমিয়ে দিলে যে? যদি ঘুম পেয়ে যায়?

আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন জনাব।

তুমি পাহারা দিয়ে থাকবে তো?

জনাব!

থেকো থেকো! কেউ আসতে লাগলে আমার ডেকে দিও।

অর্ধচৈতন্য অবস্থায় কোমরের তরবারি, ছোরা, পিস্তল ইত্যাদি হাতড়িয়ে দেখে শাহজাদা মুরাদ আপন মনে বললেন, ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

অতঃপর তিনি আসনে গা এলিয়ে দিলেন এবং হাই তুলে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন সরস্বতী বাঈ কম্পিত কণ্ঠে বললো, জনাব? ঘুমিয়ে পড়লেন? ও! এখন আমি কি করি? কেমনে তার আমি এত বড় সর্বনাশ করবো?

সরস্বতী বাঈ কান্নায় ভেঙে পড়লো। বকশী আসাদ খাঁ পা টিপে টিপে এসে দুয়ারের কাছে দাঁড়ালেন এবং চাপা কণ্ঠে বললেন, জলদি কাজ শেষ করো। অস্ত্রশস্ত্র খুলে নাও!

ওহ!

কান্না চাপতে চাপতে সরস্বতী বাঈ শাহজাদার তরবারি, ছোরা, পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র খুলে নিলো। আসাদ খাঁ সাহেব চাপা কণ্ঠে বললেন, আর কিছু নেই?

না জনাব!

যাও, তোমার কাজ শেষ।

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরস্বতী বাঈ কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আসাদ খাঁ সাহেব তিনবার হাত তালি দিলেন। কয়েকজন অনুচর এসে হাজির হলে বললেন, বন্দী করো।

অনুচরেরা শাহজাদা মুরাদের হাতে শেকল পরালো। তন্দ্রাজনিত হাই তুলে শাহজাদা মুরাদ বললেন, আবার হাত দু'টো ধরে রাখলে কেন বাঈজী? ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও।

হাতে টান পড়ায় চোখ খুললেন শাহজাদা মুরাদ। চোখ খুলেই চমকে উঠে বললেন, এ্যাঁ! এ্যাঁ! বন্দী! আমায় বন্দী করলে? দাওয়াত করে এনে আমায় বন্দী করলে?

সবার উপর নজর পড়ায় তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, খুলে দাও, আমার বাঁধন খুলে দাও! কি? কেউ কথা বলছো না যে?

এর পর অস্ত্রশস্ত্রের দিকে তাকিয়ে ফের বললেন, এ কি! আমার হাতিয়ার কৈ? সেই বিশ্বাসঘাতিনী? যে আমাকে আদর করে ঘুম পাড়ালে সেই শয়তানী কৈ?

এবার চিৎকার করে বললেন, উত্তর দাও, উত্তর দাও বেত্তমিজের দল? ওহ! আমি কি ভুলই না করেছি!

আবার চিৎকার করে বললেন, ভাইজান কোথায়? ভাইজান? ডাকো তাঁকে, জলদি!

আসাদ খাঁ সাহেব বললেন, তিনি সলীমগড় দুর্গে আপনার সাথে সাক্ষাত করবেন।

খামুশ নেমকহারাম! এখানেই তাঁকে দেখতে চাই।

উত্যক্ত করবেন না শাহজাদা! আমাদের উপর চোখ রাঙিয়ে লাভ নেই

বলেই আসাদ খাঁ সাহেব তার অনুচরদের বললেন, রক্ষিগণ, শাহজাদাকে সলীমগড় দুর্গে নিয়ে যাও। হুকুম দিয়েই আসাদ খাঁ চলে গেলেন। শাহজাদা মুরাদ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, ওহ! বেত্তমিজ! নিমকহারাম! বিশ্বাসঘাতক!

শাহজাদা চিৎকার করতে লাগলেন। রক্ষিগণ তাকে টানতে টানতে নিয়ে গন্তব্যের দিকে রওনা হলো

শাহজাদা আওরঙ্গজেবের শিবিরে গিয়ে শাহজাদা মুরাদের বন্দী হওয়ার খবরে স্বার্থলোভী ও সরস্বতী বাঈকে ভোগ করার জন্যে উন্মাদ কাফি খাঁসহ

শাহজাদা মুরাদের সকল যুক্তিদাতা ও তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের মাথায় বাজ পড়লো। শাহজাদা মুরাদকে হাতে নিয়ে এ যাবত ফায়দা লুটে যাচ্ছিলেন তারা। ভবিষ্যতেও ফায়দা লুটার আশায় ছিলেন, এমন কি শাহজাদা মুরাদকে মসনদে বসিয়ে মুরাদের বিলাসিতার সুযোগে তারা মসনদটা কুক্ষিগত করতে চেয়েছিলেন এবং কাফি খাঁদের মতো গাদ্দার মুসলমান অমাত্যদের সামনে কিছু ছাড়কাঁটা ছড়িয়ে দিয়ে অমুসলমান রাজা, মহারাজা ও অমুসলমান অমাত্যরা মুসলমান শাসনের অবসান ঘটানোর পরিকল্পনায় ছিলেন। এদেশের অমুসলমান ক্ষমতাধরদের এ আশা দীর্ঘ দিনের, বিশেষ করে শক্তিতে না কুলানোর জন্যে রাজপুতেরা এ আশাতেই কন্যা-ভগ্নি দিয়ে মোঘলদের সাথে কুটুম্বিতা পাতিয়ে মোঘল হেরেমে ঢুকেছিলেন এবং এ আশাতেই ছিলেন। সুযোগ হাতে এসে গেলে কায়দা মতো ঘা মেরে অভীষ্ট সিদ্ধি করার লক্ষ্যে ছিলেন তারা। শাহজাদা মুরাদকে নাচিয়ে তারা সে সুযোগ পয়দাও করেছিলেন এবং কায়দা মতো ঘা দেয়ার অপেক্ষা করছিলেন।

তাদের সেই দাবার গুটি শাহজাদা মুরাদ শাহজাদা আওরঙ্গজেবের হাতে ধরা পড়ায় তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল। অবলম্বনহীন হয়ে ছিটকে গিয়ে ভাগাড়ে পড়ার মতো অবস্থা হলো তাদের। এ অবস্থা তারা মেনে নিতে পারলেন না। তাই শেষ চেষ্টা করার জন্যে শাহজাদা মুরাদের সেনাপতি স্বার্থলোভী ও কামুক কাফি খাঁর নেতৃত্বে শাহাজাদার তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষী সমুদয় অমাত্য ও সেনাসৈন্য এক জোট হয়ে শাহজাদা মুরাদকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের শিবিরের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শাহজাদা আওরঙ্গজেবের শিবির ঘিরে নিয়ে শুরু করলেন গোলাবর্ষণ।

অকস্মাৎ এই গোলাগুলির শব্দে চমকে গেলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। সংগে সংগে হাঁক দিলেন, বান্দা!

বান্দা ছুটে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই শাহজাদা আওরঙ্গজেব বললেন, তুমি তো ছাউনির বাইরে ছিলে। ও কিসের শব্দ?

বান্দা ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, ছোট শাহজাদার বাহিনী অতর্কিতে আমাদের শিবির আক্রমণ করেছে জাহাপনা!

www.boighar.com

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, সে কি! তারপর?

বান্দা বললো, বীর সৈনিক আমিন খাঁ, সিপাহসালার শায়েস্তা খান, কেউ তাদের গতি রোধ করতে পারছেন না

কারণ?

ঘুম থেকে সদ্যজাগ্রত সৈন্যদল এই অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। যেদিকে পারছে, ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

মুরাদের পালকি?

শিবির থেকে নিরাপদে বেরিয়ে গেছে। ওরা এখন সলীমগড়ের পথে।

এই সময় শিবিরের এক পাশ থেকে আওরতকুল আর্তনাদ করে উঠলো, বাঁচাও! বাঁচাও!

শাহজাদা আওরঙ্গজেবের মাথায় আগুন ধরে গেল। তিনি গর্জে উঠে বললেন, হুঁশিয়ার!

বান্দাসহ অস্ত্র হাতে তিনি সেই দিকে ছুটলেন।

দ্রুত বেগে শিবিরের বাইরে এলেন কাফি খাঁ। তিনি আফছোস করে বলতে লাগলেন, ওহ! চরম মুহূর্তে আসাদ খাঁর বেপরোয়া হামলায় সব বানচাল হয়ে গেল। ওদিকটা সামলাতেই এদিকে সব আওরত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে নানা দিকে ছুটে গেল। সরস্বতী বাঈয়ের কোন হদিসই পেলাম না। উঃ! যার জন্যে এই হামলা করা সেই সরস্বতীটাই পালিয়ে গেল! ঠিক হ্যায়, পালাবে কোথায়? যে জাল পেতেছি, মানে যে ব্যূহ রচনা করেছি, তাতে পালিয়ে যাওয়ার মওকা কারো নেই।

এই সময় অদূরে বাহার খাঁর গলা শোনা গেল। সে হাঁক দিয়ে বলছে সৈন্যগণ, হাতিয়ার বন্ধ করো, লড়াই শেষ, লড়াই শেষ!

শুনে কাফি খাঁ হতভম্ব হয়ে গেলেন। বললেন, সে কি! তার অর্থ?

বলেই তিনি বাহার খাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে গিয়ে সেদিকে লক্ষ করেই তিনি চমকে উঠে বললেন, ও কি! ব্যূহ ছত্রভঙ্গ কেন? সেপাইরা নিষ্ক্রিয় কেন?

সংগে সংগে সগর্জনে হাঁক দিলেন, বাহার খাঁ, বাহার খাঁ!

বাহার খাঁ তার কাছে ছুটে এসে বললো, হুজুরে পেয়ার!

কাফি খাঁ ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি?

বাহার খাঁ বললো, লড়াই শেষ!

মানে?

কাফি খাঁর কাফি খেল খতম।

কাফি খাঁ গর্জে উঠে বললেন, বাহার খাঁ!

বাহার খাঁ বললো, ধীরে। পাশা উল্টে গেছে সেনাপতি। এতদিন তুমি করেছো হুকুম, আমি করেছি তামিল। এবার তোমার হুকুম তামিলের পালা।

অসি উত্তোলন করে কাফি খাঁ চিৎকার করে বললেন, বিশ্বাসঘাতক!

সংগে সংগে অস্ত্র বাগিয়ে ধরে বাহার খাঁ বললো, হুঁশিয়ার সিপাহসালার! গুলি ছুড়লেই তোমার জিন্দেগী খতম।

সিপাহসালার কাফি খাঁ থমকে গিয়ে বললেন, এ্যাঁ!!

যদি বাঁচতে চাও, এই মুহূর্তেই পালাও।

নিকটেই শাহজাদা আওরঙ্গজেবের ক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কৈ? কোথায় সেই দুবৃত্ত কাফি খাঁ?

শুনেই চুপসে গেলেন কাফি খাঁ। বাহার খাঁ বললো, শিগ্গির পালাও সেনাপতি, পালাও। বহুদিন তোমার নেমক খেয়েছি, তাই প্রাণটা ভিক্ষে দিলাম, পালাও।

তটস্থভাবে পালাতে পালাতে শাহজাদা মুরাদের সিপাহসালার কাফি খাঁ বললেন, বটে! বেঈমান! যদি দিন পাই, এর বদলা আমি সুদে আসলে আদায় করে নেবো।

দ্রুত চলে গেল কাফি খাঁ। বাহার খাঁ বললো, সেদিন আর তুমি কোনদিনই পাবে না কাফি খাঁ। তোমার সব আশার এখানেই সমাধি।

পিস্তল হাতে শাহজাদা আওরঙ্গজেব ও আমিন খাঁ বেগে সেখানে এসে হাজির হলেন। শাহজাদা আওরঙ্গবেজ বললেন, কৈ, কোথায় সেই শয়তান?

বাহার খাঁ কুর্নিশ করে বললো, পালিয়েছে জাঁহাপনা।

শাহজাদা বললেন, তুমি?

আমিন খাঁ বললো, এই সেই বাহার খাঁ জনাব। কাফি খাঁর পেছনে একেই নিয়োগ করা হয়েছিল।

তুমিই বাহার খাঁ?

www.boighar.com

বাহার খাঁ বললো, এরই একনিষ্ঠ প্রভুভক্তির বদৌলতে আজ আমাদের এই সাফল্য জাঁহাপনা।

শাহজাদা আওরঙ্গজেব বললেন, সাব্বাস! তোমার কর্মদক্ষতায় আমি অত্যন্ত প্রীত। যাও, সৈনিক আজ থেকে তোমাকে আমি গোয়ালিয়র দুর্গের মুহাফিজ অর্থাৎ গোয়ালিয়রের দুর্গাধিপতি নিযুক্ত করলাম।

বাহার খাঁ বিনীত কণ্ঠে বললো, জাঁহাপনা দরাজদীল!

যাও, তুমি এই মুহূর্তেই গোয়ালিয়র যাত্রা করো।

জো হুকুম জাঁহাপনা।

কুর্নিশ করে বাহার খাঁ চলে গেল। শাহজাদা আওরঙ্গজেব ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, ছাউনি তোলো আমিন খাঁ, ছাউনি তোলো। যত সত্বর সম্ভব ছাউনি তোলার ব্যবস্থা করো।

আমিন খাঁ বললো, জাঁহাপনা!

শাহজাদা বললেন, দিল্লী। বায়ু প্রবাহের গতিতে দিল্লী পৌঁছা চাই। দিল্লী চলো, দিল্লী চলো।

উভয়েই সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

সলীমগড় দুর্গ তেমন সুরক্ষিত দুর্গ নয়। ফটকগুলো খোলামেলা। দুর্গের বেষ্টনী দেওয়ালও দুর্বল আর খুবই নীচু। অনায়াসেই সে দেয়াল টপকিয়ে দুর্গের ভেতরে আসা যায়। রক্ষী-প্রহরীর সংখ্যাও সেখানে খুবই কম। সব সময় দুর্গের ভেতরে হাজার জনের আনাগোনা। সে আনাগোনা ঠেকানো ঐ সামান্য কয়জন রক্ষীর পক্ষে সম্ভব নয়। এতে করে শাহজাদা মুরাদকে এই সলীমগড় দুর্গে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বের করে নেয়ার ষড়যন্ত্র প্রকট হয়ে উঠলো।

সংবাদ গেল শাহজাদা আওরঙ্গজেবের কাছে। তিনি আর এখন শাহজাদা নন, তিনি এখন দিল্লীর সম্রাট। দিল্লীতে এসেই তিনি মসনদ অধিকার করে মসনদে উঠে বসেছেন। তিনি এখন শাহানশাহ আওরঙ্গজেব। সংবাদ পেয়েই তিনি সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদা মুরাদকে অতি সুরক্ষিত দুর্গ গোয়ালিয়রে পার করে এনেছেন। গোয়ালিয়র দুর্গ অতিশয় প্রশস্ত হলেও গোয়লিয়র দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত। দুর্গও সব দিক দিয়ে অত্যন্ত সুদৃঢ়।

এ কারণে প্রশস্ত গোয়ালিয়র দুর্গের সর্বত্রই শাহজাদা মুরাদের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। এখান থেকে তাকে বের করে নেয়া সহজসাধ্য নয় হেতু দুর্গের ভেতরে শাহজাদা মুরাদের ঘুরে বেড়ানোর উপর কোন বাধা-নিষেধ নেই। শুধু বাইরে আসা বারণ। এখানে এসে তাই হালকা পোশাকে খোলা মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শাহজাদা মুরাদ আর নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন নিজের বেয়াকুফির জন্যে। আপন মনে বলছেন, ওহ! কী নির্বোধ আমি! কী বেয়াকুফ! মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে ভাই সাহেব আমার তামাম কিস্তিমাৎ করে দিলেন? বুদ্ধিমান বটে তুমি ভাই সাহেব! সত্যিই এই বিশাল মোঘল সাম্রাজ্য পরিচালনার তুমিই একমাত্র যোগ্য প্রার্থী!

শাহজাদা মুরাদ পায়চারি করতে লাগলেন। পায়চারি করতে করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সরস্বতী বাঈকে সাথে নিয়ে সেখানে এলো বাহাদুর। সে সরস্বতী বাঈকে বললো, যান, ঐ যে শাহজাদা ওখানে ঐ খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন!

বইঘর.কম ও রোকন

বলেই চলে গেল বাহাদুর। শাহজাদা মুরাদ নাখোশ কণ্ঠে বললেন, কে? আবার কাকে এখানে পাঠানো হলো?

সরস্বতী বাঈ ছুটে গিয়ে শাহজাদার পায়ের কাছে বসলো এবং আকুল কণ্ঠে বললো, আমি, আমি সেই হতভাগিনী জনাব, যে আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে কয়েদ করায় সহায়তা করেছিল।

শুনেই ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন শাহজাদা মুরাদ। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, বটে? শয়তানী! বিশ্বাসঘাতিনী! এ্যায়, কুই হ্যায়? আমার তলোয়ার, আমার পিস্তল।

সরস্বতী বাঈ শাহজাদার পা জড়িয়ে ধরে বললো, আমায় শাস্তি দিন মেহেরবান! আমায় কোতল করুন। www.boighar.com

শাহজাদা বললেন, এ কি! পা জড়িয়ে ধরলে কেন? ফের কোন্ মতলব নিয়ে এসেছো? ছাড়ো, পা ছাড়ো! তবে রে! মর গিয়ে ওখানে।

মুরাদের পদাঘাতে সরস্বতী বাঈ দূরে ছিটকে গিয়ে পড়লো এবং আর্তনাদ করে উঠলো, উহ! জনাব—

শাহজাদা মুরাদের অট্টহাসি হা হা হা। এই তো সবে শুরু! দুশ্চারিণী আওরাতের শাস্তি এই তো সবে শুরু।

মাথা চেপে ধরে পড়েছিল সরস্বতী।

সহসা কি মনে করে সরস্বতীর দিকে তাকালেন শাহজাদা মুরাদ। সরস্বতীর কাছে গিয়ে বললেন, দেখি, কোথায় লেগেছে! মাথাটা কেটে গেছে কিনা? রক্ত পড়ছে কিনা?

ভালো করে সরস্বতীর দিকে চেয়েই চমকে উঠলেন শাহজাদা মুরাদ। যারপরনাই তাজ্জব হয়ে বললেন, এঁ্যা! কে? একি! সরস্বতী তুমি!!

সরস্বতী আর্তকণ্ঠে বললো, জনাব!

সরস্বতীকে তুলে দ্রুত দাঁড় করিয়ে শাহজাদা বললেন, তুমি! তুমি আমায় কয়েদ করায় সহায়তা করলে সরস্বতী?

আমি নই মেহেরবান! আমার নসীব!

সরস্বতী!

আমি সহায়তা না করলেও সহায়তা করার লোকের অভাব ছিল না আলীজা! অর্থ লোভে অনেকেই তা করতো। ছাউনিতে তো নর্তকীর অভাব ছিল না! আর সেই জালে যখন আপনি স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়লেন, তখন বন্দীও আপনাকে হতেই হতো

বইঘর.কম ও রোকন

সরস্বতী!

তাই প্রস্তাবটা যখন এলো তখন ভাবলাম, আমার পোড়া কপালে এই বা মন্দ কি? জীবনেও যার সাক্ষাৎ পাবো না, কিছুক্ষণের জন্যে তো তাঁর পদসেবা করতে পারবো।

ভাই সাহেব তোমাকে কারাগারে আসতে দিলেন?

এটা যে আমার চুক্তি ছিল জনাব! আমার কাজের বিনিময়ে আমি আপনার সঙ্গে কারাজীবনই প্রার্থনা করেছিলাম।

ওহ্ঃ! সরস্বতী...

জনাব!

বিচিত্র আমার এই নসীব সরস্বতী! যতবার জিততে চেয়েছি ততবারই হেরে গেছি। যখন হারতে চেয়েছি, তখন জিতে গেছি বারে বারেই।

আলীজা!

চলো, কক্ষে চলো। বিশ্রাম করবে—

একটু দূর থেকে সব কিছুই লক্ষ্য করছিল বাহাদুর। দ্রুত সেখানে এলো বাহাদুর। বাহার খাঁর অনুচর বাহাদুর। বাহার খাঁ তখন গোয়ালিয়র দুর্গের মুহাফিজ। বাহাদুর এসে বললো, জনাব, দুর্গাধিপতি আপনাকে অপেক্ষা করতে বললেন। তাঁর কথা আছে।

সিংহের মতো গর্জে উঠলেন শাহজাদা মুরাদ। বললেন, খামুশ! খামুশ কমবখত! হাতী মরলেও তার দাম লাখ টাকা!

বাহাদুর চমকে উঠে বললো, জাঁহাপনা!

বেয়াদব! আমি দুর্গাধিপতির গোলাম নই। দরকার থাকলে সেই গোলামের বাচ্চা গোলামই আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। এসো সরস্বতী!

সরস্বতীকে নিয়ে শাহজাদা মুরাদ সেখান থেকে চলে গেলেন। বাহাদুর কম্পিত কণ্ঠে বললো, ওরে বাব্বা! একেবারে বাঘের বাচ্চা! বাঁধা পড়েছে তবু তেজ কমেনি।

বাহার খাঁ বাহাদুরের কাছে এসে বললো, কবরে গেলেও ওরা ঐ তেজ নিয়েই যাবে মূর্খ যতক্ষণ জান আছে ততক্ষণ তেজ ওদের কমবে না

বাহাদুর বললো, হুজুর!

বাহার খাঁ দাঁত পিষে বললো, তুমি একটা মূষিকের বাচ্চা হয়ে গেছো সিংহের নাকে দড়ি পরাতে। তুলে যে আছাড় মারেনি, এই তোমার খোশ নসীব!

বইঘর.কম ও রোকন

কিন্তু আপনি যে বললেন!

আমি বললাম, শাহজাদা কোথায় আছেন দেখে এসো। অনুমতি পেলে আমি সাক্ষাৎ করবো। আর তুমি এসে জানালে আমার হুকুম।

কিন্তু আপনিই তো দুর্গাধিপতি! তিনি হলেন এই দুর্গের একজন বন্দী। মানে কয়েদী।

ওরে মূর্খ, সেই কয়েদী যে দিল্লী অধিপতির ভাই! বাদশাহর ছেলে। নসীবে থাকলে বাদশাহ হতেও পারতেন। তার এতটুকু অসম্মান হলে কারো কাঁধে মাথা থাকবে না।

সে কি!

স্মরণ রেখো, শাহজাদা মুরাদ এখানে শৃঙ্খলবদ্ধ, বন্দী নন। স্রেফ নজরবন্দী মাত্র। এই দুর্গের সর্বত্রই তার অবাধ গতি।

এটা কি সম্রাটের হুকুম?

হ্যাঁ, খোদ দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের হুকুম। শাহানশাহ আওরঙ্গজেব তাকে সর্বতোভাবে আরাম-আয়েসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চান। একমাত্র দুর্গের বাইরে যাওয়া ছাড়া তাঁর কোন আশাই অপূর্ণ রাখতে চান না।

তার প্রাণদণ্ড হবে না?

প্রাণদণ্ড হবে তোমার অর্বাচীন। বেয়াড়া ভাইকে শান্ত করার জন্যে কয়েক দিন ধরে রেখেছেন মাত্র। কবে যে আবার তোমার আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক বানিয়ে ছেড়ে দেবেন তার কি ঠিক আছে?

তাহলে উনি সলীমগড় দুর্গে থাকলেই তো আমরা আরামে থাকতাম হুজুর। আমাদের দাপটও থাকতো। এই আপদ খামাকা এখানে আনলেন কেন?

আমি আনার কে? অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত সলীমগড় দুর্গ থেকে তাকে বের করে নেয়ার ষড়যন্ত্র প্রকট হয়ে উঠলে এই গোয়ালিয়র দুর্গে তাকে স্থানান্ত র করা হয়েছে। শাহানশাহ আওরঙ্গজেবের হুকুমেই তা করা হয়েছে। শাহানশাহর বিশ্বাস, এই গোয়ালিয়র দুর্গ সুরক্ষিত আর আমরা সকলেই দক্ষ আর ঈমানদার কর্মচারী।

www.boighar.com

আনন্দে গদ গদ হয়ে বাহাদুর বললো, তা যা বলেছেন হুজুর! আমাদের চোখে ধূলো দেয় কোন্ ব্যাটা?

হ্যাঁ, স্মরণ থাকে যেন। যাও, কাজে যাও।

জো হুকুম।

কুর্নিশ করে বাহাদুর চলে গেল। বাহার খাঁ আপন মনে বললো, হে আল্লাহ, তৌফিক দিও, এ গুরুভার আমি যেন সাফল্যের সাথে বহন করতে পারি!

দরিয়া খাঁ ছদ্মবেশে বাহার খাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। নূরুদ্দীনের কুযুক্তিতে শাহজাদা মুরাদ শিকারে আসার পর থেকেই দরিয়া খাঁ শাহজাদার সংস্পর্শ থেকে বিছিন্ন হয়ে গেছে। আর কোন যোগাযোগ তো নেই-ই, শাহজাদা কোথায়, সে হদিসও দরিয়া খাঁ এ যাবত জানতে পারেনি। অনেক অনুসন্ধানের পর দরিয়া খাঁ এক্ষণে জানতে পেরেছে, শাহজাদা এখন গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হয়ে আছেন। জানতে পেরেই দরিয়া খাঁ এসে ছদ্মবেশে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রবেশ করেছে।

দরিয়া খাঁ ছদ্মবেশে এসে বাহার খাঁর সামনে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো এবং সবিনয়ে বললো, হুজুর!

বাহার খাঁ তাকে চিনতে না পেরে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো, কে? কে তুমি?

দরিয়া খাঁ বললো, আমি এখানে নতুন প্রহরী হুজুর। নিয়োগ করার পর থেকে আমাকে কোন কাজ দেয়া হয়নি।

বটে! এখন কোথায় আছো?

দুর্গের বাইরে হুজুর।

ও, আচ্ছা। আরো কিছু দিন তোমাকে ঐ দুর্গের বাইরেই অপেক্ষা করতে হবে। পরীক্ষা না করে কোন নয়া আদমীকে দুর্গের ভেতরে কাজ দেয়া যাবে না।

হুজুর!

এখন থেকে তুমি ওখানে বহিরাগত লোকজনের গতিবিধি লক্ষ্য করবে।

তারপর?

মাঝে মাঝে এসে আমাকে খবরা-খবর দেবে। এর বেশি দুর্গের ভেতরে আসবে না।

এ কথায় দরিয়া খাঁ খুশি হলো। বললো, জি হুজুর, জি জি।

এবার যাও। দুর্গের বাইরে যাও।

জি হুজুর

এক নজরে চারদিক দেখে নিয়ে দরিয়া খাঁ চলে গেল। বাহার খাঁ চিন্তিতভাবে বললো, যে দায়িত্ব ঘাড়ে এসে চাপলো, তাতে সামনে আমার দু'টিই পরিণতি হয় পদোন্নতি, নয় সমাধি!

ধীরে ধীরে বাহার খাঁও চলে গেল সে স্থান থেকে

বইঘর.কম ও রোকন

দিল্লীর মসনদ দখল করার পর শাহজাদা আওরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট হয়ে মসনদে বসেছেন। কিন্তু মনে তাঁর শান্তি নেই। সকল অশান্তির মূল তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ বকশ। এ যাবত দুশ্চিন্তায় ছিলেন মুরাদ বকশকে আটকানো নিয়ে। এখন তাঁর দুশ্চিন্তা মুরাদ বকশকে বাঁচানোর। শাহজাদা মুরাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা চলছে কাজীর অফিসে। গুজরাটের শাসক থাকার সময় শাহজাদা মুরাদ দেওয়ান আলী নকীকে খুন করেছিলেন সামান্য অপরাধে। আলী নকীর ছেলে খাদেম আলী কাজীর দরবারে মামলা করেছে এই খুনের বিচার চেয়ে। ন্যায় বিচার করলে খুনের বদলা খুন এই রায়ই দিতে হবে কাজীকে।

তাই, ক্ষমতার বলে বিচার বন্ধ না করে ন্যায় পথে মুরাদকে কিভাবে বাঁচানো যায় এই চিন্তায় শাহানশাহ আওরঙ্গজেব অস্থির হয়ে উঠেছেন। চিন্তা করে কোন কূলকিনারা পাচ্ছেন না। দরবারে এসেই তিনি আফছোস করে বলতে শুরু করলেন মসনদ! মসনদ! মসনদ! বাহ! কী আজব পদার্থ এই মসনদ! এরই মোহে যোগ্য ও অযোগ্য সকলের সে কী উন্মাদনা। কিন্তু এটা যে পুষ্পকাসন নয়, কণ্টকাসন একথা কেউ বুঝতে চায় না। অপদার্থের দল!

শাহানশাহ আওরঙ্গজেব তিন বার হাততালি দিলেন। দরবারক্ষী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালে শাহানশাহ বললেন, বান্দাকে পাঠিয়ে দাও!

কুর্নিশ করে দরবার রক্ষী চলে গেল। একটু পরেই বান্দা এসে কুর্নিশ করে বললো, জাঁহাপনা!

www.boighar.com

জাঁহাপনা বললেন, আলী নকীর ছেলে খাদেম আলীকে খবর দেয়া হয়েছে?

হয়েছে জাঁহাপনা। সে আসছে।

এলেই এখানে পাঠিয়ে দেবে যাও

জো হুকুম! কুর্নিশ করে বান্দা চলে গেল শাহানশাহ আওরঙ্গজেব ফের আপন মনে বললেন, সমস্যার পর সমস্যা ঘরে বাইরে সকলেই এক সাথে সমস্যা পয়দার কাজে উঠে পড়ে লেগেছে। সকলের সে কী তৎপরতা!

তার কথার মাঝেই দরবারে প্রবেশ করলেন বকশী আসাদ খাঁ কুর্নিশ করে বললেন, ঘরের শত্রুর চেয়ে বাইরের শত্রুরাই এখন বেশি তৎপর জনাব! তারাই এই অশান্তির মূল

শাহান শাহ বললেন, কার কথাই বা কম বলি খাঁ সাহেব! অশান্তির জন্ম দিচ্ছে সবাই আপন-পর বলে কোন বাছ-বিচার নেই

বইঘর.কম ও রোকন

জাঁহাপনা!

ভাইদের বাধা, বোনদের বিদ্বেষ, পিতার আক্রোশ, বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্র— তামাম কিছু এক সাথে ঘিরে আমায় পাগল করে তুলেছে।

এটা নিতান্তই একটা বদনসীব জনাব!

বদনসীব বই কি? সবাই বুঝলে, মোঘল সাম্রাজ্যের মসনদ একটা মধুভাণ্ড। কিন্তু কেউ বুঝলে না, এ সাম্রাজ্যের ভাগ্যরবি আজ রাহুগ্রস্ত। রাহুর দংশনে সে ভাগ্য আজ ক্ষতবিক্ষত। বিলাসে ব্যভিচারে মুমূর্ষু। একে পুনর্জীবিত করতে যে প্রয়োজন সম্ভোগ নয়– সংগ্রাম, প্রাচুর্য নয়– সংযম, আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়– আত্মত্যাগ। এটা বুঝতে প্রত্যেকেই নারাজ।

মালেক!

ভাগ্যগুণে ভ্রাতৃ লাভ বুজুর্গানদের কথা খাঁ সাহেব। কিন্তু কী ভাগ্য নিয়েই না আমি জন্মেছি! তাদের যদি কিছুমাত্র যোগ্যতা থাকতো, তাহলে তো কথাই ছিল না। কিন্তু কী তাজ্জব তাদের জিদ! তারা পারবেনও না, ছাড়বেনও না।

সেই জিদই আবার শাহজাদা মুরাদকে পেয়ে বসেছে জনাব।

অর্থাৎ!

এই মাত্র খবর অগণিত সশস্ত্র সৈনিক শাহজাদার উদ্ধারকল্পে গোয়ালিয়র দুর্গের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ ছদ্মবেশে, কেউ সন্তর্পণে!

আসাদ খাঁ সাহেব!

আর এই তৎপরতা চালাচ্ছেন বিভিন্ন রাজ্যের রাজা-মহারাজারা। শাহজাদার সমর্থনের তোয়াক্কা পর্যন্ত রাখছেন না। শাহজাদার মৌনতাকেই কাজে লাগাচ্ছেন তারা।

ওহ! মুরাদ! এই মুরাদকে নিয়ে আমি কি করবো, বলতে পাবেন খাঁ সাহেব? আমি যতই তাকে আগুন থেকে দূরে রাখতে চাই, সে ততই আগুনকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। এই নির্বোধটাকে আমি ক'দিক থেকে সামলাই!

জাঁহাপনা!

যদি মুক্তি দিই, তার তথাকথিত মিত্রেরা তাকে লুফে নেবে। সবাই মিলে আমাকে করবে হত্যা, তাকে বসাবে মসনদে। তারপর একদিন তাকেও হত্যা করে দিল্লীর মসনদে বসবেন তার সেই স্বনামধন্য মিত্রগণ। শোচনীয় পতন ঘটবে গৌরবোজ্জ্বল মোঘল সাম্রাজ্যের। নিভে যাবে এ মুলুকে দ্বীন ইসলামের চেরাগ। নির্বোধটা নিজেও বাঁচবে না, অন্যকেও বাঁচতে দেবে না।

এ কথা তো দিনের মতো পরিষ্কার জাঁহাপনা! তাঁর মুক্তির অর্থই হলো, আমাদের মৃত্যু আর এ মুলুকে মুসলিম শাসনের কবর।

এরই মাঝে ওদিকে আবার কাজীর আদালতে চলছে তার বিচার।

বিচার!

কয়েক মাস আগে মুরাদ দেওয়ান আলী নকীকে গুজরাটে হত্যা করেছিল, মনে আছে?

আছে জনাব।

আলী নকীর ছেলে খাদেম আলী কাজীর দরবারে নালিশ পেশ করেছে।

সে কি! এতদিন পরে সেই বিচার চাইতে এসেছে?

হিসাবে তারা ভুল করেনি আসাদ খাঁ সাহেব। ঝোপ বুঝেই কোপ মেরেছে।

জাঁহাপনা!

বাদশাহর ছেলের বিরুদ্ধে বাদশাহর কাছে ফরিয়াদ আনার সাহস তারা পায়নি।

জনাব!

এখন দেখেছে, আমি মসনদে বসেছি এবং বুঝেছে, মুরাদ আমার শত্রু। ব্যস! আমার আমলে নালিশ আনলে মুরাদের আর রক্ষে নেই এ অংক তারা কষে নিয়েই এসেছে।

আলমপনা!

মুরাদ আমার মসনদের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ শত্রু আর শত্রু নিধন সবাই চায়। কাজেই বিচার না করেও মুরাদকে আমি শাস্তি দিতে পারি, সেই মোতাবেক কাজীকে আমি নির্দেশ দিতে পারি এমন আশাও যে তাদের দীলে নেই, তা হলপ করে বলা কঠিন।

তাজ্জব! তা বিচারের ফলাফলটা কি অনুমান করছেন জাঁহাপনা?

ফলাফল প্রাণদণ্ড।

প্রাণদণ্ড!

খাঁ সাহেব, ন্যায় বিচার যে বাদশাকেও চেনে না। অন্যায়ভাবে মুরাদ আলী নকীকে হত্যা করেছে আর হত্যার যা চাক্ষুষ প্রমাণ খাড়া করা হয়েছে, তাতে প্রাণদণ্ড ছাড়া তো আর অন্য কোন দণ্ডই হওয়ার কথা নয়।

তাহলে?

তাহলে আর কি! আমি সম্রাট। আমি ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী না হলে আর বিচার করছে কে? কাজী না শুনলে তার মাথাটা নামিয়ে দিলেই হলো।

তাতো আর আপনার পক্ষে সম্ভব নয় জাঁহাপনা!

তা যদি না হয়, তাহলে একমাত্র ভরসা ঐ খাদেম আলীই। একমাত্র তারই দয়ার উপর নির্ভর করছে মুরাদের জীবন।

খোদাবন্দ!

যান, নূরুদ্দীনকে গোয়ালিয়র দুর্গের প্রধান গুপ্তচর করে পাঠানো হয়েছে। আপনি তার সাথে যোগাযোগ করে ওদিকে আরো তথ্য সংগ্রহ করুন। এ দিকটা আমি দেখছি।

কী আশ্চর্য! নূরুদ্দীন? সে তো একজন চরম বিশ্বাসঘাতক! প্রধান গুপ্তচর করে তাকে—?

তাকেই সেখানে প্রয়োজন। কারণ সে জানে, মুরাদ যদি কোনক্রমে বেরিয়ে আসে, তাহলে তার আর রেহাই নেই।

খোদবন্দ!

যান। কাল হরণ করবেন না। সময়ের এখন বড় দাম।

যথাদেশ মালেক।

www.boighar.com

কুর্নিশ করে বকশী আসাদ খাঁ সাহেব বেরিয়ে গেলেন। শাহানশাহ আওরঙ্গজেব পায়চারি করতে লাগলেন। একটু পরেই খাদেম আলী এসে কুর্নিশ করে বললো, জাঁহাপনা!

শাহানশাহ খাদেম আলীকে চিনতেন না। তাই প্রশ্ন করলেন, তুমি?

খাদেম আলী বললো, আমি খাদেম আলী জনাব।

শাহানশাহ বললেন, ও তুমি? তুমি শাহজাদা মুরাদের বিরুদ্ধে কাজীর দরবারে নালিশ পেশ করেছো?

খাদেম আলী কুণ্ঠিত হলো। কুণ্ঠার সাথে বললো, জাঁহাপনা!

শাহানশাহ আওরঙ্গজেব বললেন, ভয় নেই। তুমি নির্ভয়ে বলো।

জি হ্যাঁ, করেছি হুজুর। তিনি আমার আব্বাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন।

কিন্তু বিচারে কি তুমি তোমার আব্বাকে ফেরত পাবে নওজোয়ান?

কসুর নেবেন না জনাব। ফেরত পাবো না বলেই কি দুর্বলের উপর সবলের এই জুলুম চিরকাল চলবে? এর কি কোন প্রতিকার নেই? আমার অসহায় পিতার সেই করুণ মুখ এখনোও আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে হুজুর। তার সেই অসহায় আর্তনাদ...

দুঃখ সম্বরণ করো নওজোয়ান! তুমি নালিশ তুলে নাও। বিনিময়ে আমি তোমাকে রক্তপণ বাবদ প্রচুর অর্থ দেবো। যদিও প্রাণহানির খেশারত অর্থ দিয়ে হয় না, তবু তোমাকে আমি আশাতীত অর্থ দেবো। তুমি মুরাদের জানটা ভিক্ষে দাও।

হুজুর ন্যায়দণ্ডের মালিক। কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্যে হুজুরই যদি ন্যায় বিচারের বিরোধিতা করেন, তাহলে বুঝবো দুর্বলের আর কোন ভরসা নেই।

যুবক! হুঁশিয়ার!

আমি জানি হুজুর, আপনার ইচ্ছার অন্যথা করলে ইনসাফ পাওয়া তো দূরের কথা, জান নিয়েই আমি ফেরত যেতে পারবো না। কিন্তু আমি মরিয়া হুজুর, আমার আব্বা যে পথে গেছেন সে পথে যেতে আমিও তৈয়ার। কোন প্রলোভনেই আমি...

শাহানশাহ অসহায় কণ্ঠে বললেন, খাদেম আলী!

খাদেম আলী বললো, শুনেছিলাম জাঁহাপনা ইনসাফের রক্ষক। সেই ভরসাতেই ফরিয়াদ পেশ করেছি। এখন যদি ইনসাফ না পাই, তাহলে...

নওজোয়ান!

সারেজাহানের যে মালিক তাঁরই দরবারে আমি ফরিয়াদ পেশ করবো হুজুর। আমি চিৎকার করে বলবো, হে পরোয়ারদেগার...

আহ! খাদেম আলী, দোহাই তোমার, তুমি থামো, তুমি শান্ত হও।

জাঁহাপনা!

জাঁহাপনা অত্যন্ত অনুনয় করে বললেন, আমি দিল্লীর সম্রাট নওজোয়ান, আমি দিল্লীর শাহানশাহ! আমি করজোড়ে অনুরোধ করছি একটু সদয় হও, রহম করো।

শাহানশাহ আওরঙ্গজেব দুই কর যুক্ত করলেন। খাদেম আলী হকচকিয়ে গেল। বললো, এ্যাঁ, খোদাবন্দ!

আমার অবস্থাটা একটু চিন্তা করে দেখো খাদেম আলী। মুরাদ যদি স্রেফ আমার ভাই হতো, তাহলে এত অনুরোধ আমি করতাম না। নিজের ছেলের জন্যেও তা আমি করি না। কিন্তু মুরাদ তো স্রেফ ভাই নয়, এই মসনদের সে প্রতিদ্বন্দ্বী। তাকে নিরস্ত্র রাখতে আমি বন্দী করেছি। এখন যদি বিচারে তার প্রাণদণ্ড হয়, তাহলে সবাই বলবে, এটা আমারই কারসাজি!

খাদেম আলী থতমত করে বললো, জাঁহাপনা, আমাকে এ কি সমস্যায় ফেললেন!

খাদেম আলী!

তাহলে আমাকে একটু ভাববার সময় দিন জাঁহাপনা! এই মুহূর্তে আমি কিছুই স্থির করতে পারছিনে।

বইঘর.কম ও রোকন

বেশ! তুমি ভেবেই দেখো নওজোয়ান। তবে হামেশাই খেয়াল রেখো, দয়ার চেয়ে বড় ধর্ম নেই।

শাহানশাহ আওরঙ্গজেব টলতে টলতে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। মোহাবিষ্টের মতো খাদেম আলী বললো, দয়ার চেয়ে বড় ধর্ম নেই! দুর্বলদের সে খেয়াল তো থাকেই জাঁহাপনা! থাকে না শুধু তাদের, যারা শক্তির অহংকারে অন্ধ!

৭

গোয়ালিয়র দুর্গের উপকণ্ঠে কস্তুরী বাঈয়ের প্রশস্ত গৃহ। গৃহের অর্ধেকের বেশি অংশটাই নাচঘর। কস্তুরী বাঈয়ের ভাষায় ঝমাঝম পয়সা পড়ার জায়গা। শাহজাদা মুরাদ উধাও। নেই শাহজাদার সেই শিবির আর বাসস্থান। এতে করে নেই কোন নৃত্যগীতের আসর আর ঝমাঝম পয়সা পড়ার ধুম। কস্তুরী বাঈয়ের চিন্তা-ভাবনা হলো রূপ-যৌবন থাকতেই দু'টো পয়সা গুছিয়ে নিতে না পারলে বৃদ্ধকালে কেউ তাকে ঠুকবে না আর তখন খাবার সংস্থানও থাকবে না। কাজেই শাহজাদা মুরাদের আসর বন্ধ হলো তো কি হলো? তার গৃহের দুয়ার তো আর বন্ধ হয়নি! সেটা খোলাই আছে। সুতরাং বাড়িতেই নাচঘর খুললে দোষের কি? তাই করেছে কস্তুরী বাঈ। বাড়িতেই নাচঘর খুলে নৃত্যগীতের আসর অর্থাৎ জলসা চালাচ্ছে সে।

প্রায় দিনই জমজমাট জলসা চলে এখানে অর্থাৎ কস্তুরী বিবির গৃহে। চলে নূপুরের নিক্কণ, বাঁশরীর বিলাপ, হারমোনিয়াম জুড়ি ও ঢোল করতালের বোম ফাটানো বোল। চলে মার ছক্কা নৃত্যগীত আর বেধড়ক মদ্য পান। সেই সাথে কস্তুরী বিবির থালায় পড়ে ঝমাঝম পয়সা। বেড়ে দিন কাটছে কস্তুরীর।

চাদর মুড়ি দিয়ে সেদিন এই জলসা ঘরে এলেন শাহজাদা মুরাদের সিপাহসালার কাফি খাঁ। চাদরটা এক ধারে রেখে তিনি বললেন, এ কি! বাঈজীর আসর নীরব যে! কেউ এখনো আসেনি নাকি? বেশ ভালোই হয়েছে। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই ফাঁকে একটু বিরাম নিয়ে নিই।

একটি আসনে উপবেশন করে কাফি খাঁ আবার বলতে লাগলেন, মুরাদ বন্দী হয়েছে। বেশ হয়েছে, এবার আমি তার মৃত্যু চাই। মসনদের আশা যখন শেষ তখন মুরাদের মৃত্যুই আমার কাম্য। মুরাদ গেছে, আছে সরস্বতী বাঈ।

বইঘর.কম ও রোকন

মুরাদকে শূলে দিতে না পারলে ওটার আশাও নেই। অতএব, মুরাদকে মরতে হবে আর মুরাদ মরলেই সরস্বতী লুটের মাল। হা হা হা!

ওকে আমার চা–ই চাই।

কাফী খাঁ আসনে গা এলিয়ে দিলেন। মাড়োয়ারীর ছদ্মবেশে দরিয়া খাঁ জলসা ঘরে প্রবেশ করলো এবং বললো, এ কি রে বাবা! বাঈজীর আছর আজ এতো ঠেণ্ডা বনে গেল কেনোরে বাবা?

সতর্ক হয়ে উঠে বসে কাফি খাঁ বললেন, কে তুমি?

দরিয়া খাঁ বললো, হামি? হামি একঠো পরদেছী আছেরে বাবা! এহি মুলুকমে বেওসা করিতে আসিল।

বেওসা! ও ব্যবসা?

ওহি বাবা, ওহি! হামি একঠো বেওসাদার আদমী আছে।

তা এখানে কেন?

এই কুচ কুচ মৌজ কোরতে হোবে বাবা।

মৌজ?

হঁ হঁ বাবা, ওহি বাত। ছারা দিন বেওসা চলিল, এখোন কুছু মসলা পেটে না দিলে ভিন দেছে কেইছে বাণিজ্য করিবো বাবা, বাতাইয়ে?

ও আচ্ছা, বসো বসো।

দরিয়া খাঁ মেঝের এক ধারে বসে পড়লো। কাফি খাঁ প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম?

দরিয়া খাঁ বললো, ছিরিমান রামছিং দোবে আছে বাবা। পিতাজীকা নাম ছিরিমান লছমন ছিং দোবে।

ভালো, ভালো।

এই সময় জলসা ঘরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করলো নূরুদ্দীন। তার পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবী, মাথায় কিস্তি টুপী। তার কণ্ঠস্বর নাকী। জলসা ঘরে প্রবেশ করেই নূরুদ্দীন নাকী সুরে বললো, আসসালামু আলাইকুম ভাই সাব। আপনারা সব বহাল তবিয়তে আছেন তো?

কাফি খাঁ বললেন, আরে এই যে কেরামত আলী! এসো এসো। তা তুমি ভালো আছো তো?

নূরুদ্দীন বললো, হ ভাই সাব, আপনার দোয়ায় বহুৎ উমদা আছি!

কাফি খাঁ বললো, বসো, বসো, তা কস্তুরী বিবির খবর কি? আজ আসর জমবে না নাকি?

বইঘর.কম ও রোকন

মেঝের আর এক ধারে বসতে বসতে নূরুদ্দীন বললো, জমবে ভাই সাব, জমবে। আরো কিছু মেহমান আছেন তো? তাদের নিয়েই সে আসছে।

দরিয়া খানের উপর নজর পড়ায় নূরুদ্দীন বললো, তা তুমি কে হে?

দরিয়া খাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না নূরুদ্দীন। দরিয়া তাকে চিনতে পারলো। কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে দরিয়া খাঁ বললো, ছিরিমান রাম ছিং দোবে আছে বাবা, পিতাজীকা নাম ছিরিমান লছমন ছিং দোবে।

সাব্বাস!

কিছু লোকজনসহ একটি প্রশস্ত থালা ভর্তি মদের গ্লাস ও বোতল নিয়ে কস্তুরী বাঈ জলসা ঘরে প্রবেশ করলো। আগন্তুক লোকজন এসে মেঝেতে উপবেশন করলো। কাফী খাঁকে উদ্দেশ্য করে কস্তুরী বাঈ বললো, সেলাম হুজুর, সেলাম।

www.boighar.com

কাফি খাঁ বললেন, কি ব্যাপার কস্তুরী বিবি, আজ এত দেরি কেন?

কস্তুরী বিবি বললো, এই এখনই শুরু করছি হুজুর।

কস্তুরী বাঈ হাতে তিনবার তালি বাজালো। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাইনের দল একজন নর্তকী ও একজন গায়িকা প্রবেশ করলো। শুরু হলো নৃত্যগীত। গায়িকা একটি রসালো গানের সুর ধরলো। কস্তুরী বাঈ এক একেকজনের হাতে একটি করে মদভর্তি গ্লাস বা পেয়ালা তুলে দিতে লাগলো। সকলেই মদ্য পানে রত হলো। নূরুদ্দীনকে ইতস্তত করতে দেখে কাফি খাঁ তাকে ইশারায় মদ্য পানের অনুমতি দিলেন। নূরুদ্দীনও মদ্য পানে রত হলো। মদ্য পানের ফাঁকে ফাঁকে গানের তালে তালে মাঝে মাঝে এক একজন 'বাহবা বাহবা' করতে গিয়ে 'ওয়া ওয়া' করতে লাগলো। কস্তুরী বাঈ নানা ভঙ্গিতে সবার কাছে থালা পেতে ধরতে লাগলো আর সকলেই থালাতে ঝমাঝম টাকা ফেলতে লাগলো। দরিয়া খাঁ আড়ালে মদ মাটিতে ফেলে দিয়ে মদ্য পানের ভান করতে লাগলো।

নৃত্যগীত অন্তে বাইনদের নিয়ে নর্তকী ও গায়িকা চলে গেল। কাফি খাঁ বাদে সকলেই সংজ্ঞালুপ্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রইলো। কাফি খাঁ চাপা কণ্ঠে বললেন, কস্তুরী বিবি, দেখো তো সব ঘুমিয়ে পড়লো নাকি?

কস্তুরী বাঈ উচ্চ কণ্ঠে বললো, কি গো মিয়া সাবরা, সব ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি গো? ও মিয়া সাবরা!

কেউ কোন জবাব দিলো না। কস্তুরী বিবি সন্তর্পণে বললো, হ্যাঁ হুজুর, সবাই ঘুমিয়ে গেছে।

কস্তুরী বিবির হাতে কিছু টাকা দিয়ে কাফি খাঁ বললেন, বেশ, যাও।

কস্তুরী বাঈ হাসি মুখে বললো, হুজুরের আমার জব্বোর হাত!

সরঞ্জামাদি গুছিয়ে নিয়ে সালাম ঠুকে কস্তুরী বাঈ চলে গেল। কাফি খাঁ এবার চাপা কণ্ঠে ডাক দিলেন নূরুদ্দীন!

উঠে সোজা হয়ে বসে নূরুদ্দীন বললো, হুজুর!

কাফি খাঁ বললেন, কি ব্যাপার, খাদেম আলীর কোন পাত্তা নেই যে?

তাই তো হুজুর! এমন ধরাবাঁধা কথা।

সে যদি বিচার তুলে নেয়, তাহলে কিন্তু দু'জনেরই মহাবিপদ। মুরাদের মৃত্যু না হলে তোরও রেহাই নেই, আমারও সরস্বতীকে পাওয়ার কোন আশা নেই।

এরই মধ্যে খাদেম আলী এসে হাজির হলো। বললো, এই যে হুজুর, আপনারা এখানে?

চুপ করার ইঙ্গিত দিয়ে কাফি খাঁ বললেন, ধীরে, এই দিকে এসো।

খাদেম আলীকে নিয়ে কাফি খাঁ ও নূরুদ্দীন জলসা ঘরের একদম এক কোণে অর্থাৎ আড়ালে চলে এলো। খাদেম আলী বললো, তা এখানে কেন হুজুর?

কাফি খাঁ বললেন, এই বাঈজীর আড্ডা ছাড়া গোপন আর কোন স্থান নেই। বাইরে চারদিকে গুপ্তচর। তা যাক, তোমার সংকল্পে তুমি অটল আছো তো?

খাদেম আলী ইতস্তত করে বললো, আমি কিছু স্থির করতে পারছিনে হুজুর। জাঁহাপনা যেভাবে অনুরোধ করছেন তাতে...

দরিয়া খাঁ কান খাড়া করে এদের কথাবার্তা শুনতে লাগলো। খাদেম আলীর কথায় নূরুদ্দীন শংকিত হয়ে উঠলো। সে শশব্যস্তে বললো, কাপুরুষ! অনুরোধ করলেই তুমি গলে যাবে? যার পিতাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো, সে দু'টো মুখের কথা শুনেই বর্তে যাবে? তুমি তো দেখোনি খাদেম আলী, আমি দেখেছি। ওহ! সে কী আর্তনাদ! আর সে কী অমানুষিক হত্যা! বর্শার ফলকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আহত করার পর অসহায় বৃদ্ধের টুঁটির উপর পা তুলে দিয়ে কচলিয়ে কচলিয়ে...

www.boighar.com

নূরুদ্দীন মেঝেতে পা ঘঁষতে লাগলো। খাদেম আলী সহ্য করতে না পেরে দুই হাতে দুই কান ঢেকে বললো, আহ! নূরুদ্দীন তুমি থামো, তুমি থামো।

কাফি খাঁ বললেন, প্রতিশোধ নাও খাদেম আলী, প্রতিশোধ নাও। কাপুরুষের মতো শুধু আর্তনাদ করো না। পিতার যোগ্য পুত্রের পরিচয় দাও!

খাদেম আলী ইতস্তত করে বললো, কি করে প্রতিশোধ নেবো হুজুর? সাক্ষী-সাবুদ কি ঠিক মতো পাওয়া যাবে? জাঁহাপনার ভয়ে মানে জাঁহাপনার ভয়ে যদি সবাই...

কাফি খাঁ বললেন, সে চিন্তা আমার। সাক্ষীর ব্যাপারে যা করার দরকার আমিই করবো। তুমি শুধু ফরিয়াদি হিসাবে অটল থাকবে, বিচার তুলে নেবে না, ব্যস!

খাদেম আলী তবু ইতস্তত করতে লাগলো। দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললো, কিন্তু!

শিকার ফসকে যায় দেখে নূরুদ্দীন আবার তৎপর হলো। খাদেম আলীকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে পুনরায় উস্কানি দিয়ে দরদী কণ্ঠে বলতে লাগলো, কি বলবো খাদেম আলী, আমি তো শাহজাদার খানসামা ছিলাম, আমি সব জানি, সব দেখেছি। তোমার আব্বা মৃত্যুর সময় এক ফোঁটা পানির জন্যে সে কী চিৎকার করলে! সে কী আর্তনাদ! তার আর্তনাদে আমার দু'চোখ বেয়ে পানি নেমে এলো, তবু সে নির্দয়ের কোন দয়া হলো না। শুধু পদাঘাতের পর পদাঘাতে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে থেঁতলিয়ে থেঁতলিয়ে...

খাদেম আলী উন্মাদ হয়ে উঠলো। বললো, আহ! থামো থামো। আমি বিচার চাই! আমি প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ চাই!

কাফি খাঁ আশান্বিত হয়ে বললেন, খাদেম আলী।

খাদেম আলী বললো, আর আমি শুনতে পারছিনে হুজুর! আমি বিচার চাই।

তাহলে চলো, বাইরে আমার পালকি অপেক্ষা করছে। এই রাতেই প্রথম সাক্ষী দীদার বকশের সাথে কথা বলতে হবে। তাকে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে হবে, চলো।

চলুন হুজুর, তাই চলুন। খুনের বদলা খুনই আমি চাই।

বেশ, চলো।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে কাফি খাঁ নূরুদ্দীনকে প্রশ্ন করলেন, নূরুদ্দীন, তুমি এখন কি করবে?

নূরুদ্দীন বললো, আমি এই রাতটা এখানে এই জলসা ঘরেই কাটিয়ে দেবো হুজুর। ভোরেই আবার আমাকে দুর্গের দ্বারে গিয়ে হাজির হতে হবে।

বেশ, তাহলে আমরা চললাম।

খাদেম আলীসহ কাফি খাঁ জলসা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নূরুদ্দীন এবার গিয়ে শূন্য আসনটিতে বসলো আর গা এগিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ পরেই হাই তুলে ঘুমিয়ে পড়লো সে। উঠে দাঁড়ালো দরিয়া খাঁ। উঠে দাঁড়িয়ে দরিয়া

খাঁ স্বগতোক্তি করলো, ব্যাটা বাস্তুঘুঘু, হুজুরকে বন্দী করেও তোর সাধ মেটেনি? তাকে আবার হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিস?

ছোরা বের করে বললো, দাঁড়া, তোর ব্যবস্থাই আগে করি। তারপর কাফি খাঁ আর কস্তুরী বাঈ!

নূরুদ্দীনের বুকে উপুর্যপরি কয়েক ঘা ছোরা মারলো দরিয়া খাঁ। নূরুদ্দীন আর্তনাদ করে উঠে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো আর দরিয়া খাঁ দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নূরুদ্দীনের আর্তনাদে অবশিষ্ট লোকজন ঘুম থেকে চমকে ওঠে 'ওরে বাপরে! খুন খুন' বলে জলসাঘর থেকে ছুটে পালালো। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল নূরুদ্দীনের।

শাহজাদা মুরাদের প্রতি মীরজুমলা তনয় আমিন খাঁর শ্রদ্ধা অত্যন্ত প্রগাঢ়, ভালোবাসা ও বিশ্বাস অত্যন্ত গভীর। তার প্রতি আমিন খাঁর মতো এত গভীর শ্রদ্ধা ভালোবাসা মোঘলদের কম অমাত্যের মধ্যেই আছে। শাহজাদা মুরাদের কোন অমাত্যদের মধ্যে তো নেই-ই, শাহজাদা আওরঙ্গজেবের কিছু কিছু অমাত্যের চেয়েও মুরাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আমিন খাঁর অনেক বেশি।

শাহজাদা মুরাদের সাথে মুখোমুখি বাক্যালাপের আগেও শাহজাদা মুরাদকে মোটামুটি একজন সৎ ব্যক্তি হিসাবেই মনে করতো আমিন খাঁ। দুষ্ট জনদের দুর্নাম সে বিশ্বাস করতো না। শাহজাদা মুরাদ যে সত্যিই একজন অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি, সরল, সৎ ও মহৎ জন— আমিন খাঁর এ ধারণা আরও মজবুত হয়েছে মালেকা বানুর খোঁজে কাফি খাঁর অনুচর বাহার খাঁর ছাউনিতে গিয়ে। মালেকা বানুকে একা পেয়ে সেনাপতি কাফি খাঁ মালেকা বানুর শ্লীলতাহানির উদ্দেশে মালেকা বানুকে জড়িয়ে ধরে আর সেই মুহূর্তে চাবুক হাতে শাহজাদা মুরাদ এসে কাফি খাঁকে তিরস্কার করা শুরু করেন। এতে করে গুপ্তচরকে শাস্তি দিচ্ছি বলে কাফি খাঁ মালেকা বানুকে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের গুপ্তচর হিসাবে চালিয়ে দিতে চান।

এই মুহূর্তে আমিন খাঁ সেখানে এসে সে কথার প্রতিবাদ করলে আমিন খাঁও একজন গুপ্তচর এবং গুপ্তচরগিরি করতে সেখানে এসেছে কাফি খাঁ এই দাবী করেন। এই দাবীর প্রেক্ষিতে আমিন খাঁ দীপ্ত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, সত্যিই সে গুপ্তচর আর গুপ্তচররূপেই সে সেখানে এসেছে।

আমিন খাঁর সাহস দেখে শাহজাদা মুরাদ বিস্মিত হন। তিনি আমিন খাঁকে রোষভরে বলেন, তোমার সাহস তো বড় কম নয়?

আমিন খাঁ বলে, সাহসের বেসাতি করেই জীবিকা অর্জন করি জাঁহাপনা! সাহস তো আমাদের কম হলে চলে না।

এ কথায় আরো অধিক বিস্মিত হন শাহজাদা মুরাদ। তার কথা সত্য কিনা জানতে চাইলে আমিন খাঁ শাহজাদা আওরঙ্গজেবের পাঞ্জা বের করে শাহজাদা মুরাদকে দেখায়। বড় ভাইয়ের পাঞ্জা দেখে চমকে ওঠেন শাহজাদা মুরাদ। তিনি আমিন খাঁর নাম পরিচয় জানতে চান। আমিন খাঁ তার নাম ও পিতার নাম বললে, আমিন খাঁ সিপাহসালার মীর জুমলার সেই বীর পুত্র জেনে শাহজাদা মুরাদ খুশিতে বিহ্বল হয়ে যান এবং বলেন, 'ভাগ্যবানের বোঝা নাকি স্রষ্টাই বহন করেন' কথাটা দেখছি ঠিকই।

আমিন খাঁ জিজ্ঞাসু নেত্রে তার দিকে চেয়ে রইলে তিনি বলেন, নইলে কারো ভাগ্যে সোনা আর কারো ভাগ্যে আবর্জনা জুটবে কেন?

বলার সময় শাহজাদা মুরাদ প্রথমে আমিন খাঁকে ও পরে কাফি খাঁকে ইংগিত করেন। এর অর্থ হলো, বড় শাহজাদা ভাগ্যবান তাই আমিন খাঁর মতো সোনা তাঁর ভাগ্যে জুটেছে আর তিনি নিজে (শাহজাদা মুরাদ) ভাগ্যহীন হেতু তার ভাগ্যে কাফি খাঁর মতো আবর্জনা জুটেছে।

শাহজাদা মুরাদ তাকে সোনা বলে অভিহিত করায় শাহজাদার নির্মল অন্তর দেখে আমিন খাঁ মোহিত হয়ে যায় এবং তিনি যে সত্যিই একজন সৎ ও মহৎ জন, আমিন খাঁর এ ধারণা সেদিন থেকে মজবুত হয়ে যায়।

www.boighar.com

এমনই একজন মহৎ জনের প্রাণ কাজীর বিচারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে আমিন খাঁ যারপরনাই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তাঁকে বাঁচানোর কি উপায় করা যায় চিন্তা করে আমিন খাঁ এদিক ওদিক ছুটোছুটি করার পর অবশেষে বকশী আসাদ খাঁর বাড়িতে এসেছে আসাদ খাঁ সাহেবের পরামর্শ চাইতে। আসাদ খাঁ সাহেবের বাড়িতে এসে আমিন খাঁ আপন মনে বলছে, একটা অমূল্য প্রাণ এইভাবে ঝরে যাবে আর সবাই এমনইভাবে নীরবতা পালন করবে? না, না, এ হতে পারে না, কিছুতেই না। আগে বকশী সাহেবের সাথে বোঝাপড়াটা করে নিই, তারপর—

বইঘর.কম ও রোকন

আমিন খাঁর কথা শুনে বক্‌শী সাহেবের বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন সিপাহসালার শায়েস্তা খান। বললেন, বকশী সাহেব মকানে নেই। উনি এখন দরবারে। তুমি কিসের বোঝাপড়া করতে চাও নওজোয়ান?

শশব্যস্তে কুর্নিশ করে আমিন খাঁ বললো, এই যে আপনি? আমি ছোট শাহজাদার কথা বলছি খান-ই-খান্দান। কাজীর বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডও তো হতে পারে। এক্ষেত্রে কি আমাদের কিছুই করার নেই?

শায়েস্তা খান সাহেব বললেন, আছে। ফরিয়াদিদের অনুরোধ করে থামাতে পারলেই মুরাদের এই মুসিবতটা কাটিয়ে দেয়া যায়।

খান-ই-খান্দান!

জাঁহাপনা এ ব্যাপারে যথাসাধ্য করছেন। আমরাও করছি। তুমিও যদি কিছু করতে চাও, তাহলে তোমাকে গুজরাটে যেতে হবে। পারবে?

অবশ্যই পারবো জনাব। বলুন, কি করতে হবে সেখানে গিয়ে?

সেখানে আলী নকীর স্ত্রী আছেন। তার আরো আত্মীয়-স্বজন আছেন। খাদেম আলীকে শান্ত করার জন্যে তাদের হাতে পায়ে ধরতে হবে। এই কাজে পাঠানোর মতো উপযুক্ত আর বিশ্বস্ত লোক খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি পারবে নওজোয়ান?

আমিন খাঁ আগ্রহভরে বললো, আমি তৈয়ার সিপাহসালার, আমি তৈয়ার।

তাহলে আর সময় নেই আমিন খাঁ। যদি পারো এক্ষুণি গুজরাটে যাত্রা করো, ঐ অভাগাটার জন্যে যদি পারো, এক্ষুণি কিছু করো।

ধরা গলায় সিপাহসালার শায়েস্তা খান সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমিন খাঁ বিপুল উদ্যমে বললো, শুধু গুজরাটে কেন, এমন একটা প্রাণ বাঁচানোর জন্যে প্রয়োজন হলে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছুটতে আমি প্রস্তুত।

ছুটে বেরিয়ে যেতে গিয়ে থেমে গেল আমিন খাঁ। তার মনে পড়ে গেল মালেকা বানুর কথা। তাই সে ফের বলে উঠলো, কিন্তু মালেকা? এত দূরে যাচ্ছি মালেকাকে কিছু না জানিয়েই? মালেকাকে তো আমার সেই চরম সিদ্ধান্তের কথাটা জানানো প্রয়োজন! তাদের গৃহেই যখন এসেছি।

কিঞ্চিৎ চিন্তা করলো আমিন খাঁ। এরপরে হাঁক দিলো এ্যায়, কুই হ্যায়?

আমিন খাঁর সামনে এলো খোদ মালেকা বানু। কুর্নিশ করে বললো, আদেশ করুন সাহেবজাদা।

মালেকা বানুকে দেখে আনন্দ বিস্ময়ে আমিন খাঁ বললো, এ্যাঁ! এ কি মালিকা বানু! তুমি!

মালেকা বানু বললো, বাঁদী হাজির। আদেশ করুন।

আমিন খাঁ বললো, আমি যে মনেপ্রাণে তোমার কথাই ভাবছিলাম মালেকা!

অবোধ পেয়ে ভাড়াচ্ছেন কেন?

সত্যি বলছি মালেকা। তুমি বিশ্বাস করো।

কেমন করে আর বিশ্বাস করি? দীর্ঘদিনের এই লুকোচুরির খেলায় আমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি সাহেবজাদা।

প্রতীক্ষার দিন আমাদের শেষ মালেকা। বকশী সাহেব খোশদীলে সম্মতি দান করেছেন। জরুরি প্রয়োজনে গুজরাট যাচ্ছি, তাই এই মুহূর্তে কিছু করতে পারছিনে। তবে গুজরাট থেকে ফিরেই এই লুকোচুরির অবসান ঘটাবো মালেকা। এরপর আল্লাহ চাহে তো আমরণ কাল আমরা দু'জন একদম পাশাপাশি থাকবো। আর বিচ্ছিন্ন হবো না।

সত্যি বলছেন?

সত্যি সত্যি সত্যি!

তৃপ্তির আবেশে আমিন খাঁর বুকের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললো, সাহেবজাদা!

মালেকার মাথায় হাত বুলিয়ে আমিন খাঁ বললো, মালেকা বানু!

সহসা সেখানে বান্দা এসে হাজির হলো। বললো, বিবি সাহেবা!

ওদের ঐ অবস্থায় দেখে বান্দা জিহ্বায় কামড় খেয়ে বলে উঠলো, এ্যাঁ!

এরপর জনান্তিকে বললো, তা আমার কি দোষ?

আমিন খাঁও চমকে উঠে সরে দাঁড়িয়ে বললো, কে?

বান্দা বললো, আমি যাই।

দাঁড়াও!

জি, পরে আসবো।

বান্দা চলে যাওয়ার উপক্রম করলো। আমিন খাঁ ধমক দিয়ে বললো, দাঁড়াও বেত্তমিজ।

থেমে গেল বান্দা। বললো, জি?

কেন এসেছিলে?

না, মানে তেমন কিছু নয়।

তেমন কিছু নয় তো এলে কেন?

তা মানে আমার কি দোষ? আমি কি আর জানি যে, আপনারা...

খামুশ কমবখত!

বইঘর.কম ও রোকন

বান্দা চমকে উঠে বললো, জি হুজুর! আমি যাই।

মালেকা বানু বললো, এই শোনো, কেন এসেছিলে তাই বলো?

মানে, শাহানশাহ আপনাকে তলব দিয়েছেন।

মালেকা বানু বললো, শাহানশাহ আমাকে তলব দিয়েছেন?

জি। এক্ষুণি দেখা করতে বললেন।

এক্ষুণি?

জি, শাহানশাহ আপনার এন্তেজারে আছেন। আপনাকে নাকি কোথায় পাঠাবেন।

এ্যাঁ! সে কি?

মালেকা বানু আমিন খাঁর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো। আমিন খাঁ বললো, চলো, আমি তোমাকে এগিয়ে দিচ্ছি।

মালেকা বানুকে নিয়ে আমিন খাঁ চলে গেল। বান্দা হাঁফ ছেড়ে বললো, যা বাব্‌বা! একটা মস্তবড় ফাঁড়া থেকে বেঁচে গেলাম। উহ! কী ফ্যাসাদেই না পড়েছিলাম! যত্তোসব। তোমরা করছো মজাছে মুহাব্বত, আর আমি তা হঠাৎ দেখে ফেলেছি বলেই হয়ে গেল কমবখ্‌ত? তা বখত যদি আমার কমই না হবে, তাহলে আর এই বান্দাগিরি করবো কেন?

সামনের এক আসনে বসে সে বললো, তা না হলে কবে তোমাদের মতো হোমড়া-চোমড়া সেজে এইভাবে মসনদে বসে হুকুম ছাড়তাম— এ্যায় কুই হ্যায়।

www.boighar.com

মুখোশ আঁটা কাফি খাঁ এসে কুর্নিশ করে বললেন, হুজুর!

ধড়মড় করে আসন থেকে উঠে বান্দা কাঁপতে কাঁপতে বললো, ওরে বাপরে। গর্দানটা গেল রে!

কাফি খাঁ বললেন, কে গেল?

না মানে, ইয়ে—

কাফি খাঁ চাপা কণ্ঠে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ! কে গেল বল?

জি? মানে ঐ মালেকা মানে মালেকা বিবি।

কোথায় গেল?

শাহানশাহর কাছে।

কেন গেল?

তা মানে?

ছোরা বের করে কাফি খাঁ বললেন, ঠিক করে বল্?

বইঘর.কম ও রোকন

বান্দা আঁতকে উঠে বললো, জি মানে, বিবি সাহেবাকে গোয়ালিয়র যেতে হবে।

ঠিক জানিস?

জি হুজুর, আমি তাই শুনেছি।

কাফি খাঁ স্বগতোক্তি করলেন, বটে! তুমিও তাহলে দলে আছো? ঠিক হ্যায়! আগে বাঘটার বিচার হয়ে যাক, তারপর তোমার পালা!

কি বাবা?

কিছু না।

কি যে বললেন?

চুপ!

আপনি কে বাবা?

কাফি খাঁ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, তোর বাবা।

কুর্নিশ করতে করতে বান্দা বললো, সেলাম বাবা, সেলাম!

খামুশ কমবখত!

কাফি খা ক্রোধ ভরে বেরিয়ে গেলেন।

বান্দা পুনরায় হাঁফ ছেড়ে বললো, উহ! কোনমতে এ ফাঁড়াটাও বেঁচে গেলাম। না বাবা, এতো কমবখ্ত নিয়ে এখানে আরো থাকলে হয়তো এর পরেরটায় বখ্ত বেটে খেলেও জানটা আর বাঁচবে না। ভালোয় ভালোয় কেটে পড়াই বেহতর।

দৌড় দিলো বান্দা!

গোয়ালিয়র দুর্গের অভ্যন্তরে ফুল বাগান। সেই ফুল বাগানে বসে একমনে মালা গাঁথছে সরস্বতী আর গান গাইছে গুন গুন করে। শাহজাদা মুরাদ এসে তার পেছনে দাঁড়ালেন। সরস্বতীর গান গাওয়া আর মালা গাঁথা শেষ হলে তিনি হাত তালি বাজিয়ে বললেন, তোফা, তোফা!

শাহজাদাকে দেখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সরস্বতী বাঈয়ের মুখমণ্ডল। সে আনন্দ বিস্ময়ে বললো, কে? এ কি আলীজা?

শাহজাদা হাসি মুখে বললেন, তাই তো মনে হয় সরস্বতী।

সরস্বতী বললো, আমার প্রাণপাখী? আমার প্রিয়তম?

বইঘর.কম ও রোকন

শাহজাদা মুরাদের গলায় একটি মালা আগে থেকেই ছিল। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে সরস্বতী বাঈ তার হাতের মালাটিও মুরাদের গলায় পরিয়ে দিল। শাহজাদা মুরাদ বিহ্বল কণ্ঠে বললো, আর কত মালা পরাবে সরস্বতী?

সরস্বতী মুদ্রিত নয়নে বললো, প্রিয়তম!

শাহজাদা বললেন, কবে, কখন, কি করে কিছু সওয়াব বোধ হয় হঠাৎ আমি কামাই করে ফেলেছিলাম সরস্বতী। সওয়াব কিছু কামাই করা না থাকলে এমন দুর্দিনে তোমাকে আমি পেয়ে গেলাম কিসের বলে? বন্দী আমি ঠিকই, কিন্তু বন্দীত্বের দুর্বিষহ জ্বালা শুধু তোমার জন্যেই আমাকে এক বিন্দুও স্পর্শ করতে পারলো না। এই কারাগার আর কারাগার রইলো না, এটা এখন এক লোভনীয় আনন্দকুঞ্জ।

এটা আমারও এক পরম সৌভাগ্য আলীজা। জীবনে যে এত নিবিড় করে আপনাকে পাবো, এটা আমারও কল্পনাতীত ছিল।

এত সুখ বুঝি আর আমাদের সইলো না সরস্বতী!

কেন জনাব?

দেওয়ান আলী নকীকে হত্যার অপরাধে কাজীর দরবারে আমার বিচার চলছে, শুনেছো তো?

হ্যাঁ, তা শুনেছি। কিন্তু তাতে আর এমন কি হবে? কারাগারে তো রেখেছেই, আর কি দণ্ড দেবেন তারা।

ম্লান হাসি হেসে শাহজাদা মুরাদ বললেন, প্রাণদণ্ডও দিতে পারেন।

চমকে উঠলো সরস্বতী বাঈ। কম্পিত কণ্ঠে বললো, প্রাণদণ্ড? এ কি বলছেন আলীজা! এ কি অসম্ভব কথা!

শাহজাদা মুরাদ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, অন্তত আমি যদি কাজী হতাম আর বিচারকে ফাঁকি না দিতাম, তাহলে প্রাণদণ্ডের আদেশই দিতাম। অপরাধটা তো আর লঘু নয়!

উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে সরস্বতী বাঈ বললো, তাহলে আপনি চুপ করে বসে আছেন কেন জনাব? কোন তদবির করবেন না? যদি প্রাণদণ্ডই হয়?

আমার সম্রাট ভাই বেঁচে থাকতে তা যদি হয়, তাহলে বুঝবো, ওটিই আমার নসীব। শত তদবিরেও ফল হবে না সরস্বতী।

আলীজা!

আমায় বন্দী করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আমার মৃত্যুটাও চাইবেন তিনি! না, না, এ অসম্ভব! এ হতে পারে না।

জনাব!

বইঘর.কম ও রোকন

আমার ভাইকে আমার চেয়ে অধিক কেউ জানে না সরস্বতী। তার দীলে আর যাই থাক, আমার জন্যে আছে সেখানে সীমাহীন দুর্বলতা। আমার প্রাণদণ্ড আমার চেয়ে তার বুকেই বাজবে বেশি। অনেক অনেক বেশি।

কিন্তু!

ওসব কথা থাক সরস্বতী। যা হবার তা হবেই। ও নিয়ে ভেবে ফায়দা নেই।

অদূরে বাহার খাঁর গলা শোনা গেল। সে ডাক দিলো বাহাদুর নেপথ্য থেকে বাহাদুর বললো, হুজুর!

বাহার খাঁ বললো, এদিকে এসো।

সচকিত হয়ে উঠে সরস্বতী বাঈ শাহজাদা মুরাদের মুখের দিকে তাকালো। বললো, ওমা! ওরা কারা?

শাহজাদা বললেন, দুর্গের দ্বারী প্রহরী। চলো, আমরা ভেতরে যাই।

জি, তাই চলুন।

শাহজাদা মুরাদ ও সরস্বতী সেখান থেকে চলে গেল। তীক্ষ্ণ নজরে দেখে বাহার খাঁ বললো, উহ! কী খুবসুরাত!

বাহাদুরকে উদ্দেশ্য করে বললো, বাহাদুর!

বাহাদুর বললো, হুজুর!

বাহার খাঁ বললো, সুরাতটা কেমন লাগলো?

বাহাদুর বললো, তা যেমনই লাগুক, বেল পাকলে কাকের কি হুজুর?

বটে! যদি পড়ে ফেটে যায়?

মানে?

যদি শাহজাদার প্রাণদণ্ড হয়, তাহলে ঐ খুবসুরাতটা কার ভোগে লাগবে বলতো?

তাহলে শেয়ালের হুজুর।

শেয়ালের!

হ্যাঁ হুজুর। সিংহের এঁটো তো শেয়ালেই খায়।

তার অর্থ?

ঐ যে ঐ আধ পাগলা রক্ষীটার সাথে বিবিজানের খুব পিরীত হুজুর। সব সময় ওদের সে কি ফাসুর-ফুসুর! www.boighar.com

বটে! সিংহের উচ্ছিষ্ট এবার বাঘে খাবে। তাহলে ঐ নতুন রক্ষীটাকে ডেকে দাও।

সে কি হুজুর! তাকে এসব কথা বলে লাভ কি?

আছে। যে মাছে যে টোপ খায়, সেই টোপই বড়শীতে গাঁথতে হয়। রক্ষীটা খুব বাধ্য। ওকে দিয়েই সুন্দরীকে বাগে আনতে হবে।

এখনই তাকে সে কথা বলবেন হুজুর?

হ্যাঁ। আগে থেকেই সব পথ-ঘাট ঠিক করে রাখতে হয়, নইলে পরে সময় থাকে না।

জি আচ্ছা, হুজুর!

যাও।

জি।

বাহাদুর চলে গেল। বাহার খাঁ আপন মনে বললো, এরই নাম নসীব! গড়াতে গড়াতে সুন্দরী শেষে— হা হা হা! তা আমার দোষ কি? যো আপছে আপ আতা হ্যায়, উত্ত হালাল হ্যায়!

খবর: কাজীর আদালতে শাহজাদা মুরাদের যে বিচার চলছে, আজকেই সে বিচারের রায় দেবেন কাজী সাহেব। এই খবর পাওয়া মাত্র শাহানশাহ আওরঙ্গজেব অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বিচারটা এক তরফা। শাহানশাহ জানেন, কাজীর আদালতে প্রাণ গেলেও হাজির হবে না তার অভিমানী ভাই মুরাদ। এক তরফা বিচারে কাজী সাহেব গুরুতর কোন দণ্ড দেবেন না, এমনই বিশ্বাস শাহানশাহর। তবু সংসয় অর্থাৎ ভয় ফুরাচ্ছে না তার। কাজী সাহেব শেষ পর্যন্ত কি রায় দেবেন কে জানে!

কাজী সাহেবের রায়টা শোনার জন্যে শাহানশাহ উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছেন। নিজে তিনি কাজীর দরবারে যেতে পারেন না। তিনি শাহানশাহ। কাজী কর্মচারী। শাহানশাহর পক্ষে তাঁর কর্মচারীর বিচার দেখতে অর্থাৎ রায় শুনতে যাওয়াটা অত্যন্ত অশোভনীয় ব্যাপার। আত্মসম্মানের প্রশ্ন। তাই নিজে না গিয়ে শাহানশাহ বান্দাকে পাঠিয়েছেন রায় শুনে আসার জন্যে।

বান্দাকে পাঠানোর পর থেকে শাহানশাহ অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। একবার ঘর একবার বাইরে অর্থাৎ অস্থিরভাবে ঘরে বাইরে করছেন। ব্যাপারটা কাউকে বলতে পারছেন না হেতু নিজে নিজেই দগ্ধ হচ্ছেন যন্ত্রণায়। বান্দার ফিরে আসার পথের দিকে তাই অধীর আগ্রহে চেয়ে আছেন শাহানশাহ।

অবশেষে ফিরে এলো বান্দা। বিবর্ণ বিষণ্ন বদনে কুর্নিশ করে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো সে। অশ্রুভারে ছলছল করতে লাগলো তার দুই চোখ। তাকে

দেখেই আঁৎকে উঠলেন শাহনশাহ। কেঁপে উঠলো তাঁর হৃৎপিণ্ড। তিনি কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কি খবর এনেছো? রায় দিয়েছেন কাজী সাহেব?

ততোধিক কম্পিত কণ্ঠে বান্দা বললো, জি খোদাবন্দ!

কি রায় দিলেন?

প্রাণদণ্ড!

আর কথা বলতে পারলো না বান্দা। কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে এলো! শুনেই উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেলেন শাহানশাহ। লুপ্ত হয়ে গেল তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, প্রাণদণ্ড! অসম্ভব! এ তুমি কি বলছো বেয়াকুফ? আমি সম্রাট। আমার ভাইয়ের প্রাণদণ্ড? অসম্ভব, অসম্ভব!

বান্দা চোখ মুছে বললো, কাজী সাহেব এই রায়ই দিলেন জাঁহাপনা!

কাজী সাহেব? বটে! এত স্পর্দ্ধা সেই গোলামের গোলাম কাজীর? সম্রাটের সাথে বেঈমানী? এ্যায়, কুই হ্যায়? ঐ বেয়াদব কাজীর মাথাটা...

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বান্দা সশব্দে বললো, জাঁহাপনা!

সম্বিত ফিরে এলো শাহানশাহর। স্বপ্নোত্থিতের মতো তিনি বললেন, এ্যাঁ! তাই তো! আমি এ কি বলছি? আমি কি পাগল হয়ে গেলাম?

গলা ঝেড়ে নিয়ে বান্দা বললো, শাহজাদা যদি কাজীর দরবারে একবার হাজির হতেন আর আসল ঘটনা বলতেন, তাহলে হয়তো রায়টা এমন একতরফা বা এত কঠিন হতো না। কিন্তু শাহজাদা কিছুতেই আসতে রাজী হলেন না।

শাহানশাহ বললেন, আসবে না। আমি জানি সে হতভাগা যে আমারই মুখের দিকে চেয়ে আছে।

এই সময় মালেকা বানু এসে হাজির হলো। কুর্নিশ করে বললো, আপনার অনুমান সত্য জাঁহাপনা। তিনি আপনার উপর ভরসা করেই নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন।

www.boighar.com

ভালো করে লক্ষ্য করে শাহানশাহ আওরঙ্গজেব বললেন, এ্যাঁ! ও তুমি? তুমি গিয়েছিলে গোয়ালিয়র?

মালেকা বানু বললো, জি, হ্যাঁ, জাহাপনা।

কি বললে সে?

তিনি অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন তাঁর আর কোন উম্মিদ নেই। তিনি শুধু বেঁচে থাকতে চান।

ওহ! চুপ করো, চুপ করো, আমি পাগল হয়ে যাবো।

বইঘর.কম ও রোকন

আপনার কি কিছুই করার নেই জাঁহাপনা?

হায়রে আমার নসীব! যেহেতু আমি সম্রাট, সেহেতু সবার ধারণা আমি আসমানকে জমিন আর জমিনকে আসমান বানাতে পারি। কিন্তু আমি যে আমার নিজের হাতেই বাঁধা, এ কথা কেউ বোঝে না।

মেহেরবান!

আমি সম্রাট, অথচ আমার ভাইকে রক্ষে করার ক্ষমতা আমার নেই— এ কথা কে বিশ্বাস করবে মা? আমি জানি, ইতিহাসও একথা মানতে চাইবে না। কিন্তু ঐ ইতিহাসে এই আসল কথাটাই লেখা থাকবে না যে, ন্যায় বিচারের প্রশ্নে শুধু ভাই-বেরাদর কেন, আওরঙ্গজেব নিজেকেও ক্ষমা করে না।

আলমপনা!

নিজেকে দিয়ে অন্যকে বিচার করা মানুষের স্বভাবগত প্রবৃত্তি। যেহেতু এ দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই অসৎ আর স্বার্থপর, ঈমানদারের সংখ্যা অতি অল্প। বড় রকমের ব্যতিক্রম আরো অধিক দুর্লভ, সেহেতু এ দুনিয়ার মানুষ আমার এই আসল দিকটা দেখবে না। দেখার তাকতও তাদের নেই, নেই তাদের সেই দীল, সেই কলিজা।

খোদাবন্দ!

তারা তাদের নিজের চরিত্র দিয়ে আমার বিচার করবে মালেকা, আমার ইতিহাস লিখবে।

অন্তর যাদের দূষিত, আপনার এই মহত্ত্ব বুঝে ওঠার ক্ষমতা, ইচ্ছা বা আগ্রহ যে আদৌ তাদের থাকবে না, নির্মম হলেও একথা সত্য জাঁহাপনা।

এই হলো আমার প্রকৃত অবস্থা। কি যে আমি করি এখন...

একটা কিছু করুন জাঁহাপনা। শাহজাদার বিশ্বাসটা এভাবে ধূলিসাৎ হতে দেবেন না। পথ একটা দেখুন!

শাহানশাহ এ কথায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আকুলি-বিকুলি করে উঠে বললেন, পথ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পথ। পথ আমার চাই-ই একটা। পথ আমার চাই-ই।

অতঃপর বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বান্দা!

বান্দা কুর্নিশ করে বললো, জাঁহাপনা!

শাহানশাহ বললেন, জাফর খাঁ সাহেব, আসাদ খাঁ সাহেব, মামু সাহেব যাকে পাও, আমার সালাম দাও। এক্ষণি।

জো হুকুম মালেক!

বইঘর.কম ও রোকন

বান্দা দ্রুত ছুটে গেল। মালেকা বানু বললো, আর তিন দিন পরেই প্রাণদণ্ড! কাজী সাহেবের সুস্পষ্ট রায়। তার হুকুম! এই সময়ের মধ্যেই শাহজাদাকে কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পারলে সমস্যা চুকে যায় জাহাপনা!

মালেকা বানু!

পরে নতুন করে আবার বিচার প্রার্থনা করা যেতে পারে। রায় তো এক তরফা হয়েছে জনাব! আসামীর অনুপস্থিতিতে ফাঁসির হুকুম। উদ্বেলিত কণ্ঠে শাহানশাহ বললেন, পারবে, পারবে মা, আমার অগোচরে তাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারবে?

কাবুল, কান্দাহার, বুখারা, সিস্তান।

মালেকা বানু ইতস্তত করে বললো, তা মানে আমি?

শাহানশাহ বললেন, কাউকে বিশ্বাস নেই মা, কাউকে বিশ্বাস নেই। সুযোগ পেলেই হয়তো তাকে মেরে ফেলবে। তুমি একজন জেনানা হয়ে আমার যে বিশ্বাস অর্জন করেছো, অনেক মর্দানা তার কণামাত্রও পারেনি।

তা আদেশ হলে আমি কোশেশ করে দেখতে পারি জনাব।

আমি আদেশ দিতে পারবো না মা। পারলে তুমি নিজ গরজে যাও, দরকার হলে আরো দু'টি পাঞ্জা নিয়ে যাও।

সংবাদ পেয়েছি, গুজরাট থেকে ফিরে আমিন খাঁ সাহেব দুর্গের কাছেই অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁর সাহায্য নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করবো জাঁহাপনা।

আমি আর ভাবতে পারিনে। যদি পারো, তোমরা বাঁচাও, ঐ হতভাগাকে বাঁচাও।

টলতে টলতে পাশের কক্ষে চলে গেলেন শাহানশাহ আওরঙ্গজেব। সেই দিকে চেয়ে মালেকা বানু বললো, দোআ করুন জাঁহাপনা, আমরা যেন কামিয়াব হতে পারি!

৮

শাহানশাহ আওরঙ্গজেবসহ আরো অনেকেই অনেক চেষ্টা করেছেন শাহজাদা মুরাদকে বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে শাহজাদা মুরাদকে বাঁচানোর জন্যে যে সর্বাধিক চেষ্টা করছে, সে শাহজাদা মুরাদের প্রিয় ও বিশ্বস্ত

বইঘর.কম ও রোকন

ভৃত্য দরিয়া খাঁ। একজন ভৃত্যের এমন জান ছেড়ে দিয়ে মুনিবকে বাঁচানোর চেষ্টা করার নজীর পৃথিবীতে দুর্লভ। এই ভৃত্যের প্রতি শাহজাদা মুরাদের বিশ্বাস ও স্নেহই দরিয়াকে এভাবে জান কোরবান করতে উৎসাহিত করেছে। দরিয়া খাঁর বিশ্বাস, জানটা কোরবান করে শাহজাদা মুরাদকে বাঁচাতে পারলে তবেই তার জনমটা সার্থক হবে। এই কাজে জান দেয়ার জন্যেই সে ছদ্মবেশে গোয়ালিয়র দুর্গে ঢুকেছে আর জানের চরমতম ঝুঁকি নিয়েই সে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছদ্মবেশে বিভিন্ন স্থানে ছুটোছুটি করছে। www.boighar.com

এক্ষণে সে গোয়ালিয়র দুর্গের বাইরে এসেছে শাহজাদা মুরাদকে দুর্গ থেকে বের করে দেয়ার ফাঁক-ফোঁকরের খোঁজে। সেই সাথে দুর্গের সম্মুখস্থ পথের উপর ঘুরছে প্রধান দুশমন কাফি খাঁর দুশমনীর প্রতিশোধ নিতে।

দরিয়া খাঁর এখন ভিক্ষুকের ছদ্মবেশ। খোঁড়া ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে সে কুঁজো হয়ে পথে পথে ঘুরছে আর বলছে, ইয়া মওলা! ইয়া মালেক! অধম অচল বাবা, একটা পয়সা বাবা!

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এইভাবে আবেদন করার পরে সে চারদিক দেখে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং আফছোস করে বলতে লাগলো, পারলাম না জাঁহাপনা! আপ্রাণ চেষ্টা করেও আপনাকে বাঁচাতে পারলাম না। বেঈমান কাফি খাঁর চক্রান্তেই সব উলটপালট হয়ে গেল। আর একদিন পরেই প্রাণদণ্ড! উহ! সময় বড় সংকীর্ণ। এর মধ্যেই আমাকে যা কিছু করণীয়, করতে হবে।

আবার দরিয়া খাঁ কুঁজো হয়ে হাঁটতে লাগলো আর বলতে লাগলো, একটা পয়সা বাবা, অধম লাচার বাবা! খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরিয়া খাঁ অন্য দিকে চলে গেল। একটু পরেই কাফি খাঁ সেখানে এসে উৎকট হাসি হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, হা হা হা! কেল্লাফতে! কাজীর বিচারে মুরাদের প্রাণদণ্ড। হা হা হা! প্রাণদণ্ডের খবর শুনে ডুকরে উঠলে কেন আওরঙ্গজেব? আলী নকীর ছেলে তোমার কথা রাখলো না? হা হা হা! কাফি খাঁর খেলের সাথে পাল্লা দেবে তুমি? ছি! দাঁড়াও, আবার আর এক খেলা এখনই শুরু করাছি। মালেকা বিবি আসছে না? কেন আসছে তাও জানি। শুধু ঐ বিবিজানই জানে না যে, তার পালকিটার ঐ সামনেই যারা ওঁৎ পেতে আছে তারা আমারই অনুচর। হা হা হা!

একটু পরেই অদূরে মালেকা বানু আর্তনাদ করে উঠলো, বাঁচাও, বাঁচাও!

কাফি খাঁ বললেন, হা হা হা! ঐ শুরু হয়েছে খেল!

মালেকা বানু আবার আর্তনাদ করে উঠলো, কে কোথায় আছো, বাঁচাও, বাঁচাও!

কাফি খাঁ উচ্চ কণ্ঠে বললেন, ভয় নেই, ভয় নেই। এদিকে এসো।

আলুথালু বেশে মালেকা বানু তার কাছে ছুটে এসে বললো, বাঁচাও, বাঁচাও!

এরপরেই কাফি খাঁকে দেখে মালেকা বানু চমকে উঠে বললো, এ্যাঁ! এ কি, কে?

কাফি খাঁ বললেন, হু হু হু! সেই সেই ঘরেই এলে সুন্দরী, কিন্তু বড় তেল পোড়ালে।

আপনি! মানে তুমি? বাঁচাও, বাঁচাও!

মালেকা বানু দৌড় দিয়ে পালাতে গেল। কাফি খাঁ খপ করে তার হাত ধরে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন, কোথায় যাবে সুন্দরী? এসো, এখানেই একটু পেয়ার করে নিই।

মালেকা বানু চিৎকার করে বললো, ছাড়, ছেড়ে দে শয়তান!

তা কি হয়? এসো।

সেনাপতি কাফি খাঁ মালেকা বানুকে সজোরে আকর্ষণ করলেন। দূর থেকে দরিয়া খাঁ বলতে লাগলো, অধম লাচার বাবা; একটা পয়সা দাও বাবা!

কাফি খাঁ বিব্রত কণ্ঠে বললেন, ওহ! হলো না! লোক আসছে। এখান থেকে সরতে হবে। আড়ালে যেতে হবে। এসো, এসো, শিগ্গির।

মালেকাকে টানতে লাগলেন। মালেকা বানু কয়েকবার 'ছাড় ছাড়' বলে কাফি খাঁর হাতে সজোরে কামড় দিলো। কাফি খাঁ আর্তনাদ করে উঠে বললেন, উহ! তবে রে শয়তানী! তাহলে মর এখানে।

বলেই মালেকাকে সবলে কয়েক বার ছুরিকাঘাত করলেন। মালেকা আর্তনাদ করে এক পাশে লুটিয়ে পড়লো। কাফি খাঁ অট্টহাসি হেসে ছুরিখানা সামাল করলেন। মালেকা বানুর আর্তনাদ ক্ষীণ হয়ে এলো। দরিয়া খাঁ আসতে আসতেই এই অঘটন ঘটে গেল! কাফি খাঁ প্রস্থানোদ্যোগ করলে তার সামনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভিক্ষুকরূপী দরিয়া খাঁ এসে দাঁড়ালো। সে কুঁজো হয়ে হাত পেতে বললো, অধম অচল বাবা! একটা পয়সা বাবা!

ফের বিব্রত হয়ে উঠে কাফি খাঁ বললেন, আহ! কে, কে তুই?

দরিয়া খাঁ বললো, অধম অচল বাবা! চার দিন হলো খাওয়া হয়নি!

খাওয়া হয়নি তো আমি কি করবো?

একটা পয়সা ভিক্ষে দাও বাবা। তোমার অশেষ কল্যাণ হবে।

আমার কল্যাণের দরকার নেই। তুই সর্।

বইঘর.কম ও রোকন

দোহাই বাবা, দয়া করো বাবা। তোমার পায়ে পড়ি বাবা। কাফি খাঁর সামনে এসে মিনতি করতে লাগলো। মালেকার দিকে চেয়ে কাফি খাঁ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, আহ! এতো এক আচ্ছা জঞ্জাল হলো দেখছি!

পয়সা বের করে ব্যস্তভাবে বললেন, নে! নিয়ে বিদেয় হ!

দরিয়া খাঁ কুঁজো হয়ে বাঁ হাত পেতে দিলো। কাফি খাঁ ঝুঁকে পড়ে যেই তার হাতে পয়সা দিতে গেলেন, দরিয়া খাঁ অমনি ডান হাত দিয়ে পলকে এক তীক্ষ্ণ ছোরা কাফি খাঁর পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। কাফি খাঁ আর্তনাদ করে উঠলেন। দু'হাতে পেট চেপে ধরে বললেন, আহ! কে, কে তুই শয়তান।

দরিয়া খাঁ আক্রোশ ভরে বললো, দরিয়া খাঁ! www.boighar.com

বলেই উপর্যুপরি আরো কয়েকটা ছোরার আঘাত করলে কাফি খাঁ টলতে টলতে শাটপার্ট জমিনে পড়ে গেলেন। অল্প একটু গড়াগড়ি দিয়ে কাফি খাঁর দেহ স্থির হয়ে গেল। দরিয়া খাঁ সক্রোধে বললো, প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

তরবারি হাতে সেখানে ছুটে এলো আমিন খাঁ। বললো, মালেকা, মালেকা! ভয় নেই ডাকাতেরা পালিয়েছে। কৈ, কোন্ দিকে গেলে?

ধরা গলায় দরিয়া খাঁ বললো, বড় দেরি হয়ে গেল নওজোয়ান।

মালেকার দিকে ইংগিত করে বললো, ঐ যে, মালেকা বানু, ঐ মাটিতে। হয়তো প্রাণটা নেই। তবু যদি থাকে, চেষ্টা করে দেখুন, যদি কিছু করতে পারেন। আমার এখন দম নেয়ারও সময় নেই।

ফটকের দিকে ছুটে গেল দরিয়া খাঁ। ভূলুণ্ঠিতা মালেকাকে দেখে চিৎকার করে উঠলো আমিন খাঁ, সে কি মালেকা!

ছুটে গিয়ে মালেকার কাছে বসলো এবং মালেকা বানুর মাথা কোলের উপর তুলে নিলো। মালেকা বানু অতি কষ্টে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, কে? সাহেবজাদা এসেছেন? আহ! ওহ! আর একটু আগে এলে শয়তান কাফী খাঁ...

আমিন খাঁ বললো, তোমার পালকি ওখানে পড়ে থাকতে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি মালেকা। আমি সেই থেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে।

মালেকা বানু অতি কষ্টে বললো, আহ! সাহেবজাদা, চিরদিন পাশাপাশি থাকার সেই কিসমত আর আমার হলো না সাহেবজাদা!

আমিন খাঁ আকুল কণ্ঠে বললো, মালেকা!

মালেকা বানু 'আহ! উহ! আহ!' করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। আমিন খাঁ আর্তনাদ করে উঠলো, মালেকা! মালেকা বানু!

গোয়ালিয়র দুর্গের অভ্যন্তর। কথা বলতে বলতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন শাহজাদা মুরাদ ও সরস্বতী বাঈ। শাহজাদা ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, না, না, দরিয়াকে বারণ করে দাও সরস্বতী! সে যেন আর কোনদিনই এভাবে মউতের ঝুঁকি নিয়ে না আসে।

সরস্বতী বাঈ বললো, আলীজা!

শাহজাদা মুরাদ বললেন, আমি এক আজব বন্দী সরস্বতী! শৃঙ্খল নেই, কারাগার নেই, তবু আমি বন্দী। অনন্ত ভোগ-বিলাসের মাঝে আমি এক অপূর্ব বন্দী! যে বন্দীর কিসমতে এত সুখ, মুক্তি তার বিশ্বমালিকের কাম্য নয় সরস্বতী। আমার মন বলছে মুক্তি আমার নেই। তুমি দরিয়াকে বারণ করে দাও।

বারণ করলেও যে সে শোনে না মেহেরবান। আপনার এতটুকু মঙ্গল সাধনের জন্যেও সে কি তার আগ্রহ!

অথচ যখন দিন ছিল, তখন তার কথা কোনদিনই বড় একটা ভাবিনি।

আলমপনা!

যেমন ভাবনি তোমার কথাও। যাক, এবার এলে আমাকে সংবাদ দিও।

আজ কয়দিন থেকে তাকে তো আর দুর্গের মধ্যে দেখছিনে। গেল কোথায়?

হয়তো দিল্লীতেই ছুটে গেছে।

কেন জাহাপনা?

আমার বিচারের নিষ্ফল তদ্বির করতে, আলী নকীর ছেলের অযথা হাত-পা ধরতে, কাজীর লোকদের বৃথা অনুরোধ করতে।

কেন জাহাপনা, তাতে তো ফলও কিছু হতে পারে?

ক্লিষ্ট হাসি হাসলেন শাহজাদা মুরাদ। বললেন, একে গুরুতর অপরাধ, তার উপর এক তরফা বিচার। ফল যে কি হবে, তা আমি ঠিকই জেনে রেখেছি।

সরস্বতী বাঈ কম্পিত কণ্ঠে বললো, আলীজা!

ওসব কথা থাক সরস্বতী। নসীবের উপর যখন কোন হাত নেই, তখন কি হবে আর ও সব ভেবে।

বইঘর.কম ও রোকন

না, না, আমি পারবো না, আমি তা সইতে পারবো না। তেমন কোন আশংকা দেখলে আমি আগেই পাষাণে মাথা ঠুকে মরবো। সরস্বতী বাঈ আকুলি বিকুলি করতে লাগলো। শাহজাদা মুরাদ তার চিবুক তুলে ধরে আবেগভরে বললেন, সরস্বতী!

মুরাদের বুকে মাথা রেখে সরস্বতী বাঈ বললো, প্রিয়তম!

জড়িত পদে বাহাদুর এলো সেখানে। কুর্নিশ করে বললো, হুজুর!

শাহজাদা মুরাদ বললেন, কে?

www.boighar.com

চমকে উঠে শাহজাদা ও সরস্বতী বাঈ সরে দাঁড়ালেন। একটা চিঠি বের করে বাহাদুর বললো, আপনার খত হুজুর!

শাহজাদা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, খত!

বাহাদুর বললো, জি হ্যাঁ, চিঠি।

শাহজাদা হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও।

চিঠি নিয়ে বললেন, যাও।

বাহাদুর বললো, জো হুকুম মালেক।

কুর্নিশ করে বাহাদুর চলে গেল। শাহজাদা মুরাদ চিঠি পড়ে চমকে উঠলেন আর জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন। সেই সাথে একটু সরে দাঁড়ালেন। উৎকণ্ঠিতভাবে সরস্বতী বাঈ বললো, কি জনাব?

শাহজাদা বললেন, এ্যাঁ! না, কিছু না।

কিছু না তো নিঃশ্বাস ফেললেন কেন? আমি দেখবো, কি লেখা আছে আমি দেখবো।

না, না, কিছু না সরস্বতী। কিছু না।

শাহজাদা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে গেলেন। সরস্বতী বাঈ বাধা দিয়ে কাতর কণ্ঠে বললো, দোহাই হুজুর, আপনার পায়ে পড়ি। আমি দেখবোই।

না, না, না সরস্বতী।

দোহাই আপনার, আমি দেখবো, আমি দেখবো।

শাহজাদা থমকে গিয়ে বললেন, এ্যাঁ! দেখবেই! বেশ, দেখো।

পত্রখানা সরস্বতীর হাতে দিয়েই উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে পালালেন শাহজাদা মুরাদ। পত্র পাঠ করে যারপরনাই চমকে উঠলো সরস্বতী বাঈ। চিৎকার করে বললো, সে কি! প্রাণদণ্ড!! কাল প্রত্যূষেই!!

প্রহরীর ছদ্মবেশে সরস্বতীর সামনে এসে দাঁড়ালো দরিয়া খাঁ।

নির্জীব কণ্ঠে বললো, বিবি সাহেবা!

বইঘর.কম ও রোকন

দরিয়াকে দেখে সরস্বতী বাঈ আর্তনাদ করে বললো, দ-রি-য়া!

ধীরে বিবি সাহেবা! ও নাম ধরে শব্দ করে ডাকবেন না।

সর্বনাশ হয়েছে দরিয়া, সর্বনাশ হয়েছে!

আমি জানি বিবি সাহেবা।

এখন উপায় কি দরিয়া? কাল প্রত্যূষেই যে প্রাণদণ্ড!

কোন উপায় নেই বিবি সাহেবা। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

কোনভাবেই হোক, একটা উপায় স্থির করো। তাকে উদ্ধার করতে আমার সর্বস্ব পণ।

কি উপায় স্থির করবো বিবি সাহেবা? সদর ফটক বাহার খাঁ নিজে পাহারা দিয়ে আছে। অন্য কেউ হলে না হয় একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতাম।

বাহার খাঁ? তাকে কি ওখান থেকে সরানো যায় না?

কি করে?

আর শরম করলে চলছে না দরিয়া! আমি যদি চেষ্টা করি?

চমকে উঠলো দরিয়া খা। বললো, বিবি সাহেবা!

সরস্বতী বাঈ বললো, তার হাবভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেছি সে আমার প্রতি আকৃষ্ট।

বিবি সাহেবা!

জাঁহাপনার উদ্ধারকল্পে আমার সর্বস্ব পণ। তাঁর প্রাণের চেয়ে আমার দেহ, প্রাণ, কোন কিছুর মূল্যই অধিক নয়।

তাহলে সত্যটা আমাকেও প্রকাশ করতে হচ্ছে বিবি সাহেবা। সে আপনার প্রতি সত্যিই আকৃষ্ট।

কি বললে?

বাহার খাঁ আমাকে চিনতে পারেনি। সে আমাকে তার খুব বাধ্য মনে করে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে আপনাকে তার হাতে তুলে দিতে। প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ না থাকায় এই মর্মজ্বালা আমি সেই থেকে মর্মে চেপে রেখেছি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সরস্বতী বাঈ বললো, আহ! তাহলে আর চিন্তা নেই দরিয়া। আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। আমি নানা প্রলোভনে তাকে ফটক থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবো। তুমি সেই ফাঁকে যা করার তা করবে।

কিন্তু—

আবার কিন্তু কেন দরিয়া?

বইঘর.কম ও রোকন

আপনার সম্ভ্রমের বিনিময়ে!

ও, এই কথা? ভয় নেই দরিয়া। আমার দেহ অপবিত্র হওয়ার আগেই আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। সে ব্যবস্থা আমার সাথেই আছে। চলো, চলো, আর দেরি করো না।

দরিয়া খাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি গড়িয়ে পড়লো। সে বললো, একটু দাঁড়ান বিবি সাহেবা। কোনদিন সুযোগ পাইনি। আজ আপনাকে একটু সালাম করে নিই।

কুর্নিশ অন্তে দরিয়া খাঁ বললো, চলুন।

উভয়ে রওনা হলো। এই সময় বাহার খাঁ আর বাহাদুর ফটকের পাশে কথা বলাবলি করছিল। বাহার খাঁ বললো, হুঁশিয়ার বাহাদুর! হুঁশিয়ার! এই সামান্য সময়টুকু পার করতে পারলেই ব্যস কেল্লাফতে।

বাহার খাঁর অনুচর বাহাদুর বললো, চতুর্দিকে কড়া নজর রেখেছি হুজুর। একটা প্রাণীও প্রাচীরের কোল ঘেঁষতে পারবে না।

যাও। সদর ফটকে আমি একাই যথেষ্ট। তুমি খুব সতর্ক থাকবে আর সবাইকে সতর্ক রাখবে। কেউ যেন প্রাচীর টপকাতে না পারে।

জি আচ্ছা, হুজুর।

বাহাদুর চলে গেল। বাহার খাঁ পরমানন্দে বললো, আর মাত্র এই সময়টুকু। নসীবে থাকলে তারপরেই— হা হা হা!

চাদর মুড়ি দিয়ে দরিয়া ও শাহজাদা মুরাদ এগিয়ে এলেন। দরিয়া খাঁ চাপা কণ্ঠে বললো, চলুন হুজুর, পা চালিয়ে চলুন। এই বাগানটার পরেই সদর ফটক। ফটকের ওপারেই আপনার জন্যে ঘোড়া আর একদল সেপাই সৈন্য তৈয়ার আছে। ফটকটা পার হতে পারলেই আপনি নিরাপদ।

শাহজাদা মুরাদ বললেন, দরিয়া! www.boighar.com

দরিয়া খাঁ বললো, চাদরটা একটু ভালো করে জড়িয়ে নিন জাঁহাপনা। সময় খুবই কম।

কিন্তু প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যাবো? জীবনে তো কখনো—

এটা রণক্ষেত্র নয় হুজুর। সে প্রশ্ন আসে না। শিগ্গির চলুন।

সরস্বতী কৈ? সরস্বতী?

বইঘর.কম ও রোকন

উনি ফটকের দিকে এগিয়ে গেছেন জাঁহাপনা। দেরি করবেন না। চলুন।

চলো।

উভয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাহার খাঁকে সরস্বতী বাঈ ফটক থেকে সরিয়ে আনতে লাগলো। বাহার খাঁ সতর্ক কণ্ঠে বললো, এ কি একেবারে যে এই বাগানের কাছে নিয়ে এলে?

সরস্বতী বাঈ বললো, আর একটু এগিয়ে আসুন, আমার মনের কথা সব বলবো।

না বিবি, এমনিতেই অনেক দূরে এসে পড়েছি। ফটক ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। তোমার যা বলার এখানেই বলো।

কি আর বলবো খাঁ সাহেব, আপনাকে দেখা অবধি—

বাহার খাঁ আনন্দে বলে উঠলো, পেয়ারী!

সরস্বতী বাঈ বললো, এরপর কত চেষ্টা করেছি। কিন্তু শাহজাদার ভয়ে—

আনন্দে বিগলিত হয়ে বাহার খাঁ খপ করে সরস্বতীর এক হাত ধরে ফেললো এবং বললো, মেরে পেয়ারী, মেরে জান!

অলক্ষে বিষের বড়ি মুখে পুরে দিয়ে সরস্বতী দুই হাতে বাহার খাঁর দুই হাত ধরলো এবং বললো, ওদিকে অনেক লোকজন। আর একটু এদিকে আসুন, জান খুলে দু'টো দীলের কথা বলি।

উভয়ে উভয়ের দুই হাত ধরে ঈষৎ টানাটানি করতে লাগলো। বাহার খাঁ বললো, না, না, ঐদিকে।

সরস্বতী বাঈ বললো, না, না, এই দিকে।

উ-হু, ঐদিকে।

উ-হু, এই দিকে।

সরস্বতী!

প্রিয়তম।

'প্রিয়তম' ডাকে বাহার খাঁ আত্মভোলা হয়ে গেল। বললো, পেয়ারী! মেরে পেয়ারী! চলো, যেখানে ইচ্ছা নিয়ে চলো।

সরস্বতীর সাথে গমন উদ্যোগ করতেই অদূরে শাহজাদা মুরাদ উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, কে, কে ওখানে?

সরস্বতী নয়? তাই তো। বিশ্বাসঘাতিনী!

দরিয়া খাঁ অদূরে উচ্চ কণ্ঠে বললো, হুজুর, ফটক খুলে দিয়েছি। আপনি বেরিয়ে যান।

বইঘর.কম ও রোকন

শাহজাদা মুরাদ অদূরে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, না, না, ঐ বিশ্বাসঘাতিনী!

দরিয়া খাঁ অদূরে উচ্চ কণ্ঠে বললো, বেরিয়ে যান হুজুর, ঐ যে আপনার ঘোড়া, আপনার বাহিনী।

শাহজাদা মুরাদ অদূরে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, না, না, আগে ঐ দুশ্চারিণীর ব্যবস্থা আমি করে আসি।

এবার বাহার খাঁ হতভম্বের মতো বললো, সে কি!

অদূরে দরিয়া খাঁ মরিয়া হয়ে বললো, দোহাই হুজুর, কসম আপনার! বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান।

সরস্বতীর দিকে ফিরে আসতে আসতে শাহজাদা মুরাদ উন্মত্তের মতো বললেন, না, না, না!

ঘটনাটা অনুভব করতে পেরে বাহার খাঁ বিপুল বিস্ময়ে বললো, এ কি, শাহজাদা এখানে! ফটক খোলা!!

বাহার খাঁ এবার চিৎকার করে বললো, রক্ষী, প্রহরী, গুপ্তচর। ফটক বন্ধ করো, ফটক বন্ধ করো!

সে ছুটে ফটকের দিকে গেল। সেখানে হৈ চৈ, গুলির শব্দ ও দরিয়া খাঁর আর্তনাদ শোনা গেল। শাহজাদা মুরাদ দ্রুত বেগে ফিরে এসে সরস্বতীকে বললেন, সরস্বতী! বিশ্বাসঘাতিনী!!

বিশেষ ক্রিয়ায় টলতে টলতে সরস্বতী বললো, আমি বিশ্বাসঘাতিনী নই জনাব!

বুক চেপে ধরে সেখানে ফিরে এলো দরিয়া খা! তার বুক তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সে আর্ত কণ্ঠে বললো, আহ! আহ, জাঁহাপনা!

তাকে দেখে সরস্বতী ও শাহজাদা মুরাদ এক সাথে আর্তনাদ করে বললেন, দরিয়া!

শাহজাদা দৌড়ে গিয়ে দরিয়াকে ধরে আনল। দরিয়া খাঁ অতি কষ্টে বললো, কী সর্বনাশ করলেন জাঁহাপনা! আহ! আহ! আপনি বেরিয়ে গেলেন না কেন?

শাহজাদা উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন, দরিয়া!!

দরিয়া খাঁ মুমূর্ষু কণ্ঠে বললো, বিবি সাহেবা বাহার খাঁকে ভুলিয়ে এদিকে এনেছিলেন আপনাকেই উদ্ধার করার জন্যে। তিনি বিশ্বাসঘাতিনী নন জাঁহাপনা! আহ! আহ!

www.boighar.com

দরিয়া খাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল! শাহজাদা মুরাদ আর্তনাদ করে বললেন, দরিয়া! দরিয়া!! ওহ!!

দরিয়া খাঁকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিয়ে শাহজাদা মুরাদ সরস্বতীকে বললেন, সরস্বতী, আমার ক্ষমা করো সরস্বতী। আমি না বুঝে...

সরস্বতী টলছিল। তা দেখে শাহজাদা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, ও কি! তুমি টলছো কেন?

সরস্বতী অতি কষ্টে বললো, আমি বিষ খেয়েছি জনাব!

শাহজাদা চমকে উঠে বললেন, সরস্বতী!

সরস্বতী অতি কষ্টে বললো, আপনাকে উদ্ধার করার জন্যে আমি বিষ খেয়েই এই অভিনয়ে নেমেছিলাম জনাব। আমি দ্বিচারিণী নই।

ও-হ! স-র-স্ব-তী!

প্রি-য়-ত-ম!

প্রথম দিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'বিনিময়ে আমার জন্যে না হয় তোমার প্রাণটাই দিও'। শেষ পর্যন্ত সেই কথাই রাখলে সরস্বতী!

আহ! আহ! শাহজাদা সরস্বতীকে ধরলেন।

অদূরে বাহাদুর উচ্চ কণ্ঠে বললো, ঐ, ঐ সেই বিশ্বাসঘাতিনী! বাহার খাঁ দূর থেকে উচ্চ কণ্ঠে বললো, খতম করো, খতম করে দাও।

শাহজাদা মুরাদ আঁতকে উঠে বললেন, না, না, না।

তিনি সরস্বতীকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। সরস্বতীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো বাহাদুর। সেগুলি মুরাদের বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে গেল। আর্তনাদ করে উঠে বুক চেপে ধরলেন মুরাদ। মুমূর্ষু কণ্ঠে সে মুখ দিয়ে শুধু বের হলো, আ... আ... আ...

www.boighar.com

সরস্বতী বাঈ ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, প্রি-য়-ত-ম!! আ... আ...

শাহজাদা মুরাদও মুমূর্ষু কণ্ঠে বললেন, স-র-স্ব-তী! আ... আ...

টলতে টলতে উভয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন আর উভয়েই জমিনে পড়ে গেলেন শাটপাট। দরিয়া খাঁর লাশের পাশেই পড়ে গেলেন তারা।

দ্রুত বেগে আওরঙ্গজেব ও আসাদ খাঁ তাদের দিকে ছুটে আসতে লাগলেন। শাহানশাহ আওরঙ্গজেব দূর থেকে বললেন, ভয় নেই, ভয় নেই মুরাদ, আমি নিজে এসেছি। তোমার প্রাণদণ্ডের রায় স্থগিত করা হয়েছে। পুনরায় বিচারের জন্যে কাজীর দরবারে দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে। এক তরফা রায় হয়েছে হেতু পুনর্বিচারের জন্যে কাজী রাজী হয়েছেন।

ঘটনা স্থলে এসে লাশগুলোর উপর নজর পড়তেই আওরঙ্গজেব আর্তনাদ করে উঠলেন, এ্যাঁ! এ কি! মুরাদ! মুরাদ!!

শাহানশাহ আওরঙ্গজেব মুরাদের লাশের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। আসাদ খাঁ বললেন, উহ! কী মর্মান্তিক দৃশ্য!

আওরঙ্গজেব আর্ত কণ্ঠে বললেন, মুরাদ! মুরাদ!! আমার মুরাদ বকশ!!

আসাদ খাঁ বললেন, জাঁহাপনা! জাঁহাপনা!!

শাহানশাহ আওরঙ্গজেব মাথা তুলে সশব্দে বললেন, দেখুন, দেখুন, আসাদ খাঁ সাহেব, দেখুন আজীবন ধরে রাখবো বলে যাকে রূপনগরে বন্দী করলাম, সে কেমন করে বাঁধন কেটে চলে গেল, আমাকে ফাঁকি দিয়ে সঙ্গী-সাথী সহকারে চলে গেল দেখুন! www.boighar.com

পুনরায় মাথা নামিয়ে শাহানশাহ আওরঙ্গজেব জমিনে মাথা কুটতে লাগলেন।